নিবেদন।

কালে "সার-জন-লরেন্স" জলমগ্ন হওয়ার ঘটনা লোকমুখে
, তখন বঙ্গোৎকল রেলপথসংযুক্ত হয় নাই,—তীর্থযাত্রীগণকে
ত আরোহণে শ্রীশ্রী৺ সচ্চিদানন্দ জগন্নাথ দর্শনে যাইতে হইত।
পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে এক দিন কলিকাতা আহীরীটোলার কোন
ার মধ্য দিয়া যাইবার সময় একটি স্মৃতিরক্ষাকারী প্রস্তরফলক-
বিষয় পাঠ করিয়া সেই প্রাচীন "সার-জন লরেন্স" জলমজ্জন
হৃদয়ে নবভাবে জাগিয়া উঠে,—সঙ্গে সঙ্গে একটি উপন্যাসের ছায়া
হৃদয়ে পতিত হয়। সেই ছায়া পুলকিত ও কায়াপ্রাপ্ত হইয়া
নির্ব্বন্ধ" নামক পুস্তকে পরিণত হইল।

ত্রিক কাহিনী পাশ্চাত্য প্রদেশের পক্ষে শোভনীয় হইলেও
 দেশেও যে অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিক হইবে এমত সম্ভব
দি কাহারও সন্দেহ থাকে, "বিধির নির্ব্বন্ধ" পাঠে সে সন্দেহ
ব।

ধির-নির্ব্বন্ধ" সাদাসিধা উপন্যাস,—অভিজাত শ্রেণীর উপন্যাসের
 নহে। উপন্যাসে যে সকল গুণ ও দোষ থাকে ইহাতেও সে
পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখা হইয়াছে। ইহা অশ্লীলতা বা কুরুচি দোষ

মি কৃতী উপন্যাস লেখক বলিয়া গৌরব রাখি না; "বিধির নির্ব্বন্ধ"
ীয় সৃষ্টি। ইহা ইংরাজী বা অন্য কোন উপন্যাসের ছায়া
িত নহে, ইহার আদ্যন্ত মৌলিক। "বিধির নির্ব্বন্ধ"
পাঠক পাঠিকা আশানুরূপ আনন্দলাভ করিতে পারেন
ইহাকে "উপন্যাস" বলিয়া আখ্যা দান করেন, তাহা হইলেই আমি
শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বরিশাল।
২৭শে ফাল্গুন ১৩২৪ সাল।

নিবেদক—
গ্রন্থকার।

বিধির নির্ব্বন্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরুষোত্তমের পথে।

শত শত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী বহন করিয়া "সার জন লরেন্স" নামক সুবৃহৎ, দ্রুতগামী অর্ণবপোত মহাসমুদ্রের বক্ষ ভেদ করিয়া পুণ্যক্ষেত্র পুরুষোত্তমের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার শুভ্র পাইল বায়ুভরে স্ফীত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল,—অচঞ্চল মহাসমুদ্রও অতি মনোহর। বঙ্গোপসাগরের নদীসঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া "সার জন লরেন্স" যখন তীরবেগে অগ্রসর হইতেছিল, তখন বায়ুকোণে একখণ্ড অতি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সাধারণ চক্ষে মেঘখানি অতি তুচ্ছ জ্ঞান হইতেছিল বটে, কিন্তু পোত মধ্যস্থ তাপমান-যন্ত্রের পারদ অতি শীঘ্র শীঘ্র নামিতে লাগিল। কাপ্তেন সাহেব দুই তিনবার নিজ কেবিনে প্রবেশ করিয়া অনিমিষে তাপমান-যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে টেলিফ করিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ক্ষণকাল মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। দুই সাহেবে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। দুজনে একত্রে তাপমান-যন্ত্র পরীক্ষা করিলেন, একবার জাহাজের

রেলিংএর নিকট আসিয়া মেঘখণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করিলেন; মে ানি তখন ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ক্রমে স্থির হইতেছিল। পশ্চাতে এবং পার্শ্বে আরও কয়েকখানি অর্ণবপোত যাত্রী সহ পুরুষোত্তম যাইতেছিল, সেই সকল জাহাজ হইতে পর্য্যায়ক্রমে বাঁশী দিতে লাগিল এবং সাঙ্কেতিক পতাকা প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলিলেন,—"উহারা বন্দরে আশ্রয় লইতে চলিল; মেঘের অবস্থা বড়ই ভীতিজনক।"

কাপ্তেন হাসিয়া বলিলেন,—"সব কাপুরুষ; এই সামান্য মেঘে এত ভয়? উহারা বন্দরে আশ্রয় লয় লউক,—আমি সকলের আগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিব। আমি বড় তুফানে আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি জমাইয়াছি, আর এই সামান্য মেঘে ভয় পাইব? যদি ঝড়ই উঠে, আমার জাহাজ অটলভাবে গতি অনুসরণ করিবে। কোন চিন্তা নাই।"

একজন আরোহী, কাপ্তেন ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথাবার্ত্তা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। কাপ্তেন সাহেব একাকী হইলে আরোহী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"গুড্-ডে কাপ্তেন!" কাপ্তেন সাহেব হাসিয়া কহিলেন,—"গুড্-ডে বাবু! আপনাদের কোন অসুবিধা হইতেছে না ত? কোন অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইবেন।"

আরোহী। বড় বাধিত হইলাম; আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে আছি। সাহেব! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

কাপ্তেন। স্বচ্ছন্দে।

আরোহী। ঐ যে বায়ুকোণে মেঘখানি উঠিয়াছে, আপনি ওখানি কিরূপ মনে করেন? সঙ্গী জাহাজ সকল বন্দরের দিকে গতি ফিরাইয়াছে। আপনারাও আজিকার মত বন্দরে আশ্রয় লইতে পারিতেন।

কাপ্তেন হাসিয়া বলিলেন,—"বাবু, কোন চিন্তা নাই; মেঘখানি যেরূপ, তাহাতে বড় ঝড়ের সম্ভাবনা নাই, একটু জোর বাতাস হইতে পারে, তাহাতে আমার জাহাজ নড়িবে না। অপর আরোহীদিগকে আপনি মেঘের কথা বা ঝড়ের কথা বলিয়া চিন্তিত করিবেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার জাহাজ চালাইবার ক্ষমতা দেখিবেন।"

আরোহী। হুঁ,—কিন্তু সাহেব, মনটা বড় ভাল বলিতেছে না; ভগবান না করেন, যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, তবে এতগুলি প্রাণী একেবারে এই অতল জলে লুপ্ত হ'বে।"

কাপ্তেন হাসিয়া,—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবুর নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আরোহী। আমার নাম নকুলেশ্বর রায়।

কাপ্তেন নিজ কেবিনে প্রবেশ করিলেন। নকুলেশ্বর গম্ভীরভাবে ক্ষণেক রেলিংএর নিকট দাঁড়াইয়া মেঘের দিকে চাহিলেন, মেঘের প্রকৃতি ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল। সমুদ্র ভয়ঙ্কর প্রশান্তভাব ধারণ করিল, সমুদয় জগৎ স্থির—গম্ভীর। দূরে—বহুদূরে বায়ুকোণে সেই ঘন কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের উপর বিদ্যুৎক্রীড়া করিতেছিল।

নকুলেশ্বর নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাক্স খুলিয়া একটি তাপমান যন্ত্র বাহির করতঃ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলেন,—তৎপরে উহাকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে কি চিন্তা করিলেন—পরে আপনাপনি কহিলেন,—"ভয়ানক ঝড় হইবে; কাপ্তেন সাহেব ভরসা দিলেন কিসে বুঝিলাম না। উহারা ইংরেজ জাতি,—দ্বীপবাসী,—মহাসমুদ্রের গর্জ্জন উহাদের অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা দীপক [illegible] অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয় দেখি নাই। যাই হোক, যাত্রী-

দিগকে সাবধান করাই আবশ্যক। সাবধান করিয়াই বা ফল কি?—যদি জাহাজ এই সমুদ্রগর্ভে নিহিত হয়—"

নকুলেশ্বর উদ্বিগ্নভাবে বাহির হইলেন; তাঁহার পরবর্ত্তী কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন; এক লাবণ্যময়ী যুবতী দ্বার মুক্ত করিল। নকুলেশ্বরকে দেখিয়া যুবতী একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। নকুলেশ্বর কেবিনে প্রবেশ করিলেন; তথায় এক প্রৌঢ় ব্যক্তি অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থিত ছিলেন, নকুলেশ্বর তাঁহাকে কহিলেন,—"ডাক্তার বাবু! কিছু দেখিতেছেন কি?"

ডাক্তার। না,—কি?

নকুলেশ্বর তাঁহাকে মেঘের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন; প্রৌঢ়ের মুখ শুকাইয়া গেল,—কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"এঁ্যা,—কি সর্ব্বনাশ! সাবিত্রি!—মা!"

যে যুবতী দ্বার মুক্ত করিয়াছিল, সে ডাক্তার বাবুর কন্যা—সাবিত্রী। সাবিত্রী মাতৃহীনা,—সুতরাং পিতার আদরিণী। সাবিত্রীর বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর; পিতার বড় স্নেহের, তাই আজিও বিবাহ হয় নাই।

পিতার আহ্বানে সাবিত্রী ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"বাবা, এই যে আমি!"

ডাক্তার। মা! আজ বুঝি এই মহাসমুদ্রে আমাদের গতি হইল; আমার ত একরূপ শেষ হ'য়ে এসেছে,—কিন্তু—

ডাক্তার বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নকুলেশ্বরের হৃদয় আহত হইল; তিনি কহিলেন,—"চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া ফল কি? বিপদে ধৈর্য্য আবশ্যক। যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, আপনারা কেবিন ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না। আপনাদের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখুন। ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়।

নকুলেশ্বর তখন সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া অপরাপর যাত্রীদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন। এক কক্ষে দেখিলেন,—এক ব্রাহ্মণ যুবক কি লিখিতেছেন; নকুলেশ্বর তাঁহার কক্ষের দ্বারস্থ হইয়া কহিলেন,—"প্রণাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়।"

ব্রাহ্মণ যুবকের নাম প্রতাপানন্দ ভট্টাচার্য্য; প্রতাপ বলিলেন,—"নকুল বাবু! আমি পূর্ব্বেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছি, মরিতে ত একদিন হইবেই,—চিন্তা কি? তবে কতকগুলি জীব নষ্ট হইবে, ইহাই দুঃখ।"

নকুল। মরণটা এত নিশ্চিত কিরূপে জানিলেন? হয় ত রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হইবে না,—যাই হউক, প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

তৎপরে নকুলেশ্বর অপরাপর যাত্রীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আগতপ্রায় বিপদের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। যাত্রীদিগের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল, কিন্তু নকুলেশ্বর তাহাদিগকে নানারূপ ভরসা দিয়া শান্ত করিলেন। তৎপরে তন্মধ্য হইতে দুই চারিজন বিচক্ষণ যাত্রী সঙ্গে লইয়া পুনরায় কাপ্তেনের কেবিনের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে প্রতাপ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কর্ত্তব্য স্থির করিলেন?"

নকুল। কাপ্তেন যাহাতে জাহাজ বন্দরে লইয়া যান, সেই চেষ্টা করার আবশ্যক।

প্রতাপ। হুঁ,—সুযুক্তি বটে।

নকুলেশ্বর সঙ্গীগণ সহ প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ লেখনী ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং স্বকীয় দ্রব্যাদি একত্রিত করিলেন,—পরে ডাক্তারের কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার ভয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন,—প্রতাপ তাঁহাকে অনেক ভরসা দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রগর্ভে।

নকুলেশ্বর সঙ্গীগণ সহ কাপ্তেনের কেবিনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কাপ্তেনের মুখ অতি গম্ভীর ;—নকুলেশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

নকুলেশ্বরকে দেখিয়া কাপ্তেন ঈষৎ হাস্য সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। নকুলেশ্বর দেখিলেন, শুকানের কল অনবরত একভাবে ঘুরিতেছে এবং পশ্চিমাভিমুখী জাহাজের অগ্রভাগ ক্রমে দক্ষিণ দিকে ফিরিতেছে। কাপ্তেনের মেট জাহাজের গতি বৃদ্ধি করিবার জন্য সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাফ করিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে জাহাজ দক্ষিণমুখে তীরের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। কাপ্তেনের আদেশ মত জাহাজের পাইল সমুদয় নামাইয়া ফেলা হইল এবং কাপ্তেন নিজে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র সম্মুখে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নকুলেশ্বর কহিলেন,—"সাহেব! এতগুলা লোকের জীবন নষ্ট করিবে ?—জাহাজ বন্দরে লও।"

কাপ্তেন ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—"বাবু, আপনারা জলপথ ভ্রমণে অনভ্যস্ত,—আমরা এবিষয়ে আপনাদের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ। আপনারা স্থিরভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন। বন্দর আমরা বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি,—আর পাঁচ মিনিট মধ্যেই ঝড় উঠিবে। এই দূরবীণ দিয়া দেখুন, দূরে যে একটা লাইট পোষ্ট দেখিতে পাইবেন, ওটা অতিক্রম

করিতে পারিলেই আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইব। যত বেগেই ঝড় হউক না কেন, জাহাজের কোনই বিপদ হইবে না।"

নকুলেশ্বর দূরবীণ চক্ষে সংলগ্ন করিয়া বহুদূরে লাইট পোষ্ট দেখিলেন। দূরবীণ নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কত পথ?"

কাপ্তেন। আধ ঘণ্টার পথ,—ঐ লাইট পোষ্ট বামে রাখিয়া যাইতে হইবে। উহার দক্ষিণে সমুদ্রের গর্ভে পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান, সেদিকে জাহাজ গেলে রক্ষা করা অসম্ভব।

নকুল। বন্দরে যাইবার কি কোন উপায় নাই? তীর কত দূরে?

কাপ্তেন। এখন বন্দর ফিরিতে গেলে বিনাশ নিঃসন্দেহ। তীর এখান হইতে দুই ক্রোশের কম নয়। এখন স্থিরভাবে ঝড় ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ।

নকুলেশ্বর আর বিলম্ব না করিয়া সঙ্গী যাত্রীগণকে বিদায় দিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; স্বকীয় দ্রব্যাদি অতি ক্ষিপ্রহস্তে একত্রিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া বেগে বাহির হইলেন এবং যেখানে লাইফ-বয়াগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে রজ্জুসংলগ্ন হইয়া লম্বিত-ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে রজ্জুচ্ছেদ করিয়া পঞ্চাশৎ বয়া একত্রিত করিয়াছেন, এমন সময়ে প্রবল ঝটিকা সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়া প্রবাহিত হইল। স্থির মহাসমুদ্র সেই ঝটিকাহত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গমালা গগনভেদী গর্জ্জন সহকারে অর্ণবপোত গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুদক্ষ নাবিক-পরিচালিত "সার জন লরেন্স" সেই পর্ব্বতপ্রমাণ, ফেনশুভ্র তরঙ্গ চূড়ায় নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; সেই তরঙ্গায়িত ভীষণ জলরাশি মধ্যে পোতারোহীগণের অধিকাংশই হাহাকার করিতে লাগিল; নকুলেশ্বর কাপ্তেনের সাহস,

অধ্যবসায় এবং পোত-চালনা-কৌশল দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন; সেই উত্তাল তরঙ্গমালা জাহাজের পার্শ্বদেশে একবারও আঘাত করিতে পারিতে-ছিল না,—অগ্রভাগে প্রহত হইয়া চূর্ণ হইতেছিল এবং ভয়ঙ্কর গর্জ্জন সহ-কারে ফেন উদ্গীরণ করিতেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; ঘোর অন্ধকারে মহাসমুদ্রের বক্ষ আবৃত হইল। অন্ধকার অছিদ্র; স্তরে স্তরে নামিয়া যেন পোতারোহীদিগকে ভীষণ ভ্রুকুটী করিতে লাগিল। জাহাজের বিদ্যুতের আলোক জ্বলিয়া উঠিল এবং সম্মুখের সার্চ-লাইট তীব্রবেগে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল। দূরে লাইট পোষ্টের উর্দ্ধে আলোক জ্বলিয়া উঠিল,—লাইট পোষ্ট সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আরোহীদিগের প্রাণের তুফান সমুদ্রের তুফান অপেক্ষা প্রবল; লাইট পোষ্ট অতিক্রম করিলেই জাহাজ নিরাপদ হইবে,—বুঝি এতগুলি প্রাণী রক্ষা পাইল!

ঝড়ের বেগ ক্রমেই প্রবলতর হইতে লাগিল, ক্রমে অতি ভয়ানক বেগ ধারণ করিল;—জাহাজের গতি সমভাবে রক্ষা করা কঠিন হইল। স্থির সমুদ্রে এতক্ষণ লাইট পোষ্ট পশ্চাতে রাখিয়া জাহাজ বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিত; কিন্তু উদ্বেলিত জলরাশি ভেদ করিয়া, বায়ুর বেগ প্রতিহত করিয়া, অগ্রসর হওয়া অতি কঠিন হইয়া উঠিল। জাহাজের ইঞ্জিন পূর্ণতম বেগে চলিতেছিল এবং কাপ্তেন ও মেট উভয়ে শুকানের কল ফিরাইয়া জাহাজের সম্মুখভাগ ঝড়ের গতির দিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন দিক হইতে বায়ু গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছিল এবং তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে জাহাজ অস্থির হইয়া উঠিল। কাপ্তেন বহু চেষ্টাতেও জাহাজের গতি সমভাবে রাখিয়া লাইট পোষ্টের বামদিক অভিমুখে অগ্র-সর হইতে সক্ষম হইলেন না। এতক্ষণ লাইট পোষ্ট সম্পূর্ণ বামভাগে দৃষ্ট

পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে পোতমগ্ন হওয়ায় বস্ত্রাদির অভাব হইয়াছে। মগ্ন-পোত হইতে সেই বিপদের সময়েও তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে নিজ ও অপর কয়েক ব্যক্তির যে কিছু দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের কোনরূপে দিনপাত হইতেছে।

নকুলেশ্বর আবার কহিলেন,—"একটা বড় গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত,—বোধ হয় তুমি এখনও তাহা জানিতে পার নাই ?"

প্রতাপ। না,—ব্যাপার কি ?

প্রতাপ আবার কাশিতে লাগিলেন।

নকু। তোমার অসুখ বড় বেশী হইতেছে দেখিতেছি, কিন্তু কি উপায় করি ? এ দ্বীপে কোন বসতি নাই, কোন সাহায্য প্রত্যাশা নাই। যে কয়জন উদ্ধার হইয়াছি, তাহার মধ্যেও বিবাদের উপক্রম হইতেছে। পূর্ব্ব-দিকের কুটীরে যে কয় ব্যক্তি আছে, তাহারা সকলেই গাঁজা ও মদ খায়। উহাদের জিনিষ পত্র বড় রক্ষা হয় নাই,—কিন্তু যে বাক্সটায় ওদের মদ গাঁজা ছিল, সেটা ওরা ছাড়ে নাই। এখন মদ গাঁজা খাইয়া উহারা বড়ই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে ; আমার উপর ওদের ভয়ানক আক্রোশ।

প্রতাপ। কেন তোমার উপর আক্রোশ ? তুমি দেবতা,—নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া তুমি যেরূপে এই লোকগুলিকে রক্ষা করিয়াছ, তাহা কি কেহ ভুলিতে পারে ?

নকুল। সে আর একটা বেশী কিছু না। কিন্তু ঐ লোকগুলার সন্দেহ,—ডাক্তারের ঘরে যে বাক্সটা আছে, সেটার মধ্যে ধনরত্ন পূর্ণ,—সেটা জাহাজের কোন জলমগ্ন আরোহীর এবং আমরা তাহা জানিয়াই সেটাকে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছি।

প্রতাপ। ও হো,—সেই ওয়ালের বাক্সটা ?

কোলাহল করিতে করিতে তদ্দিকে অগ্রসর হইতেছে; নকুলেশ্বর প্রতাপকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। কতক দূর গিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; বিশ্বনাথের দল কোলাহল করিয়া "বাক্স—বাক্স চাই,—মোহরের বাক্স—জহরতের বাক্স চাই" বলিতে লাগিল।

নকুলেশ্বর প্রশান্তভাবে কহিলেন,—"বিশ্বনাথ! ব্যাপার কি? তোমরা পাগল হইলে না কি?"

বিশ্ব। বাবা, পাগল কি লোকে সাধে হয়, রোগে করে। জহরতের বাক্স,—যুবতী স্ত্রীলোক,—সব একা দখল ক'রবার মতলব করিলে কি চলে? এখন সোজা কথায় বাক্সটি বাহির করে নিয়ে এস, সকলে ভাগ ক'রে নেওয়া যাক্।

নকু। বাক্স? তুমি ডাক্তারের বাক্সের কথা বলিতেছ না কি?

বিশ্ব। হাঁ,—হাঁ হে ছোকরা; সে বাক্সটা ডাক্তারের ঘরেই আছে বটে,—চালাকি খাট্‌বে না।

নকু। সে ঔষধের বাক্স।

বিশ্ব। হাঁ, তা ত বটেই; যাই হোক, আমরা একটু দেখে আসি।

নকু। সেইটুকু হবে না।

বিশ্বনাথের দল অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল; নকুলেশ্বর অঙ্গাবরণ মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র রিভলভার বাহির করিয়া সক্রোধে কহিলেন,—"খবরদার! এক পা অগ্রসর হইলে রক্ষা নাই। আমি বলিতেছি, সে বাক্সে ঔষধ ছাড়া আর কিছুই নাই।"

বিশ্বনাথের দল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

নকুলেশ্বর তখন উত্তেজিত ভাবে কহিলেন,—"তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কাহাকে দলপতি স্বীকার করিতে চাহ?

আমাদের মধ্যে দুইজন কর্ত্তা হইতে পারে না। হয় আমি, নয় বিশ্বনাথ তোমাদের দলপতি হইবে এবং আমাদের একজনের আদেশ তোমাদিগকে পালন করিতে হইবে।”

বিশ্বনাথ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল, অপর সকলে নিস্তব্ধ।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—“আর এক কথা,— এই দলপতিত্ব নির্ণয় করিতে আমি এক প্রস্তাব করিতেছি। বিশ্বনাথ আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক, যে জিতিবে সেই দলপতি হইবে। সকলেই ইহাতে সম্মত হইল।

বিশ্বনাথ কটিদেশ হইতে দুইখানি ছোরা বাহির করিয়া একখানি নকুলেশ্বরের দিকে নিক্ষেপ করিল এবং একখানি স্বয়ং গ্রহণ করিল। প্রতাপের মুখ শুকাইয়া গেল; তিনি নকুলেশ্বরের কানে কানে কহিলেন,—ভাই। কাজ নাই, উহাদের সঙ্গে বিবাদে আবশ্যক নাই।”

নকুল। কোন চিন্তা নাই, আমি অনেক দিন লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা শিখিয়াছি। ওদের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে সাবিত্রীর সর্ব্বনাশ হইবে।

তখন উভয়ের মধ্যে ছোরা লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

•✦•

দলপতিত্ব।

কুটীরের অভ্যন্তরে এক জলপাত্রে দক্ষিণ হস্ত মগ্ন করিয়া নকুলেশ্বর উপবিষ্ট,—পার্শ্বে প্রতাপানন্দ অধোমুখে নকুলেশ্বরের কার্য্য দেখিতেছিলেন; সাবিত্রী একটি কাচপাত্রে রক্তবর্ণ তরল পদার্থ লইয়া অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

নকুলেশ্বরের মুখমণ্ডল প্রসন্ন; প্রতাপ কহিলেন,—"আঘাত কি বেশী হইয়াছে?"

নকু। না,—চামড়া একটু কাটিয়াছে মাত্র, মাংস ভেদ করে নাই। এখন অবশ্য তা'রা আমাদিগের অধীনতা স্বীকার করিবে। বেটার কি স্পর্দ্ধা!

সাবিত্রী। আশ্চর্য্য! আপনার খুব শিক্ষা কিন্তু!

নকুলেশ্বর সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সাবিত্রি! ব্রাণ্ডি এনেছ? দাও। কোথায় পাইলে?"

সাবিত্রী। বাবার বাক্সে ছিল,—বাবা একটু একটু খাইয়া থাকেন। নকুলেশ্বর প্রায় দুই আউন্স ব্রাণ্ডি পান করিয়া ফেলিলেন; অল্পক্ষণ মধ্যেই ব্রাণ্ডির উত্তেজনায় তাঁহার দৈহিক অবসাদ দূর হইল। তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে জলমধ্য হইতে হস্ত উঠাইয়া লইলেন এবং সাবিত্রীকে কিছু ছিন্নবস্ত্র আনিতে বলিলেন।

সাবিত্রী প্রস্থান করিল।

প্রতাপ কহিলেন,—"আমার ত ভয়ই হইয়াছিল; বেটাদের চেহারা যেন অসুরের মত!"

নকু। আমার চেহারাটাও তার চেয়ে বড় কম নয়; লম্বায় চওড়ায় আমিও বড় ছোট খাট নই।

প্রতাপ। আমি মনে করিয়াছিলাম, বিশ্বনাথই জিতিবে।

নকু। আমি জানিতাম আমিই জিতিব; তাহাদের উদ্দেশ্য বড় ভয়ানক ছিল, সুতরাং তাহারা জিতিতে পারে না। বিশ্বনাথ জিতিলে নিশ্চয়ই সাবিত্রীর উপর বলপ্রয়োগে কুণ্ঠিত হইত না। আমি কেবল তাই ভাবিয়াই এই গুরুতর কাজে লিপ্ত হইয়াছিলাম।

সাবিত্রী ছিন্নবস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইল এবং বস্ত্র সিক্ত করিয়া নকুলেশ্বরের ক্ষতস্থান বন্ধন করিতে লাগিল। এমন সময় কুটীর দ্বারে "সাবিত্রি,—সাবিত্রি" বলিয়া কে আহ্বান করিল। ক্ষতস্থান বন্ধন শেষ হইয়াছিল—সাবিত্রী দ্রুতপদে ব্যাকুলভাবে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন,—তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; ললাট হইতে প্রচুর স্বেদ বিনির্গম হইতেছিল। তাঁহার হস্তে একখানি রুমালে আবদ্ধ কোন পদার্থ।

ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"সোণা—সোণা,—এত সোণা এই দ্বীপে? চারিদিকেই সোণা! এই দেখ মা!" ডাক্তার বাবু শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং রুমাল মুক্ত করিয়া কতকগুলি প্রস্তর-খণ্ড ঢালিলেন। তৎপরে কহিলেন,—"এই দেখ মা, এ সব সোণা! এঁা—ও কি? নকুলেশ্বর! ওকি? হাতে আঘাত পেয়েছ! দেখি, এদিকে এস।"

নকুলেশ্বর ডাক্তারের নিকটে আসিলেন; ডাক্তার বাবু তাঁহার ছিন্ন বস্ত্রাবদ্ধ স্থান পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"হুঁ—বেশ বাঁধা হ'য়েছে; সামান্য

আঘাত—এতেই সেরে যাবে। দেখ নকুল,—কত সোণা, আমরা কোটীপতি হইলাম।"

ডাক্তার বাবু অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সেই প্রস্তরখণ্ডবৎ পদার্থগুলি দেখাইয়া কহিলেন,—"এগুলি সব সোণা,—তোমরা চিনিতে পারিতেছ না। সোণা খনির মধ্যে, পাহাড়ে এবং অন্যান্য স্থানে এইরূপ মলিন অবস্থাতেই থাকে। আমি বলিতেছি, সব সোণা। আরও সোণা আছে, চারিদিকেই সোণা। পশ্চিমদিকে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, তার ধারে অনেক সোণা আছে; পূর্ব্বদিকে একটা খালের মত নদী আছে, তার ধারে মাটীর নিচে সব সোণা! বড় গরম; সাবিত্রি, জল।"

সাবিত্রী জল দিল উত্তেজনায় ডাক্তার বাবুর মস্তিষ্কবিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল; নকুলেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্রচুর স্বুবর্ণপ্রাপ্তির সুযোগে ডাক্তারের চেতনা লুপ্ত হইবার মত হইয়াছিল।

নকুল বলিলেন,—"হাঁ, এ সব সোণাই বটে; কিন্তু এখানে সোণাতে আর মাটীতে আমাদের নিকট প্রভেদ কি? কোন খাদ্যদ্রব্য হইত বা ঐ সমস্ত স্বুবর্ণ দিয়া যদি কোন খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইত, তবে বরং কিছু কাজে আসিত।"

সাবিত্রী। ঐ সোণাগুলির বদলে পাঁচ সের চাউল পাইলে বিশেষ উপকার হইত। বাবা! আপনি এখন একটু নিদ্রা যান।

ডাক্তার। নিদ্রা যাব! এত সোণা পেয়েছি,—বল কি মা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইল,—এখন কি ঘুমাবার সময়?"

নকুল সাবিত্রীকে একপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন,—"হঠাৎ প্রচুর সোণা পাওয়াতে ডাক্তার বাবু বেশী উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন, এখন উঁহাকে ঠাণ্ডা করা আবশ্যক।"

সাবিত্রী। আমি বাবাকে ঘুম পাড়াইতেছি; বাবা ঘুমাইলে তার পর রাঁধিব। আপনারা এখন যান।

নকুল ও প্রতাপ প্রস্থান করিলেন।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই সাবিত্রী হাঁপাইতে হাঁপাইতে নকুলেশ্বরের কুটীরে উপস্থিত হইল; নকুলেশ্বর একাকী গভীর চিন্তামগ্ন! সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল,—নকুলেশ্বর সত্বর উঠিয়া কহিলেন,—"কি সাবিত্রি, ব্যাপার কি?"

সাবিত্রী। বাবা কেমন করিতেছেন।

নকু। সেকি! ভয় কি! একটু উত্তেজনা বেশী হইয়াছে। চল যাই।

উভয়ে বাহির হইলেন; গন্তব্যপথে প্রতাপের কুটীর। প্রতাপ কুটীরমধ্যে ভয়ানকরূপ কাশিতেছিলেন, নকুল তাঁহাকে ডাকিলেন না।

উভয়ে দ্রুতপদে ডাক্তারের কুটীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে।

সাবিত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, নকুল তাহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহারও হৃদয় গুরুভারাক্রান্ত, এতদিন পরে দ্বীপান্তরের একটি বন্ধু হারাইলেন। ডাক্তারের স্নেহ স্মরণ করিয়া তিনিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সাবিত্রীর উচ্চক্রন্দন শ্রবণে প্রতাপানন্দ কাশিতে কাশিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অশুভ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। প্রতাপও কাঁদিলেন। কিছুক্ষণ ক্রন্দনের পর নকুল ও প্রতাপ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রতাপ কহিলেন,—"এখন কর্ত্তব্য কি?"

নকু। কেন,—সৎকার হইবে। সাবিত্রী এখানে থাকুক, আমরা বিশ্বনাথ প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিতেছি।

তখন উভয়ে বিশ্বনাথের কুটীরে উপস্থিত হইলেন,—কুটীর মধ্যে জন-প্রাণী নাই।

নকুলেশ্বর সবিস্ময়ে কহিলেন,—"এরা গেল কোথায়!"

প্রতাপ। তাই ত! মাতাল গেঁজেলের দল, হয় ত কোথাও গিয়া বসিয়া গাঁজা খাইতেছে।

নকু। এখন ত তাদের সন্ধান করিয়া বেড়ান অসম্ভব। চল, আমরাই সৎকার করিগে।

তখন নকুলেশ্বর ও প্রতাপ পুনরায় ডাক্তারের কুটীরে প্রবেশ করিলেন; সাবিত্রী মৃত পিতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতেছিল। প্রতাপ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে দুই বন্ধুতে ডাক্তারের মৃতদেহ শয্যা হইতে নামাইলেন; বলহীন প্রতাপ সেই মৃতদেহ বহনে সক্ষম হইলেন না,—তিনি ক্রমাগত কাশিতে লাগিলেন। নকুলেশ্বর একাকী সেই গুরুভার শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। প্রতাপ ও সাবিত্রী অনুসরণ করিলেন।

সেই নীশিথে সেই মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে সাবিত্রী স্নেহময় পিতার সৎকার করিয়া কুটীরে প্রত্যাগতা হইল। তাহার হৃদয়ে আজ জগৎ-সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল; পৃথিবীর একমাত্র সুখসম্পদ আজ তাহার চিরদিনের মত বুঝি তিরোহিত হইল। ডাক্তারের সৎকার সম্পন্ন হইলে নকুল ও প্রতাপ কুটীরে ফিরিলেন; তাঁহাদেরও হৃদয় হইতে যেন আজ একটা প্রবল শক্তি লোপ হইল।

কুটীরে ফিরিবার কালে নকুল নৈশ মহাসাগরের বক্ষঃস্থল ও বেলাভূমির দিকে বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ডাকিলেন,—"প্রতাপ!"

প্রতাপ তখন পুলিনে উঠিয়াছিলেন এবং সাবিত্রীকে সান্ত্বনা করিতে-ছিলেন ; নকুলেশ্বর তাঁহাদের নিকট আসিলেন,—কহিলেন,—"প্রতাপ! যে ক্ষীণ আশার সূত্র ধরিয়া আমরা ছিলাম, তাহাও ছিন্ন হইয়াছে। জালিবোটখানি নাই।"

প্রতাপ। সে কি! বোট কি হইল?

নকু। তা' কি এখনও বুঝ নাই? বিশ্বনাথ দলবল সহ সেই বোটে করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। এখন এই দ্বীপে কেবল আমরা তিনজন ভিন্ন আর কেহই নাই।

প্রতাপ। এখন কর্ত্তব্য কি?

নকু। আমি কাল একবার সমস্ত দ্বীপটা ঘুরিয়া দেখিব, কোনরূপ উদ্ধারের উপায় হয় কি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের প্রস্তাব।

পর-দিবস প্রতাপ ও সাবিত্রী কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন; নকুলেশ্বর তাঁহার বন্দুক স্কন্ধে করিয়া শীকারে বাহির হইলেন। বন্য-মৃগ ও পক্ষী-মাংস ব্যতীত এই জনহীন দ্বীপে তাঁহাদের আহারের অন্য উপায় ছিল না। দ্বীপে আসা পর্য্যন্ত নকুলেশ্বর শীকার দ্বারা বন্য-পশুপক্ষী সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং সাবিত্রী রন্ধন করিত। সাবিত্রীর পিতা, নকুল, প্রতাপ ও সাবিত্রী একত্রে আহার করিতেন, কিন্তু বিভিন্ন কুটীরে অবস্থান করিতেন। নকুলেশ্বর চা পান করিতেন, সাবিত্রী প্রাতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার ও ডাক্তার বাবুর জন্য চা প্রস্তুত করিত। ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে প্রতাপও সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপনান্তে চা পান করিতেন এবং সাবিত্রীও চা পানে অভ্যস্তা ছিল। সামান্য পরিমাণ চা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত রক্ষা পাইয়াছিল, কয়েকদিন তাহাতেই চলিল। অবশেষে দৈবক্রমে নকুলেশ্বর সেই দ্বীপের এক অংশে কয়েকটি চায়ের বৃক্ষ আবিষ্কার করিলেন, তাহার পত্র ভাজিয়া তাঁহারা একরূপ চা প্রস্তুত করিলেন; চা কিছু উগ্র হইল বটে, কিন্তু অতি সুগন্ধি ও সুপেয় হইল।

নকুল প্রত্যূষেই চা পান না করিয়াই বাহির হইয়াছেন, বেলা প্রায় এক প্রহর হইল তথনও প্রত্যাগত হইলেন না; সাবিত্রী চা

প্রস্তুত করিল এবং নকুলের কুটীরে গিয়া দেখিল, কুটীর শূন্য। তখন সে দ্রুতপদে প্রতাপের কুটীরে গেল; নিরাশ্রয়া, সংসারজ্ঞান বিরহিতা বালার হৃদয় আশঙ্কায় পূর্ণ। প্রতাপ তখন প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া কুটীরে আসিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল।

সাবিত্রী কহিল,—"চা প্রস্তুত হইয়াছে; নকুল বাবু কুটীরে নাই।"

প্রতাপ। চল, আমরা চা খাইগে, নকুলের আসিতে বিলম্ব হইবে; সে অতি প্রত্যূষে শীকারে বাহির হইয়াছে।

বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় নকুলেশ্বর কয়েকটি অৰ্দ্ধমৃত পক্ষী লইয়া কুটীরে সমাগত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া সাবিত্রীর মুখ প্রফুল্ল হইল। সে সত্বর তাঁহার হস্ত হইতে পক্ষী ও বন্দুক গ্রহণ করিল এবং কহিল,—"বেলা কত হ'য়েছে এখনও আপনার চা খাওয়া হয় নাই। একবার আমি চা তৈয়ার করিয়াছিলাম, আমরা খাইয়াছি; আমি এখনই আবার চা তৈয়ার করিয়া দিতেছি।"

সাবিত্রী চা প্রস্তুত করিতে নিযুক্তা হইল; নকুলেশ্বর পক্ষীগুলির মাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মাংস প্রস্তুত হইলে তিনি চা পান করিলেন এবং সাবিত্রীকে রন্ধনের সুযোগ দিয়া প্রতাপকে লইয়া নিজ কুটীরের দিকে চলিলেন। সাবিত্রী যদিও অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে অবৈধ নিয়ম সকল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল এবং প্রতাপ ও নকুলেশ্বরের জন্য রন্ধনও করিতে হইতেছিল। প্রতাপ প্রথম প্রথম কয়েকদিন নিজে রন্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাধির বৃদ্ধিতে তাঁহাকে সাবিত্রীর পক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হইতেছিল।

আহারাদির কিছুক্ষণ পরে নকুল বাহির হইয়া সৈকতভূমের দিকে

অগ্রসর হইলেন। সৈকত ও পুলিনের সংযোগ স্থলে এক বৃহৎ দেবদারু বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া তিনি মহাসমুদ্রের বিরাট বক্ষঃস্থলের দিকে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রতাপের কাশিতে নকুলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। নকুল কহিলেন,—"প্রতাপ! তোমার পীড়া কি বৃদ্ধি হইতেছে?"

প্রতাপ। হাঁ;—আমি আজ কোন গুরুতর প্রস্তাব করিতে তোমার নিকট এসেছি; আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি।

নকু। ব্যাপার কি? তুমি যে আমাকে ভয় ধরাইয়া দিতেছ?

প্রতাপ। হাঁ,—সেইরূপই বটে। শুন,—ডাক্তারকে ত আমরা হারাইয়াছি; আমার দেহের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে যদি হঠাৎ আমার কোন অমঙ্গল হয়, তবে সাবিত্রীর উপায় কি হইবে, ভেবেছ কি?

নকু। ও কি কথা প্রতাপ! তোমার অসুখ শীঘ্র সেরে যাবে; একখান জাহাজ যদি এ পথ দিয়া যাইত!—এইরূপে আর কতদিন চলিবে? বুঝি জীবনের লীলা-খেলা এখানেই সমাপ্ত হইল; এখান হইতে যে আর উদ্ধার হইতে পারিব, সে আশাও নাই।

প্রতাপ। ভগবান যা করেন তাই হ'বে; এখন আমার কথায় মনোযোগ দাও। মনে কর, আমিও ডাক্তারের অনুসরণ করিলাম,—তুমি আমার মুখ-অগ্নি ও সংকার করিও। আমার এ জগতে কেহ নাই, সুতরাং আমার চিন্তারও কোন কারণ নাই। দৈবের চক্রে তুমি, আমি, ডাক্তার ও সাবিত্রীর মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, সুতরাং ইহার মধ্যে প্রত্যেকের হিতাহিত লক্ষ্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমার মৃত্যুর পরে তুমি ও সাবিত্রী মাত্র এই দ্বীপের অধিবাসী রহিলে।

নকু। ও সকল অমঙ্গলের কথা বলিতেছ কেন? ছিঃ,—তোমার কি

হ'য়েছে? বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই আমরা কোন না কোন জাহাজ পাইব।

প্রতাপ। উত্তম কথা,—কিন্তু যদি তা না হয়? আমার বোধ হয় আমি দু'চার দিনও বাঁচিব না। আমার ইচ্ছা, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে সাবিত্রীর সহিত তোমাকে পরিণীত করি। নতুবা, ইহার পর যখন তোমরা দেশে যাবে, তখন কি সাবিত্রীকে তাহার আত্মীয়েরা গ্রহণ করিবে? তোমার নামের সহিত তাহার নাম মিলাইয়া নিন্দুকদের তীক্ষ্ণ জিহ্বা নানারূপ জনরব প্রকাশ করিবে; সাবিত্রীকে লোক-সমাজে ঘৃণিতা—মিথ্যা কলঙ্কিণী করা আমাদের উচিত নয়। তাহা হইলে তার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হইবে, বিবেচনা করিয়া দেখ।

নকু। হুঁ,—বড় গুরুতর বিষয় বটে;—সাবিত্রীকে বিবাহ করিব! হুঁ,—কিন্তু সে বিবাহ কি সিদ্ধ হইবে?

প্রতাপ। অসিদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই; আমি ব্রাহ্মণ,—পণ্ডিত-সমাজে আমি নিতান্ত অপরিচিত নই। আমার পিতা একজন মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। আমি বিবাহ দিব এবং প্রমাণ স্বরূপ আমি নিজ নামাঙ্কিত পত্র তোমাদিগকে দিব; সে পত্র সমাজ মান্য করিবে।

নকু। কিন্তু—কিন্তু—

প্রতাপ। কিন্তু কিছুই নাই; সাবিত্রীর পরিণাম চিন্তা করিয়া উত্তর দিও।

নকু। তুমি যতটা মনে করিতেছ, লোকে হয়ত অতটা লক্ষ্য করিবে না।

প্রতাপ। ব্যাপারটা তুমি যত সহজ মনে করিতেছ, তত সহজ নয়; যে জাহাজে তোমরা উঠিবে, তাহারাই প্রথমে প্রশ্ন করিবে। আর যদিই সহজে তোমরা আত্মীয় মধ্যে মিশিতে পার, বিবাহের বিষয় অপ্রকাশ

রাখিয়া পরস্পর স্বাধীন হইলেই মিটিয়া যাইবে। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে করিতেই হইবে; নহিলে আমার পরলোকগত আত্মা অসুখী হইবে। সাবিত্রীকে আমি কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি।

নকু। কিন্তু—

প্রতাপ। আবার কিন্তু!

নকু। কেহ কাহারও জাতি কুল জানে না—এরূপ অসামঞ্জস্য বিবাহ হইতে পারে কিরূপে? সাবিত্রী অবশ্য নারী-রত্ন,—নিৰ্ম্মল-চরিত্রা,—কিন্তু আমি? আমি হয় ত একজন ঘোর দুষ্কর্ম্মচারী হইতে পারি,—সাবিত্রীর সম্পূর্ণ অযোগ্য হইতে পারি। সাবিত্রী যে আমার পত্নী হইয়া সুখী হইবে, তাহার আশা কোথায়?

প্রতাপ। তোমার চরিত্রে কোন কলঙ্ক থাকিতে পারে না; আজ দুই মাস হইতে তোমাকে দেখিতেছি, তোমার প্রত্যেক কার্য্যে মহত্ব প্রকাশ পায়। আমি যদিও তোমার প্রকৃত পরিচয় অবগত নহি, তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তুমি মহৎবংশজাত—মহৎচরিত্র সম্পন্ন এবং তোমার অপেক্ষা উত্তম স্বামী সাবিত্রী আশা করিতে পারে না। আমার এই আসন্ন মৃত্যুকালে আমাকে সুখী করিতে তোমাকে ইহা করিতেই হইবে; নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া তুমি এতদিন আমাকে সুখী করিয়াছ।

প্রতাপের চক্ষে অশ্রু ঝরিল; নকুল বলিলেন,—"ছি ভাই, কাঁদিও না; তোমাকে সুখী করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তোমার যদি একান্ত ইচ্ছা হয়, আমি সম্মত হইলাম,—কিন্তু কেবল তোমার অনুরোধে; পরিণামে সাবিত্রী যদি অসুখী হয়, তাহার জন্য আমি দায়ী হইব না।"

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল, বলিলেন,—"সাবিত্রীর নিকট প্রস্তাব করার

আবশ্যক; যদিও পিতৃবিয়োগে তাহার হৃদয় শোকার্ত্ত এবং এখনও পর্য্যন্ত তাহার অশৌচান্ত হয় নাই, তথাপি স্থান, কাল ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইতেছে।"

নকু। আমি ভাই সাবিত্রীর নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব করিতে পারিব না; সে মনে করিবে, আমি সুযোগ পাইয়া তাহাকে উৎপীড়িতা করিতেছি। সে যদি স্বেচ্ছায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়, আমি সম্মত আছি; নচেৎ আমি নারাজ।

প্রতাপ। ভাল, আমিই যাইতেছি,— আমিই তাহাকে বলিব।

প্রতাপ বিদায় লইয়া সাবিত্রীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন; সাবিত্রী তখন করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মগ্না। প্রতাপকে দেখিয়া একটু বিষাদের হাস্য করিল এবং কহিল,—"আমরা বোধ হয় আজীবন এই দ্বীপান্তরেই থাকিব।

প্রতাপ। সাবিত্রি! তোমাকে আমি কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি; তোমার পিতার স্নেহ কখন ভুলিতে পারিব না। সেই স্নেহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজ তোমার হিতের জন্য এক গুরুতর প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি। মনে কর সাবিত্রি, আমিও তোমার পিতার পথ অবলম্বন করিলাম।

সাবিত্রী। ওকি কথা!—আর অমন কথা বলিবেন না।

প্রতাপ। কিন্তু আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে; আমি আর অধিক দিন তোমাদের স্নেহ-যত্ন ভোগ করিব না।

সাবিত্রী। আমি অতি হতভাগিনী।

প্রতাপ। এখন ভাবিয়া দেখ, আমার মৃত্যুর পর তুমি একাকিনী নকুলেশ্বরের নিকট থাকিবে। তার পর যখন এখান হইতে কোন জাহাজে উদ্ধার হইবে—

সাবিত্রী। আপনি কেন অমঙ্গল কথা বলিতেছেন; আমরা সকলেই একত্রে দেশে যাব।

প্রতাপ। সে ত সুখের বিষয়; কিন্তু তা' হ'বে না,—আমার আয়ু আমি বেশ বুঝিতেছি। তাই আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে চাই যে, যখন তোমরা দেশে পৌছিবে, তখন লোকে যেন কলঙ্ক রটনা করিতে না পারে।

সাবিত্রী শুষ্ক মুখে কহিল,—"কি করিতে চান?"

প্রতাপ। নকুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়া যাইতে চাই। যদি আমরা সকলে একত্র দেশে যাইতে পারি, বিবাহের কথা ভুলিয়া গেলেই হইল। যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার হস্তলিখিত এবং নামাঙ্কিত তোমাদের বিবাহের দলিল তোমার অধিকারে থাকিলে নিন্দুকের নিন্দা বা কোন কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিবাহ বিধিমত সিদ্ধ হইবে না বটে, কারণ বিবাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাব, তোমার অশৌচান্ত হয় নাই,—কিন্তু লোকসমাজে গ্রাহ্য হইবে; আবশ্যক হয়, পরে পুনরায় নিয়মিত ভাবে বিবাহ হইলে চলিবে; না হয়, আমার হস্তলিপি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পরস্পর স্বাধীন হইও।

সাবিত্রীর গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল; সে নীরবে অধোমুখে উপবিষ্টা রহিল।

প্রতাপ কহিলেন,—"এ লজ্জার সময় বা স্থান নয়। লজ্জা ত্যাগ করিয়া যদি কিছু বক্তব্য থাকে বল।"

সাবিত্রী। আমি—আমি—তিনি—তিনি—

প্রতাপ। নকুলও একটু লজ্জায় পড়িয়াছে,—তুমি সম্মত হ'বে কি না, এই সব ভাবিয়া প্রস্তাবের ভারটা সে আমার উপরেই দিয়াছে।

সাবিত্রী। আমাকে কয়েকদিন চিন্তার সময় দিন।

প্রতাপ। কয়েকদিন! আমার সময় সংক্ষেপ, কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে পারি। তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, আমি দুই ঘণ্টা পরে আসিব। ইহা ভিন্ন কলঙ্ক হইতে তোমার রক্ষা হইবার কোন উপায় নাই। আমি এখন চলিলাম।

প্রতাপ কুটীর হইতে নির্গত হইলেন, এবং বেলাভূমির উপরে যথায় নকুলেশ্বর বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন ভাবে উপবিষ্ট, তথায় উপস্থিত হইলেন।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"কি সংবাদ?"

প্রতাপ। আমি প্রস্তাব করিয়াছি; কিন্তু আমার বোধ হয় তুমি নিজমুখে প্রস্তাব করিলে সাবিত্রীর হৃদয় প্রফুল্ল হয়। সরলা বালিকা কি দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তিনী হইয়াছে!

নকু। আমি প্রস্তাব করিব কেন?

প্রতাপ। তা'কে আশ্বস্ত করিবার জন্য; সে মনে করিতেছে যে, তুমি বাধ্য হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতেছ,—আত্মোৎসর্গ করিতেছ; কিন্তু তোমার মুখে তোমার ইচ্ছা প্রকাশ হইলে তাহার সে চিন্তা দূর হইবে।

নকু। বুঝিলাম,—কিন্তু প্রতাপ, আমি এখনও বলিতেছি, এ বিবাহ না হওয়াই মঙ্গল। তোমার অনুপস্থিতি কালে আমি অনেক চিন্তা করিয়া এক যুক্তি স্থির করিয়াছি। এই দ্বীপে একরূপ খুব হালকা গাছ আছে, তার নাম আমি জানি না,—কিন্তু একদিন একটা মোটা ডাল আমি ভাসাইয়া দেখিয়াছি। ঐ গাছ চার পাঁচটা কাটিয়া আমি একটা বৃহৎ ভেলা বাঁধিতে চাই এবং আমাদের বস্ত্রাদির কয়েকখানি দিয়া একটি পাইল্ প্রস্তুত করিয়া তোমাকে ও সাবিত্রীকে সমুদ্রে ভাসাইতে চাই। যে দিকেই তোমরা যাও, কোন জাহাজের পথে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে। একটু বিপদ আশঙ্কা আছে, কিন্তু তাহা ভিন্ন উপায় নাই।

প্রতাপ। তুমি?

নকু। আমার বিষয় আবার আমি ভাবিয়া একটা যা হয় করিব; খাদ্যদ্রব্য যা' আছে কতক তোমরা লইয়া যাও, কিছু থাকিলেই আমার কিছুদিন চলিবে।

প্রতাপ। আমি সম্মত আছি,—আমার এখানে থাকিলেও মৃত্যু নিশ্চিত—না হয় সমুদ্রের গর্ভেই মরিব। কিন্তু সাবিত্রী কি এত বিপদে ঝাঁপ দিতে পারিবে?

নকু। আমি সাবিত্রীর নিকট যাইতেছি। বোধ হয় সে আমাকে বিবাহ করা অপেক্ষা এ বিপদ অধিক মনে করিবে না। সাবিত্রী যাহা স্থির করে, তাই হবে।

প্রতাপ। কয়দিন সময় লাগিবে?

নকু। রীতিমত খাটিলে দুদিনে হইতে পারে।

প্রতাপ। ভাল—আমি সম্মত আছি; তুমি সাবিত্রীর নিকট গিয়া দুইটি প্রস্তাবই করিও।

দুই বন্ধুতে বেলাভূমি পরিত্যাগ করিলেন; প্রতাপ নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলেন,—নকুল সাবিত্রীর কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের শেষ।

দ্বার উন্মোচনের শব্দ শ্রবণে চিন্তান্বিতা সাবিত্রী বলিয়া উঠিল,—"এত শীঘ্র!" তৎপরে হঠাৎ নকুলেশ্বরকে দেখিয়া সলাজ-বদনে দৃষ্টি অবনত করিল। আজ নকুলের সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার বড় লজ্জা বোধ হইতেছিল; তাহার পা কাঁপিতেছিল,—ললাটে স্বেদোদ্গম হইতেছিল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"প্রতাপ বোধ হয় তোমার নিকট কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছে,—সে তাহারই প্রস্তাব, আমার তত সম্মতি নাই।"

সাবিত্রী নীরব—তাহার ওষ্ঠপুট ঈষৎ কম্পিত হইল।

নকুল কহিলেন,—"প্রতাপ তোমার এখানে আসিলে আমি চিন্তা করিয়া এক যুক্তি স্থির করিয়াছি, তাহাতে এই বিবাহের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।"

সাবিত্রী দৃষ্টি উন্নত করিয়া নকুলের মুখের দিকে চাহিল।

নকুল। সে যুক্তি এই; সমুদ্র এখন খুব প্রশান্ত,—আকাশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে শীঘ্র কোন দুর্যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই, বায়ু অনুকূল-ভাবে বহিতেছে; এই অবস্থায় আমি বৃক্ষ দ্বারা একটি ভেলা বাঁধিয়া ও একটি পাইল তৈয়ার করিয়া তোমাকে ও প্রতাপকে রওনা করিতে

চাই। ব্যাপার নিতান্ত সহজ নহে, হয় ত তোমাদের বিপদ ঘটিতেও পারে, কিন্তু নিরাপদের আশাই অধিক। তুমি কাপড় দিয়া পাইল সেলাই করিতে পারিবে?

সাবিত্রী। তা' পারিব; কিন্তু—প্রতাপ দাদা কি সম্মত হবেন? তাঁর যদি ইচ্ছা না হয়—

নকু। প্রতাপ সম্মত আছেন।

সাবিত্রী। আপনি?

নকু। আমি উপস্থিত এখানেই থাকিব; পরে সুযোগ মত উদ্ধারের উপায় স্থির করিব।

সাবিত্রী। আপনাকে একাকী এই নির্জ্জন দ্বীপে ত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপে যাইব? খাবার জিনিব অল্পই অবশিষ্ট আছে।

নকু। যা' আছে তার বেশীর ভাগ তোমরা লইয়া যাইও; আমি না খাইয়া মরিতেছি না, এখানে শীকার যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সাবিত্রী। আপনি যদি আমাদের যাওয়া ইচ্ছা করেন—

নকুলেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ইচ্ছা না করিয়াই বা উপায় কি? ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে বাধ্য হইয়া এই উপায় করিতে হইতেছে। অবস্থা কি আমি বুঝিতেছি না? প্রতাপ যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অন্য যে কোন উপায় শ্রেয়। আমি কে?—এক অজ্ঞাত-পুরুষ; আমাকে আত্ম সমর্পণ করা তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইবে, তা' আমি বুঝিতেছি। আমি হয় ত একজন অতি দুষ্ক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে পারি,—হয় ত হীনাবস্থ হইতে পারি; এরূপ অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত চিরজীবনের জন্য আবদ্ধ হওয়া তোমার সুখের হইবে না, তা' আমি জানি। সুতরাং আমার প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।"

সাবিত্রী আবার পূর্ণ-দৃষ্টিতে নকুলের মুখের দিকে চাহিল,—সে দৃষ্টি তীব্র জ্যোতিঃ-বিশিষ্ট।

এই সময় প্রতাপ তথায় প্রবেশ করিলেন; প্রতাপ অতি কষ্টে দেহভার বহন করিতেছিলেন।

সাবিত্রী কহিল,—"আমি যাইতে সম্মত হইলাম।"

নকুল। উত্তম, আমি জানি, তুমি সম্মত হবে।

প্রতাপ কাশিতে কাশিতে কহিলেন,—"তবে যাওয়াই স্থির হইল; কিন্তু ভাই নকুল, অতি সত্বর তোমার কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।"

নকুল। আমি এখনই আরম্ভ করিব; সাবিত্রি, তুমি পাইল সেলাই করিতে পারিবে ত?

সাবিত্রী। পারিব;—আমার ছুঁচ সূতা আছে।

নকুল তৎক্ষণাৎ কুঠার গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন; হিসাবী নকুলেশ্বর মজ্জমান পোত হইতে দ্রব্যসামগ্রী যতদূর পারিয়াছিলেন সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পোত তিনভাগ মগ্ন হইলে তিনি রজ্জু কাটিয়া জালি-বোট নামাইয়া ফেলিয়া তন্মধ্যে সমুদয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কুটীর ত্যাগ করিবার কালে নকুলেশ্বর বলিলেন,—"আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিব; তোমরা আহার করিও,—আমি যখন আসিব তখন আহার করিব।"

সন্ধ্যা হইল; প্রতাপ অতি অল্পমাত্র আহার করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী নকুলকে না খাওয়াইয়া আহার করিতে পারিল না—সে যে হিন্দুবালা।

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় বৃক্ষচ্ছেদন সম্পন্ন করিয়া ক্লান্তদেহে নকুলেশ্বর কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন; দেখিলেন, পাইল সীবন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্রামান্তে নকুলেশ্বর আহার করিলেন,—তৎপরে সাবিত্রী

যৎসামান্য আহার করিল। তাহার আহারে ইচ্ছা ছিল না, ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে তাহার হৃদয় স্তব্ধ হইয়াছিল। কাল শ্রীক্ষেত্র-যাত্রায় সে পিতৃহীনা হইল, আবার দুই একদিনের মধ্যে পরমবন্ধু নকুলেশ্বরকে একাকী এই জনহীন দ্বীপে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; তাহার বুক ফাটিয়া ক্রন্দন বাহির হইতেছিল।

আহারান্তে সাবিত্রী কহিল,—"আমাকে আর কি করিতে হ'বে, আদেশ করুন?"

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"এখন আর কিছুই করিতে হ'বে না,—এই অল্প আলোকে আর সেলাইএর কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই, কাল কিছুক্ষণ করিলেই শেষ হইয়া যাবে। এখন শয়ন করিতে যাও।"

সাবিত্রী। এই আলোকে আমি সেলাই করিতে পারি; কিন্তু আপনি যখন নিষেধ করিতেছেন তখন আমি শুই গে।

সাবিত্রী শয়ন করিতে গেল; নকুলেশ্বর ও প্রতাপ উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহাদের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। নকুল কহিলেন,—"সাবিত্রী কি ভয় পাইয়াছে? ভেলায় সমুদ্র পার হওয়া বীর পুরুষের ভয় হয়, তা' সে ত স্ত্রীলোক!

প্রতাপ। না—সে ভয় পেয়েছে ব'লে বোধ হয় না; সে সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলে নাই;—বড় বুদ্ধিমতী। আমাকে একটু ধ'রে নিয়ে চল ভাই—আমি চল্‌তে পাচ্চি না।"

নকুলেশ্বর প্রতাপের হাত ধারণ করিয়া সযত্নে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন এবং তাঁহাকে শয্যায় স্থাপন করিয়া নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

সমস্ত রাত্রি সাবিত্রীর নিদ্রা হইল না; একে পিতৃবিয়োগজনিত শোক, তাহার উপর নানারূপ মানসিক উত্তেজনা। প্রতাপের প্রস্তাব

বারংবার তাহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল; তৎসঙ্গে নকুলের বীরত্ব, মহত্ব, বুদ্ধিমত্ত্ব প্রভৃতি একে একে তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-টুকু আলোড়িত করিতে লাগিল। নকুলের প্রত্যেক কার্য্য যেন মধুরতা-পূর্ণ, মহত্বপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সেই নকুলকে একাকী বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ প্রাণে সে প্রস্থান করিবে? কে তাঁহাকে যত্ন করিবে,—কে রন্ধন করিয়া দিবে,—কে খাওয়াইবে? কিন্তু নকুলের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই বা সে করিবে কেন? বিবাহের প্রস্তাবে নকুলের সম্মতি নাই এবং তিনি এ বিবাহ-বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ব্যাকুল। নকুলের কথা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত হইতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে যেন এক গুপ্ত যন্ত্রণার উদয় হইতে লাগিল।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সাবিত্রী চা ও কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নকুলেশ্বরের কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইল; নকুলেশ্বর গাত্রোত্থান করিয়া-ছিলেন—সাবিত্রী কহিল,—"চা প্রস্তুত হইয়াছে, আনিব কি?"

নকু। আন।

সাবিত্রী। দাদা কেমন আছেন? রাত্রে ভাল ঘুমাইয়াছিলেন ত?

নকু। রাত্রের মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ পাই নাই, বোধ হয়, ঘুম ভালই হ'য়েছে; কিন্তু বড় দুর্ব্বল। তাঁহাকে এখন ডাকিয়া কাজ নাই, আর একটু ঘুমা'ক।

সাবিত্রী প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে চা ও খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইল; নকুলেশ্বর চা পান করিয়া কুঠার গ্রহণ করিলেন। সাবিত্রী কহিল,—"আমি এখন একবার দাদার নিকট যাই। আপনি গাছ কাটিতে যাইতেছেন?"

নকু। হাঁ—প্রায় শেষ হইল, বোধ হয় আজ ও কাল দুদিন কাটিলেই

শেষ হবে। পাইল সেলাইএর জন্য বিশেষ ব্যাকুল হ'বার আবশ্যক নাই—আমি যখন আসিব তখন শেষ করিব।

নকুলেশ্বর প্রস্থান করিলেন; অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া তিন চারিটি বৃক্ষ পাতিত করিলেন। তখন দিবা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছিল,—প্রখর সূর্য্যকিরণে নকুলেশ্বরকে ক্লান্ত ও পিপাসিত করিয়া তুলিল; তিনি নির্ঝরে জলপান করিতে যাইবেন ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন, সাবিত্রী একপাত্র শীতল জল লইয়া উপস্থিত হইল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"প্রতাপ কেমন আছে?"

সাবিত্রী। অবস্থা বড় আশাজনক নয়; আপনি বড় বেশী পরিশ্রম করিতেছেন।

নকুল। এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিলে সব নিস্ফল হইবে; প্রতাপের রোগ বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয় সমুদ্র যাত্রায় কিছু উপকার হইতে পারে।

সাবিত্রী। আমার গায়ে খুব শক্তি আছে, আরও এখানে এসে যেন শক্তি বাড়িয়াছে।

নকু। স্থান পরিবর্ত্তনে ওরূপ হয়।

সাবিত্রী। আমি খানিক গাছ কাটি না? আপনি বিশ্রাম করুন।

নকুলেশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে চাহিলেন; মধ্যাহ্নসূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পতিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল; ললাটে ও নাসাগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছিল। অতৃপ্তনয়নে নকুলেশ্বর সেই স্নিগ্ধ কোমল সৌন্দর্য্য দেখিলেন; তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল। সাবিত্রীও অনিমেষ দৃষ্টিতে ক্ষণেক নকুলেশ্বরের সেই বীর দেহ—সেই গম্ভীর বদনমণ্ডল দেখিল,—সে রূপ যেন মহত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি।

নকুলেশ্বর হাসিয়া কহিলেন,—"না;—পাগল! যাও—তুমি প্রতাপকে দেখগে; আমি এখনই আসিতেছি।"

সাবিত্রী নিজ কুটীরে উপস্থিত হইল; দেখিল, প্রতাপ পূর্ব্ব হইতেই সেখানে আসিয়া শয়ন করিয়া আছেন। সাবিত্রী রন্ধনাদি সমাপন করিয়া নকুলেশ্বরের নিকট গিয়াছিল, প্রতাপকে কহিল,—"নকুল বাবুর আসার একটু বিলম্ব আছে, আপনি আহার করুন।"

প্রতাপ। আমার আহারে ইচ্ছা নাই, সকালে যে একটু কিছু খাইয়াছি, তাতেই যথেষ্ট হ'য়েছে। নকুল কি করিতেছে?

সাবিত্রী। গাছ কাটিতেছেন।

প্রতাপ। আমার বোধ হয় সময় শেষ হইয়া এসেছে।

নকুলেশ্বর কুঠারস্কন্ধে, আরক্তিম বদনে প্রবেশ করিলেন; প্রতাপ কহিলেন,—"কত দূর!"

নকু। আজ সন্ধ্যার মধ্যে শেষ হবে।

আর কোন কথা হইল না,—নকুলেশ্বর স্নান করিতে গেলেন এবং আহারাদি সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কুঠার লইয়া বাহির হইলেন।

সন্ধ্যার সময় প্রফুল্লবদনে নকুল কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন, দেখিলেন, প্রতাপ অচৈতন্যপ্রায় শয্যায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার দেহ শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নকুলেশ্বর তাঁহার নিকটে বসিয়া ললাটে হস্তার্পণ করিলেন;—করতল দগ্ধ হইয়া যাইবার মত হইল; গাত্রের উত্তাপ ভয়ঙ্কর। প্রতাপ ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কহিলেন,—"নকুল!"

নকু। বড় বেশী অসুখ বোধ করিতেছ কি? ভেলা বাঁধা হইয়াছে, কাল প্রাতে তোমরা যাত্রা করিতে পার।

প্রতাপ। আর সময় নাই; আমার শেষ হ'য়ে এসেছে। সাবিত্রী

কই ?" সাবিত্রী প্রতাপের পদতলে উপবিষ্টা ছিল, কহিল,—"এই যে দাদা আমি।" প্রতাপ উঠিবার চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না; নকুলেশ্বর কহিলেন,—"উঠিয়া কাজ নাই,—আজ কি বিপদেই আমরা পড়িলাম! একজন চিকিৎসক অভাবে একটা লোকের জীবন নষ্ট হইতে চলিল।"

প্রতাপ। দুঃখ করিও না ভাই; মরিতে ত একদিন হবেই। আমরা বাঙ্গালী, মরিতে ভয় পাই;—কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখ, "সার জন লরেন্স" মগ্ন হইবার সময় কাপ্তেন কিরূপ বীরের মত জীবন বিসর্জ্জন দিল। মৃত্যুর ভয়ও করিতে নাই, কামনাও করিতে নাই। এখন তোমার প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়—সুতরাং আমার কথা রাখিবে কি?

নকুলেশ্বর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"ভাই প্রতাপ! আমার বড়ই দুর্ভাগ্য! জীবনে একমাত্র তোমাকে বন্ধু পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টে তাহা সহ্য হইল না; আজ তোমাকে এই সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া কোন্ প্রাণে আমি দেশে ফিরিয়া যাইব? আমার জীবনের যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।"

প্রতাপ। ভাই, দুঃখ করিও না; সংসারের ধর্ম্মই এই। মৃত্যুর জন্য বা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করায় কোন ফল নাই;—সকলকেই দেহত্যাগ করিতে হইবে,—কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ 'আমি' অজর অমর 'আমি' কতবার আসিয়াছি, কতবার আসিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন দেহ পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্ম করিতেছি। সুতরাং এই নশ্বর দেহত্যাগের জন্য কোন দুঃখ করাই উচিত নয়।

সাবিত্রী পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল; প্রতাপ তাহাকে মস্তকের নিকট আসিতে কহিলেন। সাবিত্রী আদেশ পালন করিল এবং যে পার্শ্বে নকুলেশ্বর উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

"এই তোমাদের বিবাহ হউক ; উহা বিধির নির্ব্বন্ধ।"

[illegible]—৯১ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

প্রতাপ উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া নকুলের দক্ষিণ হস্ত ও সাবিত্রীর বাম হস্ত ধারণ করিলেন, তৎপরে অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—নকুল! আমার অনুরোধ রক্ষা কর; সাবিত্রি! তোমার আপত্তির কোন কারণ নাই।" তৎপরে নকুলের হস্তে সাবিত্রীর হস্ত প্রদান করিয়া নাম মাত্র কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করাইলেন। নকুলেশ্বর ও সাবিত্রী উভয়েই নীরব;—সাবিত্রীর কর ঈষৎ কম্পিত—ঈষৎ স্বেদাক্ত হইতেছিল,—নকুলের হৃদয় গুরু-ভারাক্রান্ত।

প্রতাপ পুনরায় ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"এই তোমাদের বিবাহ হইল; ইহা বিধির নির্ব্বন্ধ; এখন শীঘ্র আমাকে কাগজ পেন্সিল দাও, আর কন্যা সালঙ্কারা করার আবশ্যক; নকুলের নিকট কোন অঙ্গুরী আছে?"

নকুলেশ্বর দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া দিলেন; প্রতাপ উহা সাবিত্রীর অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া কহিলেন,— "আবার মন্ত্র পড়—আমি শুইয়া শুইয়া মন্ত্র পড়াইতেছি এবং সম্প্রদান আমিই করিব।"

মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে নকুলেশ্বর একখণ্ড কাগজ ও একটা পেন্সিল প্রতাপের নিকট দিলেন। প্রতাপ অতি কষ্টে লিখিলেন,—

"আমি ৺ মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বানন্দ সরস্বতীর পুত্র শ্রীপ্রতাপানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, এতদ্দারা প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তম যাত্রার পথে "সার জন লরেন্স" নামক অর্ণবপোত মগ্ন হইলে আমি, শ্রীনকুলেশ্বর রায়, শ্রীরেবতীকুমার ঘোষ ডাক্তার ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দাসী দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া এক অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হই; তথায় ডাক্তার রেবতীকুমার ঘোষের মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দাসীকে আমি স্বয়ং নকুলেশ্বর রায়ের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছি।

যদি ইহারা কখন এ দ্বীপ হইতে স্বদেশ যাইতে পারেন, তাঁহারা দাম্পত্য প্রণয়াবদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল সংসার করেন, ইহাই ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি। যখন তাঁহারা স্বদেশে যাইবেন, তখন আমার অস্তিত্ব লোপ হইবে,—কারণ আমি মৃত্যুর ছায়াপাত দর্শনে এই পরিণয় সম্পন্ন করিলাম ; ইতি।”

স্বাঃ শ্রীপ্রতাপানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।
সাং পূর্ব্বস্থলী।
হাল সাকিম নামবিহীন দ্বীপ।

কাগজখানি সাবিত্রীর হস্তে প্রদান করিয়া প্রতাপ একটু হাস্য করিলেন,—পরক্ষণেই তাঁহার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল এবং পাঁচ মিনিট কাল মধ্যে তাঁহার দেহ নিস্পন্দ—অসাড়—শীতল হইয়া উঠিল। নকুলেশ্বর বুঝিলেন, সব শেষ হইয়া গেল।

সাবিত্রী প্রতাপের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া “দাদা—দাদা” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল ;—প্রতাপ অশ্রু মোচন করিবার জন্য বিমুখ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ের উদ্বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে নকুলেশ্বর কহিলেন,—“সাবিত্রি! এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য, পরমবন্ধু প্রতাপের সৎকার করা।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফটোগ্রাফ।

বিবাহ হইয়া গেল ;—যে বিবাহ দিয়াছিল, তাহার পবিত্র আত্মা কোন পুণ্যময় মহাদেশে বিচরণ করিতেছে—কিন্তু বিবাহ ঠিকই হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে ? এরূপ স্থলে এরূপ ভাবে বিবাহ কি সিদ্ধ ? সিদ্ধই হউক আর অসিদ্ধই হউক, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই হৃদয়ে কি যেন কি একটা অজ্ঞাত সমস্যার উদয় হইতে লাগিল। নকুলেশ্বর বিবাহের কথা মনেও স্থান দিলেন না। সাবিত্রী কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনিদ্র হইয়া চিন্তা করিল ; কত চিন্তা—চিন্তার পর চিন্তা—অনন্ত, অসীম ; মাতা কখন দেখে নাই, স্নেহময় পিতার কথা মনে হইল। পুরুষোত্তমের পথে জাহাজ ডুবি, নকুলেশ্বরের অসীম সাহসে, আত্মত্যাগে তাহাদের জীবন রক্ষা, দ্বীপান্তরের প্রথম অবস্থা, প্রতাপের কথা,—অনেক বিষয় একটির পর একটি তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিতে লাগিল। তাহার পর বিবাহের কথা ; বালিকার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল। নকুলেশ্বরের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে ; এ বিবাহে তিনি অসুখী, সুতরাং এ বিবাহের স্মৃতি মুছিয়া ফেলাই ভাল।

শেষ নিশিতে তাহার ঈষৎ তন্দ্রাবির্ভাব হইল, কিন্তু প্রভাতী বিহঙ্গম-

সঙ্গীত শ্রবণমাত্র সে উঠিয়া বসিল; শয্যা ত্যাগ করিয়া সংসারের কাজ আরম্ভ করিল।

বেলা নয়টার মধ্যে তাহার রন্ধন সমাপ্ত হইল; নকুলেশ্বরকে তখনও পর্য্যন্ত অনুপস্থিত দেখিয়া সে তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইল, দেখিল কুটীর শূন্য; তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল,—এক অজ্ঞাত ভয় তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সে নকুলেশ্বরের কুটীরে অপেক্ষা করিল, কিন্তু কুটীরস্বামীকে প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া, পুনর্ব্বায় নিজ কুটীরে প্রবেশ করিল। অন্নব্যঞ্জন আবৃত করিয়া সাবধানে রক্ষা করতঃ সে ছিন্নবস্ত্র সীবন করিতে আরম্ভ করিল। দিবা অবসান পর্য্যন্তও নকুলেশ্বরের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না; তখন বালিকা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং ছিন্নবস্ত্র-গুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া নকুলেশ্বরের কুটীরে প্রবেশ করিল,—কুটীর শূন্য। সে যেমন কুটীর হইতে বাহির হইবে—সম্মুখে দেখিল, বীরমূর্ত্তি নকুলে-শ্বর আসিতেছেন। তাঁহার স্কন্ধে বন্দুক, দক্ষিণ হস্তে বৃহদাকার অর্দ্ধমৃত কয়ে-কটি পক্ষী। সাবিত্রীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল, তাহার ওষ্ঠাধর ফুল্ল হইল।

সাবিত্রী কহিল,—"সর্ব্বনাশ! সেই প্রাতঃকালে বাহির হ'য়েছেন, আর সন্ধ্যা প্রায় হয়! খাওয়া হয় নাই—"

নকুলেশ্বর হাসিয়া কহিলেন,—"আমার শীকারের সখ বড় বেশী,—শীকারে বাহির হইলে খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া যাই।"

বন্দুক ও পক্ষী রক্ষা করিয়া নকুলেশ্বর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, এদিকে সাবিত্রী নিজ কুটীরে প্রবেশ করিয়া অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করতঃ পুনরায় নকুলেশ্বরের নিকট প্রত্যাগতা হইল।

আহারাদি সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল; সন্ধ্যার সময় আহার

করাতে রাত্রে আর আহারের আবশ্যক হইল না। নকুলেশ্বর পক্ষীমাংস প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কহিলেন,—"এগুলা আজ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে কাল আর কষ্ট করিতে হইবে না।"

সাবিত্রী। আপনার ত এক কাজ হইল,—আমি কি করিব? রাত্রে ঘুম হয় না।

নকু। না হওয়ারই কথা; এত উদ্বেগের মধ্যে কি ঘুম হয়!

সাবিত্রী। আপনার জামা সব ছিঁড়িয়া গিয়াছে; কোটটা দিলে মেরামত করিয়া দিতাম।

নকু। আপত্তি নাই—কিন্তু অনাবশ্যক। তবে যদি নিতান্ত সময় কাটান কষ্টকর হয়, কোটটা লইয়া যাও। কোন ভয় করিও না,—আমি পাশের এই কুটীরে জাগিয়াই থাকি, আমারও ভাল ঘুম হয় না।

সাবিত্রী ছিন্নবিচ্ছিন্ন কোটটি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। নকুলেশ্বর কহিলেন,—"কালও আমি প্রায় সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিব; একবার দ্বীপটা ঘুরিয়া দেখিতে চাই। কোন্ স্থানে দ্বীপটা অবস্থিত, কোন বাণিজ্য পোত ইহার কোন দিক দিয়া যাওয়া আসা করে কি না, এ সকল বিষয় একটু ভাল করিয়া দেখার আবশ্যক। চিরদিন ত এখানে থাকিলে চলিবে না।"

সাবিত্রী। বাবা যে পাথরগুলা আনিয়াছিলেন—

নকু। সে গুলা সোণা—প্রকৃতই সোণা; তা' সে গুলিতে আর এখন কি কাজ হইবে? যদি লোক-সমাজে যাইতে পারা যাইত, কাজে আসিত, তুমি ধনশালিনী হইতে পারিতে।

সাবিত্রী। আমি একা? আপনি!

নকু। তোমার পিতাই ওগুলি আনিয়াছেন।

সাবিত্রী। বুঝিলাম—এখন—

নকু। এখন ওগুলি কোন উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করা আবশ্যক; পুঁতিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

সাবিত্রী। আমি কাল বন্দোবস্ত করিব। এখন আমার আর কোন কাজ আছে?

নকু। না,—তুমি কুটীরে যেতে পার।

সাবিত্রী প্রস্থান করিল; নিজ কুটীরে যাইয়া প্রদীপ জ্বালিল। পক্ষী, মৃগ প্রভৃতির বসা গলাইয়া নকুলেশ্বর একরূপ বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে কুটীর আলোকিত করা হইত।

সাবিত্রী সেই মৃদু আলোকে নকুলেশ্বরের কোট সীবন করিতে বসিল; সীবন করিবার পূর্ব্বে একবার কোটের পকেটগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ বক্ষঃস্থলস্থ পকেট হইতে একখানি ফটোগ্রাফ পতিত হইল। ফটোখানি অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে একটি পরমাসুন্দরী যুবতীর চিত্র। সাবিত্রীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল, বক্ষঃস্থল ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল! সেই ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফের নিম্নে লিখিত ছিল,—"প্রেম উপহার"—"লাবণ্য।" "লাবণ্য!" সাবিত্রীর বক্ষঃভেদ করিয়া ধ্বনি উঠিল,—"লাবণ্য!" সাবিত্রীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল:—এতক্ষণে সে বুঝিল, বিবাহে নকুলেশ্বরের আপত্তির কারণ কি! লাবণ্য তাঁহার প্রেমপাত্রী। সাবিত্রী নকুলেশ্বরকে প্রণয়ের চক্ষে দেখিয়াছিল কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না—কিন্তু লাবণ্যের ফটোগ্রাফ নকুলেশ্বরের কোটের বক্ষঃদেশ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে যেন শতবৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণা অনুভূত হইল।

কম্পিত হস্তে সে কোটের ছিন্নস্থানগুলি সীবন করিল; রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে শয়ন করিল।

বিধির নির্ব্বন্ধ।

প্রভাতে উঠিয়া সাবিত্রী সর্ব্বাগ্রে কোট লইয়া নকুলেশ্বরের কুটীরে উপস্থিত হইল; নকুলেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"সমস্ত রাত্রিই কোট সেলাই ক'রেছ না কি?"

সাবিত্রী কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"না—বেশী সময় লাগে নাই।" তাহার হৃদয়ে ধ্বনি উঠিতেছিল "লাবণ্য কে?"

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"সাবিত্রি! এখানে এরূপভাবে আর কত কাল থাকা যাবে? জনশূন্য দ্বীপ; এখানে এসে সব হারাইলাম। এখন এখান হইতে উদ্ধার হওয়ার উপায় করার আবশ্যক; কোন জাহাজ পাওয়া যাবে বলিয়া ভরসা নাই, তবু আমি আজ একবার দ্বীপটার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখি;—যদি কোন আশা না পাওয়া যায়, তবে আমি এক মতলব করিয়াছি।"

সাবিত্রী। কি?

নকু। যে গাছ দিয়া ভেলা বাঁধিয়াছিলাম, ঐ গাছের খুব ভাল নৌকা হয়। যদিও নৌকা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র এখানে নাই, আর আমি নৌকা প্রস্তুত করিতে জানি না, তথাপি আমাদের যে সকল অস্ত্র আছে, তাহারই সাহায্যে খুব একটা মোটা গাছ কাটিয়া তাহা খুঁড়িয়া নৌকা প্রস্তুত করিতে পারিব, সে একরূপ ডোঙ্গার মত হবে, তবে ডোঙ্গার চেয়ে বড় এবং নিরাপদ হবে। নৌকা প্রস্তুত হইলে তোমাতে আমাতে যাত্রা করিতে পারিব,—ভাসিতে ভাসিতে কোন না কোন লোকালয়ে উপস্থিত হ'ব, অথবা পথে কোন জাহাজ দেখিতে পা'ব।

সাবিত্রী সন্তুষ্ট হইল, হাসিয়া কহিল,—"অথবা সমুদ্রের গর্ভেই স্থান হ'বে।"

নকুলেশ্বর গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তোমার আত্মীয়েরা না জানি কত

শোকাকুল হইয়াছেন। "সার জন নরেন্দ্রের" বিনাশের সংবাদ এতদিন পুরাতন হইয়া গেল।"

সাবিত্রী। এ জগতে আমার কোন আত্মীয় আছে বলিয়া জানি না; একমাত্র বাবাই আমার সব ছিলেন। কিন্তু আপনার—

নকু। আমারই বা আত্মীয় থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? পিতা মাতা ভাই ভগ্নী আমার কেহই নাই; আর যে কেহ আছে, আমার জন্য তাহাদের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই।

সাবিত্রী। দেশে যদি পৌঁছান যায়, তবে কি করিবেন? আমাদের বিবাহের বিষয়—

নকু। প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যক নাই।

সাবিত্রী। বিবাহ না আপনার আত্মোৎসর্গ?

নকু। সেটা আমার অপেক্ষা তোমার দিকে বেশী। এ বিবাহে তোমার যে মর্ম্মপীড়া হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? কিন্তু প্রতাপের অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না।"

সাবিত্রী। তা' আমি বুঝিয়াছি। নৌকা তৈয়ারি করিতে কত সময় লাগিবে?

নকু। কাল শেষ হইয়া যাইবে।

নকুলেশ্বর আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কুঠার স্কন্ধে বাহির হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রে ভেলা।

"নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা কাল যাত্রা করিব।" নকুলেশ্বর সানন্দে সাবিত্রীকে এই কথা জানাইলেন।

সাবিত্রী ঈষৎ বিষণ্ণভাবে কহিল,—"বেশ,—বাতাস বড় প্রবল বহিতেছে।"

নকুল। কিন্তু অনুকূল আছে।

সাবিত্রী অবনতবদনে কহিল,—"এতদিন পরে দেশে পৌঁছিলে আপনার আত্মীয়েরা কত সুখী হবেন।"

নকুল। আমার তেমন আত্মীয় কেহ নাই।

সাবিত্রী। বিবাহের কথা ভুলিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত হইল?

নকুল। হাঁ,—আমি তোমাকে বাধ্য করিতে চাহি না।

সাবিত্রী। আমি এ বিষয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুতা হইলাম।

নকুল। আমিও হইলাম।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল; বায়ু অত্যন্ত প্রবলবেগে বহিতেছিল,—উত্তাল-তরঙ্গভঙ্গ-সমাকুল মহাসমুদ্র মেঘবৎ গর্জ্জন করিতেছিল।

সাবিত্রী বিদায় লইয়া নিজ কুটীরের দিকে চলিল; গমনকালে উদ্বেলিত সমুদ্রের ভীষণ রূপ দর্শন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল, তাই বরাবর কুটীরে

না গিয়া নকুলেশ্বরের কুটীর বেষ্টন করিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষীয়া রজনী—প্রথম যাম অন্ধকার; আকাশে স্থানে স্থানে মেঘ হইয়াছিল এবং সেই মেঘের উপর বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। পথ সাবিত্রীর পরিচিত, সুতরাং সে স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল; তাহার গন্তব্য পথের উপর গিরিস্খলিত উপলখণ্ড-সকল বিকীর্ণ ছিল, হঠাৎ এক বৃহৎ উপলখণ্ডে তাহার চরণ আহত হইল,—সে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। হৃদয়ের উদ্বেগে তাহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছিল, পতিতা হইয়া তাহার চৈতন্য লোপ হইল।

যখন পুনরায় চেতনা সঞ্চার হইল, তখন দেখিল, নকুলেশ্বর তাহার দেহ ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সাবিত্রীর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, নকুলেশ্বরের বক্ষঃস্থলের স্পন্দন সে নিজ বক্ষে অনুভব করিতে লাগিল। নকুলেশ্বর ডাকিলেন,—"সাবিত্রি!"

সাবিত্রী উত্তর দিল।

নকুলেশ্বর। বেশী আঘাত লেগেছে কি?

সাবিত্রী। না,—সামান্য একটু আঘাত লাগিয়াছে।

পিতার নিকট ব্যতীত অভাগিনী বালিকা এরূপ স্নেহ কাহারও নিকট পায় নাই; নকুলেশ্বরের আদর-যত্নে তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া ক্রন্দন আসিতে লাগিল। ক্রন্দনের বেগ দমন করিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধপ্রায় হইল। নকুলেশ্বরের হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতৃ-মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া বালিকার তিনিই একমাত্র বন্ধু—একমাত্র আশ্রয়। করুণাপ্লুত হৃদয়ের বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তিনি সাবিত্রীকে বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইয়া তাহার সুকুমার শুভ্র গণ্ডে চুম্বন করিলেন। হতভাগিনী সাবিত্রীর দেহের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল, সমুদয় শোণিত যেন তাহার মস্তকে উঠিতে লাগিল, আবার তাহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"উঠিতে পারিবে কি ?"

সাবিত্রী। পারিব।

নকু। না—উঠিয়া কাজ নাই,—বিপদ হইতে পারে; আমি কোলে করিয়া কুটীরে লইয়া যাই।

সাবিত্রী আপত্তি করিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু বাক্য নিঃসৃত হইল না; তাহার হৃদয়ে এক তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

নকুলেশ্বর সাবিত্রীর ক্ষুদ্র দেহ বক্ষে গ্রহণ করিয়া কুটীরের দিকে চলিলেন। শয্যায় সেই ললিত দেহ স্থাপন করিয়া নকুলেশ্বর কহিলেন,—"শরীর কি বড় অসুস্থ বোধ করিতেছ ?"

সাবিত্রী। না,—পায়ে একটু সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল; এখন আর কোন কষ্ট হইতেছে না। রাত্রি হইয়াছে, আপনি শয়ন করিতে যান।

নকুলেশ্বর অগত্যা নিজ কুটীর উদ্দেশে চলিলেন, কিন্তু কুটীরে না গিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে বেলাভূমে উপস্থিত হইলেন। শত সহস্র চিন্তা তাঁহার হৃদয় মথিত করিতেছিল। বেলাভূমে কতক্ষণ পদচারণা করিয়া তিনি নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সাবিত্রী ক্ষণেক স্থিরভাবে শায়িতা রহিল; কিন্তু তাহার যেন শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইল। কুটীর মধ্যে বর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ আলোকে কুটীরের অন্ধকার দূর করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেছিল না। সাবিত্রী উঠিয়া শয্যার উপর বসিল, তাহার হৃদয়ে দারুণ যাতনা। শয্যায় উপবিষ্টা হইয়া পিতার জন্য ক্ষণেক কাঁদিল, তাহার পর নকুলেশ্বরের কথা মনে হইল। নকুলেশ্বরের উষ্ণ চুম্বন তখনও তাহার গণ্ড

অনুভূত হইতেছিল,—তাঁহার বক্ষের স্পন্দন সাবিত্রীর হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল।

নকুলেশ্বর তাহাকে চুম্বন করিয়াছেন,—বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। স্বপ্ন না প্রকৃত! তবে কি নকুলেশ্বর তাহার অনুরাগী? না—না—অসম্ভব; লাবণ্য—লাবণ্যের প্রণয়ে তিনি মুগ্ধ; লাবণ্য সুন্দরী,—সাবিত্রীকে তাঁহার মনে ধরিবে কেন? সাবিত্রী হৃদয়ে একবিন্দু শান্তি অনুভব করিতে পারিল না,—আত্মীয়বন্ধুহীন জগৎ তাহার উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় নীরস—প্রাণান্তকারী বোধ হইল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল,—সাবিত্রী অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিল; তাহার সরল—সুকুমার মুখমণ্ডলের ভাব মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; ক্রমে সেই মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া উঠিল, দাঢ্যতার চিহ্ন প্রকাশিত হইল। সাবিত্রী যেন মনে মনে কোন সংকল্প স্থির করিয়া উঠিল, কয়েকখানি বস্ত্র নাড়াচাড়া করিল, অবশেষে নিজের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তৎপরে নকুলেশ্বর প্রদত্ত নিজ কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংলগ্ন অঙ্গুরীটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঙ্গুরীটি উন্মুক্ত করিল; বাক্স খুলিয়া প্রতাপের লিখিত তাহাদের বিবাহের দলিলখানি বাহির করিল, পরে অঙ্গুরী ও সেই কাগজখানি একত্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটার মধ্যে রক্ষা করতঃ কৌটাটি সাবধানে বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিল। সকল কার্য্য শেষ হইলে সে কুটীর হইতে বাহির হইল,—বহিঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার কুটীরের দিকে চাহিল,—নয়ন-কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হতভাগিনী আপন মনে কহিল,—"দুঃখের ভরা বহিতে জগতে এসেছিলাম, দুঃখের ভরা বহিয়া যাইব।"

সেই দারুণ দুঃখের ভরা বুকে লইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সাবিত্রী গাহিতে লাগিল—

"দুখের ভরা বইতে আমি এসেছিলাম এ সংসারে।
দুখের ভরা বয়ে যাব, ভেসে যাব দুখ সাগরে॥
শূন্য প্রাণে শূন্য হৃদে শূন্য আশা বুকে লয়ে,
বাতাসে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে চেয়ে থাকি কাহার তরে।
সাগর বুকের তুফান মত দুখের তুফান বয় অন্তরে॥"

গাহিতে গাহিতে সাবিত্রীর উভয় নয়নে অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল; অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তাহার হৃদয় কিঞ্চিৎ লঘু বোধ হইল, তখন সে ধীরে ধীরে নকুলেশ্বরের কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল; দ্বার উন্মুক্ত— সাবিত্রী বিস্মিতা হইল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কুটীর শূন্য,—শয্যায় নকুলেশ্বর নাই। সাবিত্রী বড়ই বিস্মিতা হইল, শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, হঠাৎ তাহার কি স্মরণ হইল; সে দ্রুতপদে কুটীর হইতে বাহির হইল এবং পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরে প্রবেশ করিল। কুটীর দ্বার অর্দ্ধাবরুদ্ধ; জ্যোৎস্নালোক কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সাবিত্রী, দ্বারপার্শ্ব দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, নকুলেশ্বর কুটীর মধ্যে গভীর নিদ্রামগ্ন। সাবিত্রী সন্তর্পণে দ্বার মুক্ত করিল এবং কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে নকুলেশ্বরের পার্শ্বে উপস্থিত হইল ও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত বীরের মুখমণ্ডল নির্নিমেষ নয়নে দেখিল। আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত,—সেই মুখমণ্ডলের সুপ্তসৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর দেখাইতেছিল; বিশাল বক্ষঃস্থল দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে উত্থান পতন হইতেছিল,—বিশাল ভুজযুগল যথেচ্ছভাবে উভয় পার্শ্বে পতিত। দারুণ চিন্তা ও অত্যন্ত পরিশ্রমে সেই সুকুমার মুখমণ্ডল কালিমাপরিব্যাপ্ত

হইয়াছিল। সাবিত্রীর আবার যেন কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল ;—এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মী বীরপুরুষ তাহাদের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সাবিত্রী নকুলেশ্বরের মস্তকের উপর অবনত হইল এবং সন্তর্পণে তাঁহার বিশাল ললাটে নিজ স্ফুরিত ওষ্ঠাধর স্থাপনা করিল। অনন্যুমেয়প্রায় সেই স্পর্শে নকুলেশ্বরের নিদ্রার গভীরতার হ্রাস হইল,—তিনি দেহ ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া অস্পষ্ট ভাবে কহিলেন,—"লাবণ্য !—লাবণ্য !"

সাবিত্রী সর্পদংশিতার ন্যায় পশ্চাতে সরিয়া গেল,—তাহার হৃদয়ে যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া সে নকুলেশ্বরের পদতলে মস্তক রক্ষা করিয়া প্রণাম করিল এবং সাবধানে দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দ্রুতপদে বেলাভূমির দিকে অগ্রসর হইল। তাহার প্রাণ অশান্তিময়,—জ্বালাময় ; হৃদয়ে নকুলেশ্বরের শেষকথা ধ্বনিত হইতেছিল,—"লাবণ্য !"

সাবিত্রী বেলাভূমে উপনীত হইয়া এক অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তূপের পার্শ্বে দাঁড়াইল,—একবার সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল,—মহান জলরাশির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছিল ; বেলাভূমির উপরস্থিত উচ্চ বৃক্ষগুলি বায়ুবেগে শব্দিত হইতেছিল। কোথাও পুংস্কোকিল জ্যোৎস্নালোকিত শাখায় বসিয়া গান করিতেছিল। অদূরে নকুলেশ্বরের নির্ম্মিত ভেলা ও নৌকা পাশাপাশি আবদ্ধ থাকিয়া মৃদু তরঙ্গভঙ্গে দুলিতেছিল। সাবিত্রী একখণ্ড কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া সেই জ্যোৎস্নালোকে লিখিল—

"আপনার নিকট থাকা কেবল আপনাকে অসুখী করা ; আপনাকে অসুখী দেখা অপেক্ষা এ জগৎ হইতে বিদায় লওয়া সুখের বিষয়।

তাই ভাবিয়া আমি পাষাণে বুক বাঁধিয়া এই নির্জ্জন দ্বীপে আপনাকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম। যত অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। বিবাহের বিষয় যেরূপ কথা হইয়াছে স্মরণ রাখিবেন। এ জগতে আমার মুখে সে কথা কেহই শুনিবে না,—আশা করি, আপনিও অপ্রকাশ রাখিবেন।" "হতভাগিনী—সাবিত্রী।"

লেখা অস্পষ্ট হইল; সাবিত্রী তখন পত্রখানি প্রস্তরের উপর স্থাপনা করিয়া একখণ্ড প্রস্তর চাপা দিল,—পত্রের কিয়দংশ বাহির হইয়া থাকিল; এই স্থানে নকুলেশ্বর সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রাতে যে পত্র পাইবেন, তাহাতে সাবিত্রীর কোনই সন্দেহ রহিল না।

একটা সংবাদ রাখিয়া যাওয়া সাবিত্রী সঙ্গত মনে করিল; যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিতে সাবিত্রীর ইচ্ছা হইল না। পত্রখানি তথায় রাখিয়া সাবিত্রী দ্রুতপদে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া ভেলার নিকট উপস্থিত হইল এবং ভেলার বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিল।

যখন নকুলেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বালসূর্য্যের মৃদু রশ্মি কুটীরে প্রবেশ করিতেছিল; নকুলেশ্বর কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পুনরায় কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে কুটীর মধ্যে পদচারণা করিয়া আপন মনে কহিলেন,—"সাবিত্রী এখনও আসিতেছে না কেন?"

বায়ু পুনরায় প্রখরভাবে বহিতেছিল এবং সমুদ্রের জলকল্লোল শ্রুত হইতেছিল। নকুলেশ্বর আবার আপন মনে কহিলেন,—"আহা, হতভাগিনী হৃদয়ে কি যাতনাই অনুভব করে। রাত্রে ঘুম হয় না, বোধ হয় একটু

দুর্বাহ হইতেছে। আজ ঈশ্বরের নাম লইয়া যাত্রা করিব। বায়ু প্রখর হইলেও যদি অনুকূল হইত, তাহা হইলে কোন চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু এরূপ প্রবল প্রতিকূল বায়ুতে ক্ষুদ্র নৌকা সমুদ্রের উপর ভাসান যায় না। আকাশের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে শীঘ্রই বাতাস পড়িয়া যাইবে। বেলা অনেক হইল, সাবিত্রীর এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, একবার দেখার আবশ্যক।"

বেলা নয়টা বাজিয়াছিল, নকুলেশ্বরের ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু সাবিত্রীকে আরও কিছুক্ষণ নিদ্রার অবকাশ দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বেলাভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সাবিত্রীর কুটীরে যাইতে মনস্থ করিলেন। বেলাভূমির উপর উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নৌকাখানি তরঙ্গবিক্ষিপ্ত হইয়া বালুকাভূমে উঠিয়াছে, কিন্তু ভেলার কোন চিহ্ন দেখিলেন না। নকুলেশ্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; হঠাৎ প্রস্তরখণ্ডোপরি পত্রখানির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া যাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার দেহের শোণিত শীতল হইয়া উঠিল। শূন্য-দৃষ্টিতে ক্ষণেক উদ্বেলিত মহাসমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, তৎপরে অবসন্নভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন,—ক্ষণেক করদ্বয়ে মুখ আবৃত করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন, তৎপরে উন্মাদবৎ লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃত কণ্ঠে অতি উচ্চস্বরে ডাকিলেন,—"সাবিত্রি!"

কেহ উত্তর দিল না; নকুলেশ্বর আবার বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার নিজের চিন্তা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, তাঁহার সংসর্গে বাস অপেক্ষা উদ্বেলিত সমুদ্রে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সাবিত্রী শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। সাবিত্রীর সংসর্গে এই নির্জ্জন দ্বীপ যেন মনোহর বোধ

হইত, এখন যেন সেই দ্বীপ তাঁহার জ্বালাময় মরুভূমি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—যেন পূতিগন্ধময় নরকে পরিণত হইল,—অগ্নিশিখা যেন তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

বিষম মানসিক যাতনায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, চঞ্চলভাবে বেলভূমির উপর পদচারণা করিতে করিতে কখন একটি শম্বুক, কখন একটি বন্যফুল গ্রহণ করিয়া পরম যত্নে একান্ত আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত কোন পদার্থে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে উহার দিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দেখিলেন—ভেলার একটি বৃক্ষ,—তাহার উপর সাবিত্রীর ওড়নার এক অংশ সংলিপ্ত। নকুলেশ্বর আবার উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"সাবিত্রি!" সেই তীব্র চীৎকার সমুদ্রের জল-কল্লোলে গেল, কোন উত্তর পাইলেন না।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সেই বেলাভূমে উন্মাদবৎ বিচরণ করিয়া নকুলেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিল; মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল,—তিনি সেই বালুকাভূমে শয়ন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুমাত্র ছিল না। দীর্ঘ নিদ্রার পর নকুলেশ্বরের মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ শীতল হইল, কিন্তু সে দ্বীপে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল,—তাঁহার সর্ব্ব স্থানেই সাবিত্রীর স্মৃতি। তিনি কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নৌকারোহণে সমুদ্র যাত্রা করিলেন,—বায়ু তাঁহার অনুকূলে বহিতেছিল; নৌকা তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলিতে লাগিল, নকুলেশ্বরের দৃষ্টি অবিশ্রান্ত সমুদ্র-বক্ষের উপর স্থাপিত।

তৃতীয় দিবসে তাঁহার পুনরায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইল, তিনি যেন সাবিত্রীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; যেন নৌকার উপর সাবিত্রী উপবিষ্টা—দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিবসে একখানি সওদাগরী অর্ণবপোত সেই নৌকা দেখিতে পাইল এবং নৌকায় আরোহী আছে দেখিয়া পোতাধ্যক্ষ তাহাকে উঠাইয়া লইলেন;—কিন্তু সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উন্মাদ।

* * * *

তুফানের উপর ভেলা ভাসাইয়া সাবিত্রী নিরাপদে কিছুদূর অতিক্রম করিল; তাহার পর সমুদ্রের অবস্থা ক্রমেই ভীষণ হইতে লাগিল। সাবিত্রীর তখন দ্বীপে প্রত্যাগতা হইবার ইচ্ছা হইতেছিল। নকুলেশ্বরের কথা স্মৃতিপথে যতই উদিত হইতে লাগিল, ততই সেই দ্বীপের দিকে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু যখনই আবার লাবণ্যের কথা মনে পড়িল, তখনই ভাবিল,—"আমি বড় স্বার্থপর; তিনি আমাদের জন্য না করিয়াছেন কি? আমি কেন তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইতে যাইব? ভগবান তাঁহাকে দ্বীপ হইতে উদ্ধার করুন ও সুখী করুন।"

তুফানে সাবিত্রীর ভেলা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল,—সকল বৃক্ষ অপসৃত হইয়া কেবল দুইটি বৃক্ষ একত্র সংলগ্ন রহিল। জীবনে সাবিত্রীর কোন মমতা ছিল না, সে নির্ভয়ে সেই বৃক্ষদ্বয়ের উপর উপবিষ্টা রহিল। তাহার গাত্রবস্ত্রাদি চ্যুত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় অর্দ্ধজলমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া সাবিত্রীর দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহার বাহ্যজ্ঞান ক্রমেই লোপ হইতে লাগিল,—সেই অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় সে শুনিল কে গাহিতেছে, অতি মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে,—

"যতনে তোমারে সখা দিয়েছি হৃদয়ে স্থান।
তোমার চরণে সখা সঁপিয়াছি ক্ষুদ্র প্রাণ ॥
অনন্ত এ বিশ্বমাঝে তুমি আমি নহি আন—
তোমার সোহাগে সখা তাই এত অভিমান ॥
যখন এ তুচ্ছ স্থিতি হবে সখা অবসান—
কোলে তুলে নিয়ে তুমি করিও হে শান্তিদান ॥
তব অনাদরে সখা মনে করি অপমান—
তুমি ব'লে দাও প্রভু কিসে হবে পরিত্রাণ ॥"

মধুর কণ্ঠস্বর সমুদ্র-বক্ষে গড়াইয়া গড়াইয়া সাবিত্রীর কর্ণে মৃদু মৃদু প্রবেশ করিতে লাগিল; হঠাৎ জলকল্লোল অধিকতর বৃদ্ধি হইল, গীত বন্ধ হইল এবং জলকল্লোলও অল্পক্ষণ মধ্যে নীরব হইল। সাবিত্রী শুনিল, কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে কহিতেছে,—"বাবা,—বাবা,—বেচে আছে কি?"

রমণীর কণ্ঠস্বর; পুরুষের কণ্ঠস্বরে উত্তর হইল, "হাঁ,—বেচে আছে।"

পরক্ষণে কে যেন সাবিত্রীকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল, তাহার পরে একেবারে তাহার চৈতন্য লোপ হইল।

দুই দিন অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত হইল। অজ্ঞান অবস্থায় সাবিত্রী কেবল সেই নামহীন দ্বীপের কথা বলিত এবং সেই দ্বীপে প্রত্যাগতা হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিত।

এক বালিকা সাবিত্রীর সমবয়স্কা—অক্লান্ত পরিশ্রমে সাবিত্রীর শুশ্রূষা করিতেছিল এবং পোতের চিকিৎসক অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সাবিত্রীর চিকিৎসা করিতেছিলেন।

পোতখানি ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিতেছিল; অদ্ধময় ভেলা

দর্শন করিয়া আরোহী হেমন্তকুমারবাবু কাপ্তেনকে সেই ভেলার নিকট জাহাজ লইতে বলেন,—হেমন্তবাবু কন্যা সহ ব্রহ্মদেশ হইতে আসিতে-ছিলেন। কাপ্তেন ভেলার নিকট জাহাজ লইলে সকলে দেখিলেন, ভেলার উপর এক রমণীর অর্দ্ধমৃত দেহ; হেমন্তবাবুর কন্যা সুরমা কাপ্তেনকে অনুরোধ করিয়া সেই দেহ উঠাইয়া লইল। সুরমা পোতের উপর বসিয়া গীত গাহিতেছিল, সেই সংগীতধ্বনি সাবিত্রীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। চৈতন্য সঞ্চারে সাবিত্রী কহিল,—"আমি কোথায়?"

চিকিৎসক ও সুরমা পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, চিকিৎসক কহিলেন,— "বেশী কথা কহিবেন না,—আপনি নিরাপদে আছেন।"

সাবিত্রী। সেই দ্বীপে ফিরিয়া যাওয়া যায় না?

সুরমা। ভগ্নি! তুমি অজ্ঞান অবস্থায় সেই দ্বীপের কথাই বলিয়াছ, সে দ্বীপ কোথায়?

সাবিত্রী। তা জানি না; কিন্তু আমাকে সেই দ্বীপে নামাইয়া দাও, আমি যাইতে চাই না। আমি এক মহাপুরুষকে অতি দুরাবস্থায় সেই দ্বীপে ফেলিয়া আসিয়াছি, তিনি নিরাশ্রয় অবস্থায় না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন।

সাবিত্রী দ্বীপে যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইল; চিকিৎসক তখন কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করি।"

চিকিৎসক বাহির হইয়া গেলেন; ক্ষণকাল পরে একজন সৌম্যমূর্ত্তি ইংরাজসহ তথায় প্রত্যাগত হইলেন। সাবিত্রীকে কহিলেন,—ইনিই জাহাজের কাপ্তেন।"

সাবিত্রী শয্যা হইতে গড়াইয়া কাপ্তেনের পদতলে পতিত হইল এবং অশ্রুপ্লুত নয়নে কহিল,—"আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেই দ্বীপে লইয়া চলুন,—আমার যথাসর্ব্বস্ব তথায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

কাপ্তেন স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—"মা! স্থির হও; সে দ্বীপে যাওয়া অসম্ভব; সে দ্বীপ কোথায় বা নাম কি জানিলে যত অসুবিধাই হউক আমি সেখানে যাইতাম, কিন্তু কি উপায়ে সে দ্বীপ খুজিয়া পাইব? এই মহা-সমুদ্রের মধ্যে শত শত দ্বীপ রহিয়াছে, তাহার কোনটি সেই দ্বীপ তাহা কিরূপে জানিব? আর তোমাকে যেখানে আমরা পাইয়াছিলাম সেখান হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি, সুতরাং এখন সে দ্বীপ অনুসন্ধান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

সাবিত্রী বাধ্য হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে অনন্ত যাতনা অনুভূত হইতে লাগিল।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নদীমুখে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল; সুরমার সহিত তাহার সখ্য জন্মিয়া গেল। জাহাজ গঙ্গার মুখে প্রবেশ করিলে সুরমা কহিল,—"সাবিত্রি! তোমার বাড়ী তোমাকে রাখিয়া আসিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব।"

সাবিত্রী। আমার ভাই বাড়ী ঘর নাই,—এ জগতে কেহ আত্মীয় নাই।

সুরমা। বটে! তবে তুমি আমার কাছে থাকিবে?

সাবিত্রী। না—আমি একটা আশ্রয় খুজিয়া লইব। কলিকাতায় বহুদূর সম্পর্কের আমার এক বৃদ্ধা মাসী আছেন, তিনি খোলার ঘরে থাকেন,—তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

সুরমা। তা' বেশ; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না; তবে অসুবিধা হইলে আমাকে সংবাদ দিও।

সাবিত্রী। তোমার যে কাপড় চোপড় আমার পরণে থাকিল, আমি উহা একদিন দিয়া আসিব।

সুরমা। কেন, আমি কাপড়ের জন্য কি ভাবিয়া আকুল হইতেছি?

সুরমা একখণ্ড কাগজ লিখিয়া সাবিত্রীর হস্তে দিয়া কহিল,—"এই আমার ঠিকানা।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বান্ধব মিলনে।

বিশাল জনসংঙ্ঘসমাকুল রাজধানী কলিকাতায় নৈশ অন্ধকারপাত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পথে আলোকস্তম্ভশীর্ষপ্রদেশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের সম্মুখে আজ বড় জনতা,—গাড়ী ঘোড়ার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক নাটক হরিশ্চন্দ্র ও জনাব অভিনয় দর্শনেচ্ছায় সহরের অধিকাংশ লোক সমাগত।

রাত্রি নয় ঘটিকার সময় অভিনয় আরম্ভ হইল,—সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ের সম্মুখস্থ জনতা হ্রাস হইয়া গেল। বৃহৎ বৃহৎ ঘোড়ার গাড়ীগুলি আরোহী নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় এক দরিদ্র যুবক রঙ্গালয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যুবকের বেশ মলিন, কেশ রুক্ষ, নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি ম্লান। যুবক ক্ষণেক রঙ্গালয়ের গাত্রস্থ উজ্জ্বল আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ফুটপাথের উপর আলিন্দে বসিয়া পড়িলেন। কতক্ষণ যুবক এইভাবে উপবিষ্ট রহিলেন, মাথার উপর দিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল—অদূরে থানার ঘড়িতে চারিটা বাজিল,—এদিকে রঙ্গালয়ে

পুনরায় মহা কোলাহল উত্থিত হইল। অভিনয় সমাপ্ত হইয়াছে,—দর্শকের জনতায় রঙ্গালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া উঠিল,—রাজপথে আবার বিবিধ আকারের যানসকল সমবেত হইতে লাগিল। সেই ক্ষুব্ধ জনতা ক্রমে নদীস্রোতের ন্যায় বাহির হইয়া রাজপথে উপনীত হইতে লাগিল এবং মহাসাগরের ন্যায় বিশাল সহরের বক্ষে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

আলিন্দোপবিষ্ট যুবক উঠিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দরিদ্রোচিত বেশ ও আকার দর্শনে কেহ কেহ বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ বা বিবিধ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

যে সকল অশ্বযান সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকারীরা ক্রমে ক্রমে কেহ স্বয়ং, কেহ সপরিবারে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; অশ্বযানগুলিও অমনি বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল।

একদল দর্শক প্রস্থান করিলে দ্বিতীয় দল বাহির হইতে লাগিলেন; এই দলের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—তাঁহারা সস্ত্রীক। এক প্রৌঢ় ব্যক্তি এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইলেন এবং যে স্থানে দরিদ্র যুবক দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহারই পার্শ্বদেশ দিয়া নিজ দ্বি-অশ্বযানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দরিদ্র যুবককে অতিক্রমকালে তিনি বারম্বার উৎসুক ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; শকটের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তিনি অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে কহিলেন,—"নিঃসন্দেহ সেই বটে।"

শকটারূঢ়া রমণী এই প্রৌঢ় ব্যক্তির পত্নী,—তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে?"

প্রৌঢ়। দেখিলে চিনিতে পারিবে।

তৎপরে প্রৌঢ়ব্যক্তি অশ্বপালকে সেই দরিদ্র যুবক দেখাইয়া দিয়া কহিলেন,—"ওঁকে ডেকে নিয়ে আয়।"

প্রৌঢ় কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী; পিতৃ-পুরুষেরা বাণিজ্যকার্য্যে অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন,—রামগতি দে এখন তাহার একমাত্র অধিকারী। রামগতিবাবু বড় সরল ও ধর্ম্মভীরু লোক, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বড় চতুরা। অশ্বপাল যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল; শকটের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে রামগতিবাবু যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"নকুল—নকুল—এ কি সর্ব্বনাশ!"

রামগতিবাবুর স্ত্রী তারা সবিস্ময়ে কহিলেন,—"নকুল!—কই?"

রামগতিবাবু কহিলেন,—"গাড়ীতে ওঠ।"

নকুলেশ্বর আরোহণ করিলেন,—সতেজ বৃহৎ অশ্বদ্বয় সবেগে ধাবিত হইল।

অশ্বযান যখন রামগতিবাবুর বৃহৎ বাটীর দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সহরের আলোকস্তম্ভগুলির আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে, প্রভাতের স্নিগ্ধ নির্ম্মল আলোক সহরের উপর পতিত হইয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

রামগতিবাবু, নকুলেশ্বর ও তারাসুন্দরী সহ অবরোহণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া নকুলেশ্বরকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নকুলেশ্বর একখানি আরাম কেদারায় অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন; রামগতিবাবু ও তারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে ভৃত্য নকুলেশ্বরকে কাপড়, কামিজ ও জুতা আনিয়া দিল; নকুলেশ্বর একটু হাসিয়া মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রামগতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সেই কক্ষে প্রত্যাগত হইলেন। তাহার পর ভৃত্য চা বিস্কুট প্রভৃতি আনিয়া রক্ষা করিল।

সকলে উপবেশন করিলে রামগতিবাবু কহিলেন,—"কি হে বাপু! ব্যাপারখানা কি বল ত? তখন নিষেধ করিলাম,—আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, আমাদের কি সমুদ্রে যাওয়া পোষায়? তুমি যে বেঁচে এসেছ; এই যথেষ্ট। 'স্যার-জন-লরেন্স' ডুবার সংবাদ পাইয়া আমরা তোমার আশা একরূপ ত্যাগই করিয়াছিলাম; উদ্ধার পাইলে কিরূপে?" চা পান করিয়া নকুলেশ্বরের দেহ বিশেষ সুস্থ বোধ হইল এবং তাঁহার মনও এই বান্ধব মিলনে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল হইল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"আপনাদের আশীর্ব্বাদে।" তাহার পর 'সার-জন-লরেন্সের' মগ্ন হওয়া অবধি তাঁহাদের দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ পর্য্যন্ত এবং তৎপরে দ্বীপ হইতে স্বদেশ আগমন সমস্তই বর্ণনা করিলেন; তাহার মধ্যে কতক অংশ অপ্রকাশিত রাখিলেন,—সেই অপ্রকাশিত অংশের অন্তর্গত হইল সাবিত্রী সম্বন্ধীয় ব্যাপার।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"তোমার চেহারা এত খারাপ হইয়া গিয়াছে! অনেক কথা বলিবার আছে, তুমি বড় উপযুক্ত সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এখন একটু নিদ্রা যাও, তার পর আহারাদির পর সব বলিব।"

নকুলেশ্বর। আমার নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা নাই।

রাম। তবে কিছু আহার করার আবশ্যক।

নকু। এই চা বিস্কুটেই যথেষ্ট হইয়াছে,—ভাত হইলে খাইব।

রামগতিবাবু পত্নীর দিকে চাহিয়া চক্ষু টিপিলেন; তৎপরে কহিলেন, "তোমার আত্মীয় বন্ধু কাহারও সঙ্গে দেখা হইয়াছে?"

নকু। না—দেখা করিবার ইচ্ছাও নাই।

রাম। তা' হ'লে ভবানীপুর যাও নাই?

নকু। না।

রাম। তোমাদের এটর্ণীর সঙ্গে দেখা করিয়াছ?

নকু। না,—আমার নিকট এখনও কয়েকটি টাকা আছে; যখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখন দেখা করিয়া মাসিক টাকা লইব।

রাম। কি দুর্দ্দৈব! কলিকাতায় এসেছ কয় দিন?

নকু। মাত্র কাল এসেছি।

রাম। তা' হোলে কোন সংবাদও শুনিতে পাও নাই?

নকু। না,—কে বলিবে?

রাম। বড় অশুভ সংবাদ আছে; তোমার উপস্থিত যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে তোমাকে সে সংবাদ শুনান উচিত কি না তাই ভাবিতেছি।

নকু। আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ।

রাম। তবে—তবে—শোন; তোমার কাকার মৃত্যু হইয়াছে।

নকুলেশ্বর লাফাইয়া উঠিলেন—উত্তেজিত ভাবে কহিলেন,—"কাকার মৃত্যু হইয়াছে; কবে?—কখন?"

রাম। আজ ঠিক একমাস হইল; তোমার কাকা তোমার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করেন নাই।

নকু। না করিলেও তিনি আমার কাকা—আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে আমাকে একরূপ বঞ্চিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার স্বচ্ছন্দে দিনপাতের উপযোগী মাসিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাম। ছেলে-মানুষ! অতবড় জমীদারী—অত সম্মান—সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কি ত্যাগ করা সহজ কথা! বাপু, সংসারে প্রবেশ কর নাই তাই সরলভাবে ও কথা বলিতেছ; যাই হোক, এখন তুমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

নকু। আমি? আ—মি—"

নকুলেশ্বরের দেহ কম্পিত হইতেছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাক্ত হইয়া উঠিল; তিনি অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে কহিলেন,—"হায়—হতভাগিনি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাবিত্রীর আশ্রয়।

মাণিকতলার এক বসতি পল্লীতে সাবিত্রীর এক বৃদ্ধা মাসী বাস করিতেন; সে বাটীতে তিনখানি খোলার ঘর, প্রাচীর বেষ্টিত। তাহার দুইখানি বৃদ্ধা ভাড়া দিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার দিনপাত হইত। সংসারে বৃদ্ধার আর কেহ ছিল না,—পাড়ার লোকে বৃদ্ধাকে বড় ভালবাসিত। সাবিত্রী কলিকাতার জাহাজ ঘাটে নামিল—সুরমা তাহাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিল,—কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই সম্মতা হইল না, পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা নিজে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা সে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল।

সুরমার নিকট সাবিত্রী দ্বীপের কোন কথাই প্রকাশ করে নাই এবং নিজের নাম বলিয়াছিল—চঞ্চলা।

সুরমার পিতার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর—গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, নাম হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমারবাবুও সাবিত্রীকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী অতি নম্রভাবে তাঁহার অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করিল। অগত্যা হেমন্তবাবু ও সুরমা শকটারোহণে প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রীর গাড়ীভাড়া করিবার সঙ্গতি ছিল না,—একটি ক্ষুদ্র থলিয়ায়

মধ্যে কয়েকটি টাকা তাহার সম্বল ছিল, উহা সে নষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইল না। অগত্যা পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার পথ—লোকের ও শকটের জনতায় পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য; সাবিত্রীর কলিকাতা অপরিচিত নহে, সে পিতার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কলিকাতার অধিকাংশ পথে ভ্রমণ করিয়াছে। চলিতে চলিতে পথিপার্শ্বস্থ দেওয়ালের গায়ে, আলোকস্তম্ভে বহুতর বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইতে লাগিল,—সাবিত্রী মাঝে মাঝে একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে লাগিল। হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র মুদ্রিত সদ্যঃ স্থাপিত বিজ্ঞাপনে তাহার দৃষ্টিপাত হইল; সে বিজ্ঞাপনটি উত্তমরূপে পাঠ করিয়া কাগজখানি উঠাইয়া লইল। বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এইরূপ——

"কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের তিনটি শিশুর তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য একজন সচ্চরিত্রা মহিলার আবশ্যক; এই ধাত্রীকে সেই বাটীতে বাস করিতে হইবে, বেতন বাদে আহার পাইবেন,—কায়স্থ মহিলা হইলে ভাল হয়।—নং শিবকৃষ্ণ দাঁর গলিতে নিজে উপস্থিত হইয়া আবেদন করুন।"

সাবিত্রী বিজ্ঞাপনখানি গ্রহণ করিয়া চিন্তান্বিত অন্তঃকরণে চলিতে লাগিল; এখন মাসীর বাড়ী যাওয়া সঙ্গত, না সম্মুখে উপস্থিত এই কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত। অবশেষে কার্য্য গ্রহণ করিতেই সাবিত্রী মনস্থ করিল। যদি কার্য্য সুবিধাজনক হয়, মাসীর সহিত পরে সাক্ষাৎ করিলেও চলিবে এবং তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্যও করিতে পারিবে। অকূল চিন্তায় উদ্বেলিত-হৃদয়া সাবিত্রী যেন হৃদয়ে একটু শান্তি পাইল।

সাবিত্রী বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট বাটীতে উপস্থিত হইল,—বাড়ীখানি পুরাতন এবং প্রথমতঃ জনশূন্য বলিয়াই বোধ হইল; সাবিত্রী সবিস্ময়ে বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নম্বরটির দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল,—এমন সময় এক খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। সাবিত্রীকে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত

করতঃ ক্ষণেক চাহিয়া রহিল,—তৎপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। সাবিত্রী একটু সঙ্কুচিতা ভাবে সেই ব্যক্তির সন্নিহিতা হইল।

খর্ব্ব ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? কি চাও?"

সাবিত্রী বিজ্ঞাপনখানি বাহির করিয়া সেই ব্যক্তির হস্তে দিল; বিজ্ঞাপন দেখিয়া খর্ব্ব পুরুষ কহিল,—"ভিতরে এস।"

সাবিত্রী ভিতরে প্রবেশ করিল এবং সেই পুরুষের সহিত ক্রমে এক কক্ষে উপস্থিত হইল; কক্ষটী অসম্পূর্ণভাবে আলোকিত, তাহার মধ্যস্থলে একখানি ক্ষুদ্র টেবিল, একখানি চেয়ার ও একখানি বেঞ্চ স্থাপিত। পুরুষ সাবিত্রীকে বেঞ্চের উপর বসিতে বলিয়া স্বয়ং চেয়ার গ্রহণ করিল এবং একখানি খাতা খুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"না—বড়ই দুঃখিত হইলাম, সে কার্য্যে লোক বাহাল হইয়া গিয়াছে।

সাবিত্রী একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল, কহিল,—"তবে আমি আসি। আপনার নাম কি?"

পুরুষ। আমার নাম দেবীপ্রসাদ; তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার ভাল করিয়া দেখি, যদি আর কোন স্থানে কার্য্য খালি থাকে।"

সাবিত্রী। আপনারা কি সব সন্ধান রাখেন?

পুরুষ। হাঁ, অনেক বটে; আমাদের এখানে অনেকে সংবাদ রাখিয়া যান, আমরা—আচ্ছা—আমি ভেবে দেখি।

দেবীপ্রসাদ ক্ষণেক নীরব রহিল, তৎপরে কহিল,—"ও হো, ঠিক হ'য়েছে; এই গলিতেই মথুরবাবু ডাক্তারের বাড়ী ঠিক তোমার মত একটি লোকের আবশ্যক আছে। তাঁর স্ত্রীর একজন সঙ্গিনী দরকার।

কিন্তু—কিন্তু দেখ, তোমার মত এমন রূপ—এমন কাঁচা বয়স! কেন লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিতে যাবে? দেখ—বেশ বুঝে দেখ,—সুখ ছেড়ে দুঃখ পাইতে যাও কেন?"

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল,—সে তীব্রদৃষ্টিতে দেবী-প্রসাদের দিকে চাহিয়া কহিল,—"সাবধান! সাবধান হইয়া কথা কহিবেন; আমি বাজারে মেয়েমানুষ নই।"

সতীর তেজে দেবীপ্রসাদ সঙ্কুচিত হইল,—কহিল,—"তোমাকে যে সংবাদ দিলাম, তাহার জন্য এক টাকা ফি দিতে হইবে।"

সাবিত্রী। সংবাদ এখনও সম্পূর্ণ দেন নাই। মথুরবাবু কে?—বাড়ীর নম্বর কত?

দেবী। মথুরবাবু একজন ডাক্তার; তিনি এ গলিতে নূতন আসিয়াছেন। অনেক পয়সার লোক, তাঁর পসার ও হাতযশ মন্দ নয়। বাড়ীতে স্বামী স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ নাই। স্ত্রীটি শুনিয়াছি যুবতী,—তাঁহারই সহচরীর কার্য্য করিতে হইবে। চাকরীটি মন্দ নয়। এই গলিতে,—নং দোতালা বাড়ী।

সাবিত্রী থলি হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দেবীপ্রসাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, দেবীপ্রসাদ তাহার অনুসরণ করিতেছে।

সাবিত্রী যেমন দ্বারের বাহিরে আসিল, অমনি এক ভিখারিণী তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"মাগো! আজ কয়দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, কিছু ভিক্ষা দাও মা।"

সাবিত্রীর হৃদয়ে করুণার উদয় হইল; সে তাহার ক্ষুদ্র থলিটি বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি আধুলি বাহির করিল, এমন সময় একজন

রুগ্ন ভিক্ষুক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাবিত্রী যেমন দ্বিতীয় আধুলিটি বাহির করিতে যাইবে, অমনি সেই রুগ্ন ভিক্ষুক লাফাইয়া থলিটি কাড়িয়া লইল এবং পরক্ষণে ভিক্ষুক বা ভিখারিণীকে সাবিত্রী আর দেখিতে পাইল না। এই আকস্মিক ঘটনায় সাবিত্রী দিশাহারা হইয়া পড়িল,—বিস্ময়ে, ভয়ে স্তম্ভিতভাবে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিল, দেবীপ্রসাদ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। ক্রোধে সাবিত্রীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল,—তীব্র দৃষ্টিতে সাবিত্রী তাহার দিকে চাহিয়া পথে নামিয়া আসিল। দেবীপ্রসাদ তাহার অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না;—সাবিত্রী তখন কাতরভাবে কহিল,—"আপনি আমার অনুসরণ করিতেছেন কেন?"

দেবীপ্রসাদ স্থিরভাবে কহিলেন,—"চল,—তোমাকে মথুরবাবুর বাড়ীর দরজায় রেখে আসি; এ গলিটা বড় ভাল নয়।"

সাবিত্রী আপত্তি করিল না। দেবীপ্রসাদ অগ্রগামী হইয়া ক্রমে এক দ্বিতল অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; তথায় সাবিত্রীকে ত্যাগ করিয়া দেবীপ্রসাদ প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; বাড়ীটি বড় নিস্তব্ধ, অধিবাসী সংখ্যার স্বল্পতাই তাহার প্রধান কারণ। প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া সাবিত্রী চিন্তা করিতেছে, ইতিমধ্যে একব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল এবং সাবিত্রীর দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সাবিত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কি এই বাড়ী?" সে উত্তর করিল,—"না, আমি এই বাড়ীর ভৃত্য; আমার নাম রাইমোহন।"

সাবিত্রী। বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়?

রাই। তাকে বাহির হইয়াছেন। তোমার কি দরকার?

সাবিত্রী। গিন্নীর সঙ্গে দেখা হইতে পারে কি? শুনিলাম, তাঁর একজন লোকের আবশ্যক আছে।

রাইমোহনের মুখ প্রসন্ন হইল,—কহিল,—"হাঁ, এস আমার সঙ্গে।"

সাবিত্রী রাইমোহনের অনুসরণ করিয়া ক্রমে দ্বিতলের এক কক্ষে উপস্থিত হইল। কক্ষটি সুসজ্জিত—শীতল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া সাবিত্রী দেখিল, একখানি সোফায় অর্দ্ধ শায়িতা অবস্থায় একলাবণ্যময়ী যুবতী কোমল-নবীন-লতিকার ন্যায় দেহ; মুখখানি অর্দ্ধস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

সাবিত্রীর পদশব্দে যুবতী উঠিয়া বসিলেন এবং একটু বিস্ময়ের সহিত সাবিত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"তুমি কে ভাই?"

কণ্ঠস্বর অতি মধুর—অতি কমনীয়; সাবিত্রীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সে ধীরে ধীরে যুবতীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কহিল,—"আমি দরিদ্রা নিরাশ্রয়া রমণী; আপনার একজন পরিচারিকার আবশ্যক—"

যুবতী। পরিচারিকা? কে বলিয়াছে পরিচারিকা? আমার একটি স্নেহময়ী ভগ্নীর আবশ্যক; আমি একা একা বড় কষ্টে থাকি। তুমি থাক, আমার ছোট বোনটির মত থাকিবে। কর্ত্তা বাড়ী আসিলে তোমার সম্বন্ধে সাব্যস্ত করিব, তুমি যাইও না।

এই উদারহৃদয়া রমণীর আশ্রয় লাভের জন্য সাবিত্রী ব্যাকুলা হইল।

অতঃপর মথুরবাবু বাটী আসিলে সাবিত্রীর তথায় অবস্থানই সাব্যস্ত হইয়া গেল। মথুরবাবু সাবিত্রীর দিকে বহুবার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী-স্ত্রী।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"নকুলেশ্বর! আহারান্তে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন স্নান কর।"

নকুলেশ্বর স্নান আহার সম্পন্ন করিলে রামগতিবাবু তাঁহাকে এক শয্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন,—নকুলেশ্বর শয়ন করিলেন।

শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আকর্ষণ হইল না; তাঁহার খুল্লতাতের অগাধ ঐশ্বর্য্য—প্রকাণ্ড বাটী, এই সকলের অধিপতি এখন তিনি এই চিন্তাতে তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল; অনিদ্রভাবে শয্যায় শুইয়া থাকা অসহ্য বোধ হইল; কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু ঐশ্বর্য্যে সুখ কি! শান্তি কোথায়? আজ যদি সাবিত্রী তাঁহার নিকট থাকিয়া এ আনন্দ উপভোগ করিত, তাহা হইলে বুঝি প্রাণে শান্তি হইত। হতভাগিনী হৃদয়ের উত্তেজনায় সমুদ্র গর্ভেই জীবন ত্যাগ করিল। নকুলেশ্বর নিজের জীবনে মমতাশূন্য হইয়া তাহাকে যে বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আসন্নগ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সমুদ্রেই তাহার গতি হইল।

নকুলেশ্বরের হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল; প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পদচারণা করিয়া তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইল, তখন অবসন্নভাবে শয্যায় শয়ন করিলেন।

এদিকে কক্ষান্তরে রামগতিবাবু শয্যায় শয়ন করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া সতৃপ্তভাবে ধূমপান করিতেছিলেন,—মাথার নিকট তারাসুন্দরী মৃদু বীজনী আন্দোলনে স্বামীর ঘর্ম্ম অপনোদনের চেষ্টা করিতেছিলেন; রামগতিবাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর, তিনি যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তারাসুন্দরী যে তাঁহার শিরপ্রদেশে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। গুড়গুড়ির নলনিঃসৃত কুণ্ডলায়মান ধূমরাশি তিনি তারার মুখের দিকে ত্যাগ করিলেন। তারা ঈষৎ অসন্তুষ্টভাবে কহিলেন,—"দূর ছাই, ও ছাই ধোঁয়াগুলা কি এদিকে না ছাড়িলে হয় না? বুড়া হইলে মানুষের দশাই আলাদা হয়!"

রামগতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন,—একটু হাসিয়া কহিলেন,—"ও—তুমি ওখানে ব'সে আছ, আমার তা খেয়াল ছিল না।"

তারা। কেন, তোমার হ'য়েছে কি?

তারা সপ্রেম কটাক্ষে সেই বৃদ্ধ স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষে যেন সেই বৃদ্ধের রূপ নিরূপম লাবণ্যময় বোধ হইতে লাগিল।

রাম। কেন? এই যে তুমি বলিলে বুড়া হইলে—

তারা। যাও—তুমি বড় দুষ্ট।

রাম। তারা! আমি জানি আমি বৃদ্ধ,—তুমি যুবতী, তোমাকে শেষ বয়সে বিবাহ করা আমার উচিত হয় নাই; কিন্তু কি করিব, জান ত তোমার পিতার নিতান্ত—

তারা। তুমি ও সকল কথা যদি বল ত আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

রামগতিবাবু দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া তারাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার সুকুমার সুকোমল

আরক্তিম গণ্ডে শত শত চুম্বন করিলেন। তারা স্বামীর বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"তারা! আমি বৃদ্ধ তা' আমি বুঝি; কিন্তু তুমি ত তা' বোঝ না; তুমি আমাকে কৃত্রিম উপায়ে যুবক সাজাইতে চাও—আমার এ বয়সে লোকে সংসারের একটা বন্দোবস্ত করিয়া যায়,—একটা উইল—"

তারা। আবার ঐ কথা বলিবে?

রাম। না বলিলাম, আমার কাজ আমি করিব।

তারা। উইল আমি কি করিব? তোমার অবর্ত্তমানে থাকিব না।

রামগতিবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু তারার বয়স বিংশ বৎসরের অধিক নহে; চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তারার বিবাহ হয়, তখন রামগতিবাবুর বয়স চৌত্রিশ বৎসর। বিবাহের পূর্ব্বে বরের বয়সাধিক্যে অনেকে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল, অনেকে তারার পিতাকে এ বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তারার পিতা সে সকল কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তারার পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন,—অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া রামগতি বাবুকে তিনি কন্যা গ্রহণে সম্মত করিয়াছিলেন। তারা স্বামীকে কোন দিন অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই; স্বামীকে সে দেবতা বলিয়া মনে করিত।

যখন রামগতিবাবুর দুই একগাছি চুল পাকিতে আরম্ভ হইল, তখন তারা কলপ লাগাইয়া তাহাদের নবীনত্ব সম্পাদনে সচেষ্ট হইল। রামগতিবাবু তাহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন; তখন তারা এক কৌশল করিল; রামগতিবাবু নিদ্রিত হইলে সে তাঁহার কেশে ও গুম্ফে কলপ মাখাইয়া পারিপাট্য সম্পাদন করিতে লাগিল। রামগতিবাবুর শয্যার পাদদেশে এক বৃহৎ দর্পণ লম্বিত ছিল,—নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া

তিনি কেশ-গুম্ফের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—তারা দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। তারার সহিত পারিয়া উঠা ভার বিবেচনায়, রামগতিবাবু তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাটীতে দাস দাসী ছিল,—কিন্তু স্বামীর সেবা তারা কাহাকেও করিতে দিত না। সে নিজে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য করিত,—তামাকু পর্য্যন্ত সাজিয়া দিত। রামগতিবাবুর রূপ সে কন্দর্পের ন্যায় দেখিত।

তারা শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া একখানি ব্রস গ্রহণ করিল এবং স্বামীর কেশ-পারিপাট্যে নিযুক্ত হইল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"যে দু এক গাছি চুল আছে, তাও তোমার জ্বালায় থাকিবে না দেখিতেছি।"

তারা হাসিয়া ব্রস রাখিয়া দিল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"আমি ভাবিতেছি নকুলের কথা; আমার নিজের এ জগতে ভাবিবার আর কিছুই নাই,—লোকে বলে, এ জগতে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নয়, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা খাটে না। এ পৃথিবীতে আমার ন্যায় সুখী কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু একদিন এ সুখ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ও—ভাল কথা, সেই যে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর মাতৃশ্রাদ্ধে দুইশ' টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম—?

তারা। দেওয়া হইয়াছে,—সরকার আমাকে বলিয়াছে।

রাম। আর গোপীর মেয়ের চিকিৎসার জন্য যে সাহায্য করিবার কথা ছিল?

তারা। সরকার দুইবার ডাক্তারের ভিজিট আর ঔষধ ও পথ্যের দাম দিয়া আসিয়াছে। সরকার বড়ই বিরক্তিভাব প্রকাশ করে, সে বলে, এরূপ করিয়া বৃথা ব্যয় করিলে—

রাম। বৃথা ব্যয়! তোমারও কি সেই মত?

তারা। না,—যা' তুমি ভাল বুঝ, তাহাতে প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তোমার কাজ কখন মন্দ হইতে পারে না।

রাম। দেখ তারা, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য,—যদি এই ঐশ্বর্য্যে জগতের কিছু উপকার না হইল, তবে ইহাতে ফল কি? থাক সে কথা, এখন নকুলের কথা—

তারা। বেচারা যেন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; বড় ঘরের ছেলে—মুখ কাল হইয়া গিয়াছে।

রাম। তার ভাবটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না,—এমন বিষাদপূর্ণ মুখখানি—

তারা। হঠাৎ কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হইতে পারে।

রাম। উঁ—হুঁ—তারাসুন্দরি, এইবার তুমি ঠকিয়াছ; পুরুষ মানুষের হাবভাব তোমরা বুঝিবে কেমনে! এর মধ্যে কোন মেয়েমানুষ আছে।

তারা। মেয়েমানুষ! নকুল লাবণ্যকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছিল,—লাবণ্য যে নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, তা' সে মনেও করে নাই। আমাদের মেয়েমানুষ জাতটা বড় নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ।

রাম। ওকথা আমার মুখের উপর বলিও না—আমি তাহাতে বড় রাগ করিব।

তারা হাসিয়া কহিল,—"না বলিলাম—কিন্তু লাবণ্যের কি এটা উচিত হ'য়েছে?"

রাম। কিছু বুঝিলাম না,—নকুলের ন্যায় পাত্র ত্যাগ করি া সে বিশ্বেশ্বর রায়ের মত একজন বৃদ্ধের প্রতি অনুরক্তা হইল কিরূপে? বিশ্বেশ্বর ত আমারই মত একজন বৃদ্ধ।

তারা। তুমি যদি ও রকম কথা বল—আমি উঠিয়া যাইব। আমাকে রাগাইতে তোমার বড় ভাল লাগে বুঝি।

রাম। আর বলিব না; বিশ্বেশ্বরের বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাট বৎসর, তবে অনেক টাকা ছিল—কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

তারা। আহা, কে জানিত যে বিবাহের দিনের দুই দিন পূর্ব্বে বুড়ার মৃত্যু হইবে!

রাম। লাবণ্য ত তোমার একজন সখী।

তারা। একসময় ছিল বটে, এখন ত আর নাই! আমি তাহাকে ঘৃণা করি। তার যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল হইয়াছে; নকুলকে ত্যাগ করিয়া যেমন ধনলোভে বৃদ্ধের গলায় মালা দিতে গিয়াছিল, তেমনি সাজা হইয়াছে। বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে।"

রাম। এখন নকুলের সম্বন্ধে কি?

তারা। কাল সকালে তুমি সঙ্গে করিয়া ভুবনবাবুর বাড়ী লইয়া যাইও; নকুল আমাদের ছেলের মত।

রাম। ছেলেটা যেন কেমন হ'য়ে গিয়াছে; লাবণ্যের ব্যবহারে সে যে লাবণ্যের প্রতি এখনও আসক্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না,—কিন্তু—তবে কি জান? তার যেন সর্ব্বদাই চিন্তা—মুখ সর্ব্বদাই বিষন্ন! কি জানি কি! কখন জানিতে পারিব বলিয়াও বোধ হয় না।

তারা। যাই হোক, ও সব ভাল হইয়া যাইবে; বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। এখন যা'তে সে সাব্যস্ত হইতে পারে, বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে এবং সুখী হইতে পারে, তাহা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

রাম। করিতেই হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লবাবু।

তিনদিন মথুরবাবুর বাড়ীতে বাস করিয়া সাবিত্রী বিরক্ত হইয়া উঠিল, সেখানে থাকিতে তাহার আর এক বিন্দুও ইচ্ছা নাই। মথুরবাবুর পত্নী অতি উদারহৃদয়া বটে, কিন্তু মথুরবাবু নিজে ও ভৃত্য রাইমোহন তত ভাল লোক বলিয়া বোধ হইল না। মথুরবাবু তাহার দিকে কেমন তীব্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন,—সে দৃষ্টিতে সাবিত্রীর ভয় হয়; আর রাই-মোহন অবসর ও সুযোগ পাইলেই সাবিত্রীর সহিত আলাপ করিতে, হাসি-খুসী করিতে উদ্যত হয়। স্বামী স্ত্রীতে আন্তরিক বিশেষ সম্প্রীতি আছে বলিয়া সাবিত্রীর বোধ হইল না, কিন্তু পরে বুঝিল, সেটা তাহার ভ্রান্তি। মালতীর স্বামীভক্তি অসীম; মথুরবাবুও পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরাগী।

মথুরবাবুর অনেক টাকা,—ব্যাঙ্কে টাকা,—কোম্পানিতে টাকা,—সর্ব্বত্রই টাকা ছড়ান; এত ধনবানের পত্নী হইয়াও মালতীর সুখ ছিল না; কঠিন শিরঃপীড়ায় তাহার জীবন অশান্তিময় করিয়াছিল; মথুরবাবু অনেক রকম চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং সাময়িক উপশমতার জন্য তিনি একটি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন; দুইটি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধটি পান করিতে হইত। ঔষধদ্বয় মিশ্রিত হইলেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং তদবস্থায় যত সত্বর সম্ভব

পান করিলেই গভীর নিদ্রাকর্ষণ হইত। এই ঔষধ দুইটি মালতীর শয্যার উপাধানের সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর থাকিত, একটি আইসপ্রুফ গ্লাশ থাকিত এবং আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ শিশি বোতল থাকিত, তাহার কোনটায় তরল পদাথপূর্ণ, কোনটা শূন্যগর্ভ। মালতী সাবিত্রীকে বিশেষ স্নেহ করে—কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় দেখে, তথাপি সাবিত্রীর সেখানে থাকিতে এক বিন্দুও ইচ্ছা নাই; মথুরবাবু ও রাইমোহনের হাবভাব তাহার ভাল বোধ হয় না। মালতী সাবিত্রীকে উত্তম বস্ত্র দিয়াছে; সাবিত্রী সুরমার বস্ত্রগুলি একত্র করিয়া একটি গাঁটরী বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

কয়েকদিন পরে সে মালতীর অনুমতি গ্রহণ করতঃ গাঁটরী লইয়া বাহির হইল। প্রথমে তাহার মাসীর বাড়ীর ঠিকানায় গেল, সেখানে গিয়া দেখিল, সে বাড়ীর চিহ্নও নাই। তথায় একখানি অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে,—সাবিত্রী সবিস্ময়ে সেই অট্টালিকার দিকে চাহিয়া রহিল। পার্শ্বের বাটীর একটা পরিচারিকা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভ্রুকুটী-পূর্ণ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"তুমি কে মা?"

সাবিত্রী। বাছা, এখানে আমার এক মাসীর বাড়ী ছিল,—বাড়ীটা আমি চিনিতে পারিতেছি না, অনেক দিন আসি নাই।

পরি। আহা মা—তা সত্যি; তা সে কত নম্বরের বাড়ী?

সাবিত্রী। বাড়ীর নম্বরটা আমার মনে নাই; তবে বাড়ীটা ঠিক এই জায়গায় যেন বোধ হইতেছে,—খোলার বাড়ী ছিল বোধ হয়, তিনখান ঘর ছিল। আমার মাসী বৃদ্ধা ছিলেন।

পরি। ও কপাল; আহা মা, তাই বলিতে হয়,—তা মা, বুড়ী বড় ভাল লোক ছিল, আহা, বুড়ী যে দিন মরে—

সাবিত্রী। মরে!

পরি। বুড়ীর প্রায় এক বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে।

তৎপরে পরিচারিকা সাবিত্রীর অধিকতর নিকটে আসিয়া তাহার কর্ণমূলে মুখ লইয়া কহিল,—"মা—বুড়ীর টাকা ছিল—মা—অনেক টাকা ছিল; টাকা যে কোথায় রাখিয়া গিয়াছে তা বলিতে পারি না। বুড়ীর মেয়েটি—

সাবিত্রী। মেয়ে! ও—হাঁ—হাঁ, মাসীর এক মেয়ে ছিল বটে।

পরি। মেয়েটি কোন পাড়াগাঁয়ে এক ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হইয়াছে; সে ডাক্তারও নাকি খুব বড় লোক। টাকা কড়ি সেই মেয়ে পাইয়াছে।

সাবিত্রী। মৃত্যুকালে মেয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল?

পরি। না; টাকা কড়ি সব ভুবনবাবু এ্যাটর্ণির জিম্মায় রহিয়াছে। এই বাড়ী বিক্রি করিয়াও তিন হাজার টাকা পাইয়াছে।

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল কখন বিষণ্ণ কখন প্রফুল্ল হইতে লাগিল; পরিচারিকা প্রস্থান করিলে সাবিত্রী আরও কিছুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিল, মাতার মৃত্যুর পর সে মাসীর নিকট কিছু স্নেহ পাইয়াছিল,—বৃদ্ধাকে সাবিত্রী ভালবাসিত। সাবিত্রী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"মাসীর টাকা ছিল! মেয়ে উত্তরাধিকারী!"

সাবিত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাস্য রেখা প্রকাশিত হইল।

তথা হইতে সাবিত্রী সুরমার ঠিকানায় চলিল; কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা; দ্বারদেশে উপনীতা হইলে একজন পরিচারিকা তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল; দেখিল ড্রয়িং রূমে বসিয়া সুরমা পুস্তক পাঠ করিতেছে, তাহার রূপে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। নিতম্বচুম্বী কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম বেণীবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছিল; কর্ণের ইয়ারিং দীপ্তি বিকীরণ করিতেছিল, কিন্তু সুরমার উজ্জ্বল নিটোল গণ্ডে সে দীপ্তি ম্লান হইতেছিল। তাহার পরিধানে একখানি মূল্যবান বস্ত্র।

সাবিত্রীকে দেখিয়া আনন্দে সুরমা লাফাইয়া উঠিল এবং দ্রুত তাহার নিকটে আসিয়া ললিত বাহুযুগল দ্বারা কণ্ঠবেষ্টন করতঃ মন্মথ-নিবাস সমুন্নত বক্ষঃস্থল সাবিত্রীর বক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তৎপরে তাহার হাত ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং আর একখানি চেয়ারে বসিল।

সুরমা কহিল,—"তবু ভাল যে, মনে করিয়া এসেছ; একেবারে কোন সংবাদই দেওয়া নাই; ব্যাপার কি? তোমার মাসীর সংবাদ কি?"

সাবিত্রী। মাসীর মৃত্যু হইয়াছে।

সুরমা। এঁ্যা—বটে! তা—তুমি কোথায় আছ?

সাবিত্রী। আমি চাকরী লইয়াছি।

সুরমা। চাকরী! কোথায়? কি চাকরী?

সাবিত্রী। মথুরবাবু বলিয়া একটি ডাক্তার আছেন, তাঁর বাড়ী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গিনীর মত থাকিতে হয়; মথুরবাবু স্ত্রী বড় ভাল লোক, আমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত ভালবাসেন, কিন্তু তবু সেখানে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই।

সুরমা। আমাদের এখানে এসে থাক না কেন?

সাবিত্রী। যদি নিতান্ত অসুবিধা হয়, তোমাকে বলিব।

ভৃত্য সংবাদ দিল,—"প্রফুল্লবাবু অপেক্ষা করিতেছেন!"

সুরমার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল,—কহিল,—"এখানে নিয়ে আয়।" ভৃত্য প্রস্থান করিলে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রফুল্লবাবু কে?"

সুরমা দৃষ্টি অবনত করিয়া সলজ্জভাবে কহিল,—"কেউ না।"

সাবিত্রী। কেউ না—তবে—

সুরমা। একজন বন্ধু।

সাবিত্রী। তা আমি এখন যাই, এই তোমার কাপড়।

সুরমা। আবার কবে আসিবে? যদি সেখানে অসুবিধা হয়, তবে আমাদের এখানে এসে থাকিও।

সাবিত্রী গাঁটরীটি রাখিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল; এমন সময় দ্বার মুক্ত হইল এবং এক সুকুমার যুবক প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ মাত্র সাবিত্রীর দিকে যুবকের দৃষ্টি পড়িল; সাবিত্রীও উর্দ্ধদৃষ্টিতে যুবককে দেখিতেছিল, সুতরাং উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল, সাবিত্রী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

প্রফুল্ল সুরমার সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন,—কহিলেন,—"কয়দিন হইতে এত ব্যস্ত ছিলাম, আসিয়া উঠিতে পারি নাই। তার জন্য রাগ কর নাই ত? বর্ষায় কেমন ছিলে? তোমার পিতার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে ত?"

একেবারে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া যুবক সুরমার অবনত বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; সুরমা অপাঙ্গদৃষ্টিতে যুবকের দিকে কটাক্ষপাত করিল,—সে কটাক্ষের মর্ম্মে মর্ম্মে দাহ,—সে কটাক্ষে পাষাণ চূর্ণ হইয়া যায়—কত বীরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু প্রফুল্লের হৃদয় বুঝি তাহা স্পর্শ করিল না।

সুরমা হাসিয়া কহিল,—"কোন্ কথার উত্তর দিব? সব কথার এক উত্তর দিব নাকি!"

প্রফু। না,—ওটা আমার ভুল হইয়াছে, আমার যেন মাথাটার মধ্যে কেমন করিতেছিল। যে মেয়েটি বাহির হইয়া গেল, ওটী কে?

সুরমা দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিয়া পূর্ণ বেগে প্রফুল্লের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে মুখের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন দেখিল না; সেই প্রশস্ত ললাট, উদার, প্রশান্ত মুখমণ্ডল সুরমাকে মুগ্ধ করিল।

সুরমা। ওটি আমার সখী; সময়ে পরিচয় দিব। নীহারিকা কেমন আছে?

প্রফুল্ল। যেমন দেখিয়াছিলে সেইরূপই; তার আর কোন উন্নতির আশা করি না,—সে বাঁচিয়া থাকিলেই আমার সুখ। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম, আমার প্রশ্নগুলি ভেসে গেল নাকি?

সুরমা হাসিয়া উঠিল—কহিল,—"বল?"

প্রফু। প্রথমে তুমি কলিকাতায় আসামাত্রই যে আমি দেখা করিতে পারি নাই, তার জন্য কি রাগ করিয়াছ?

সুরমা। সামান্য একটু করিয়াছিলাম বটে; বেশী রাগ করিতাম, তবে আমি সন্ধান লইয়াছি, প্রকৃতই তুমি গুরুতর কাজে ব্যস্ত ছিলে।

প্রফু। এতক্ষণে মনটা হালকা হইল।

সুরমা। আমার রাগ বা সন্তোষে তোমার বিশেষ লাভ বা ক্ষতি কি?

সুরমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল।

প্রফু। তোমার বাবার শরীর কেমন?

সুরমার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইল,—শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—"বেশ সুস্থ হইয়াছেন।"

ইহার পর আরও অনেক কথা হইল,—সে সব কথায় আমাদের কোন আবশ্যকতা নাই।

প্রফুল্ল প্রস্থান করিলেন,—সুরমা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"সংশয় প্রাণান্তকারী; প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিতে পারি না কেন? তাঁকে দেখিলেই সব ভুলিয়া যাই।"

প্রফুল্ল বাটীর দিকে চলিলেন,—সাবিত্রীর রূপ তাঁহার হৃদয়ে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া নকুলেশ্বর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন এবং রামগতিবাবুর খাস কামরায় চা পানের জন্য আহূত হইলেন। রামগতিবাবু ও তারা পূর্ব্ব হইতেই সমাগত হইয়াছিলেন। রামগতিবাবুর চা পানের চিরসঙ্গিণী তারাকে নিকটে বসাইয়া চা পান না করিলে তাঁহার নিজেরও চা পান সম্পূর্ণ হয় না। তারা আপত্তি করিল, কহিল,—"ছিঃ, নকুল ছেলে হইলেও সেয়ানা ছেলে।"

রামগতিবাবু ছাড়িলেন না। নকুলেশ্বর একখানি চেয়ারে বসিলেন—তারা বড় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল; নকুলেশ্বর তাহা বুঝিলেন সুতরাং তাঁহাকেও একটু সঙ্কুচিত হইতে হইল। রামগতিবাবু, উভয়ের ভাব দেখিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"ব্যাপার মন্দ নয়! নকুলের সঙ্গে তোমার মামী ভাগ্নে সম্বন্ধ—মায়ে ছেলের লজ্জা কি?" নকুলেশ্বর উৎসাহিত হইয়া কহিলেন,—"মা, ছেলের কাছে লজ্জা কি, মা!"

অতঃপর চা পান হইলে রামগতিবাবু কহিলেন,—"তুমি এখন একবার ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এস। তিনি যেরূপ বলেন সেই মত কাজ করা যাবে; যদি তিনি অবিলম্বে ভবানীপুরের বাড়ীতে যাইতে বলেন, অগত্যা যাইতেই হবে, তা না হয় যদি তবে কয়েকদিন এখানে

থাকিতে পারিবে। দেখ বাবা, আমার সন্তান নাই, তোমাকে পাইয়া আমার কি আনন্দ হইয়াছে !”

নকুল। কাকার কি কোন উইল ছিল ?

রাম। না, একখান উইল তোমার উপর রাগ করিয়া করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল ; তারপর আর কোন উইল আমি দেখি নাই ; ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা হইলেই সব পরিষ্কার জানিতে পারিবে। আমিও কি তোমার সঙ্গে যাব ?

নকুল। না, আমি একাই যাই ; আবশ্যক হয়, কাল আবার আপনাকে লইয়া যাব।

রামগতিবাবু ভৃত্যকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

গাড়ী প্রস্তুত হইলে নকুলেশ্বর ভুবনবাবু এ্যাটর্ণীর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ভুবনবাবু একজন পসারওয়ালা এ্যাটর্ণী হইলেও বড় কৃপণ স্বভাব ; অর্থ তাঁহার দেহের শোণিতবৎ এবং সেই শোণিত তুল্য অর্থব্যয় করিয়া তিনি সহরে বাড়ী প্রস্তুত বা খরিদ করিতে সক্ষম হন নাই। পত্নীর আগ্রহাতিশয্যে অনেকবার বাটী ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকল বাটীর দরই তাঁহার নিকট অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল, সুতরাং বাড়ী ক্রয় করা হইল না। ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া যে বাড়ী তিনি দশ টাকা মাসিক বন্দোবস্তে ভাড়া করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতেই এখনও পর্য্যন্ত তিনি বাস করিতেছিলেন।

নকুলেশ্বর সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন ; গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া নকুলেশ্বর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; ভুবনবাবুর উন্নত অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

বৈঠকখানায় একজন মুহুরী কাণে কলম গুঁজিয়া কতকগুলি কাগজ

পত্র দেখিতেছিলেন,—নকুলেশ্বর নির্ব্বাকভাবে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। মুহুরী নকুলেশ্বরের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—"এ কে? নকুলবাবু যে! বসুন।"

এই সময়ে ভুবনবাবু প্রবেশ করিলেন; ভুবনবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, নাতিস্থূল-নাতিদীর্ঘ দেহ, মুখখানি উজ্জ্বল, ললাট ও নয়নদ্বয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক।

ভুবনবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নকুলেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "নকুলেশ্বরবাবু—না? বেশ! তারপর, কেমন আছেন? আপনাকে দেখিয়া যে কি সন্তুষ্ট হইলাম! আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছি—"

নকুল। আমি কোন বিজ্ঞাপনই দেখি নাই; দেশে ছিলাম না, পুরুষোত্তমের পথে জাহাজ ডুবি হইয়াছিলাম। কাল সকালে রামগতিবাবুর নিকট দুঃসংবাদ শুনিলাম—

ভুবনবাবু মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—"ঠিক কথা—ঠিক কথা; রামগতিবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে। তবে আপনি সংবাদ শুনিয়াছেন; তা' এখন আপনিই যথাসর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী। বড়ই দুঃখের বিষয়, আবার সুখেরও বটে; আপনাকে সুস্থ শরীরে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তুলসি, তামাক দে রে।"

নকুলেশ্বর কোন উত্তর করিলেন না; ভুবনবাবু চক্ষে চশমা লাগাইয়া সংযুক্ত মনে একখানি কাগজ দেখিতে লাগিলেন। তুলসী তামাক প্রস্তুত করিয়া আনিল; ভুবনবাবু নকুলেশ্বরকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"বাবুকে দে।"

নকুলেশ্বর ধূমপান করিতেন; হুঁকা গ্রহণ করিয়া সুগন্ধি তাম্রকূটের সুগন্ধি ধূমপান করিতে লাগিলেন।

ভুবনবাবু কহিলেন,—"বড়ই সুখের বিষয়—বড়ই আনন্দের বিষয়। আমরা ভাবিলাম, আপনি হয়ত জীবিত নাই; সার-জন-লরেন্সের শোচনীয় পরিণামের কথা আমরা শুনিয়াছি। আপনি যে রক্ষা পাইয়াছেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার অনুপস্থিতিকালে সম্পত্তি আমিই তত্ত্বাবধারণ করিয়াছি; সম্পত্তির সুশৃঙ্খলা আমি সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছি, আপনি চর্চ্চা করিলে আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন।"

নকুলেশ্বরের সব স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল; তিনি একরূপ নিরাশ্রয়,—অর্থহীন হইয়াছিলেন;—সেই অবস্থায় সমুদ্রমগ্ন হওয়া, নামহীন দ্বীপে বাস প্রভৃতি অনেক কথা স্মরণ হইল,—অমনি সাবিত্রীর ম্লান মুখখানি,—কাতর দৃষ্টি হৃদয় মথিত করিতে লাগিল। নকুলেশ্বর নীরবে একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ভুবনবাবু কহিলেন,—"আপনাকে ভবানীপুরের বাটীতে এইক্ষণেই যাইতে হইতেছে; সহরের উপরে যে বাড়ী আছে সে বাড়ী রক্ষার্থেও আমি ভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়াছি; পরে ইচ্ছা করিলে সে বাড়ীতেও বাস করিতে পারেন। সে বাড়ী বহুদিন বন্ধ ছিল, শ্রীনিবাসবাবুর মৃত্যুর পর আমি সে বাড়ী খুলিয়া পরিষ্কৃত করাইয়াছি। শ্রীনিবাসবাবু বড় ব্যয়কুণ্ঠিত ছিলেন, অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন—এখন সে সব আপনারই।"

নকুলেশ্বর এ্যাটর্ণীর বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; কেবলমাত্র কহিলেন,—"আমি ভবানীপুরের বাড়ীতেই থাকিব।"

ভুবনবাবু একটু ক্ষুব্ধ হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, নকুলেশ্বর এত বড় সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া বিশেষ উত্তেজিত ও অসীম আনন্দিত হইবেন; কিন্তু তাঁহার উদাসীনতায় তিনি বড়ই হতাশ হইলেন।

ভুবন। উত্তম—উত্তম ; আপনি এখনও ভাল বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনি কত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত বুঝিবেন। আমি এখনই ভবানীপুরের বাড়ীর সরকারকে পত্র লিখিতেছি,—অবশ্য তাহাদের নবীন প্রভুর অভ্যর্থনার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইবে ত! সরকারটি বেশ লোক; আর একটি অনেক দিনের ঝি আছে—

নকুল। লক্ষ্মী—

ভুবন। লক্ষ্মী কি সরস্বতী জানি না—তবে সে অনেক দিনের ঝি,—আমি তাহাকে বিদায় দিই নাই ; বুড়ী বড় ভাল লোক এবং তোমাদের প্রতি তাহার অত্যন্ত মমতা। তোমার কাকার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যাঙ্কের টাকা এবং অন্যান্য তেজারতি কাজের হিসাব আমার কাছে আছে ; তাঁর উইলও আমার নিকট আছে।

নকুল। উইল! কাকা কি উইল করিয়াছিলেন?

ভুবন। হাঁ—নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন ; উইল তাঁহার ক্যাসবাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়।

নকুল। সে উইলের মর্ম্ম কি?

ভুবন। ইচ্ছা করিলে আপনি দেখিতে পারেন।

নকুল। না,—আপনি বলুন।

ভুবনবাবু আসন ত্যাগ করিয়া একটি লোহার সিন্দুকের নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে কহিলেন,—"সেই উইলের মর্ম্ম এইরূপ,—তিনি পূর্ব্বে সম্পত্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যে উইল করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী উইল, দ্বারা সে উইল বাতিল করিয়াছেন এবং সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আপনাকে করিয়া গিয়াছেন ; আপনার অবর্ত্তমানে সমুদায় সুরেশবাবুতে বর্ত্তাইবে। আমি আজই সুরেশবাবুকে পত্র লিখিব মনে করিতেছিলাম।"

ভুবনবাবু লোহার সিন্দুক খুলিয়া একখানি দলিল বাহির করিলেন এবং নকুলেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"দেখুন।"

নকুলেশ্বর ভদ্রতার খাতিরে উইলখানি খুলিলেন,—হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"কাকার উইল?"

ভুবন। হাঁ,—সন্দেহ আছে নাকি?

নকুলেশ্বর উইলখানি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন,—"না। সুরেশবাবু কে?"

ভুবন। আপনি চিনেন না?

নকুল। না—সুরেশচন্দ্র—

ভুবন। বসু; আপনাদের ঘরের দৌহিত্র সন্তান। আপনার অভাবে তিনি উত্তরাধিকারী হইবেন, কিন্তু উইল না থাকিলে সব গবর্ণমেণ্টে যাইত। আপনার কাকার মৃত্যুর সময় সুরেশবাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনিই সংকার করিয়াছিলেন; তারপর আমার সঙ্গেও দুই একবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

নকুল। তা' হইলে বেচারা ত বড়ই হতাশ হইবে।

ভুবন। হাঁ—তা একটু হবেন বই কি? কিন্তু—

নকুল। সুরেশবাবু কিরূপ আকৃতি প্রকৃতির লোক?

ভুবন। ছোকরা মন্দ নয়; বছর পঁচিশ বয়স হবে; বেশ সুন্দর মোলায়েম চেহারা—খুব শান্ত—নম্র, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন।

নকুল। অবস্থা কেমন?

ভুবন। খুব ভাল নয়,—তাঁর বাপ সামান্য কিছু আয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই একরূপ চলে; আর তিনি নিজেও বুঝি কোম্পানির কাগজের বাজারে একটু কাজ কর্ম্ম করেন।

নকুল। বিবাহিত?

ভুবন। বোধ হয়—না; সেটা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। ভাল কথা,—আপনার কি বিবাহ হইয়াছে?

নকুল। না।

ভুবনবাবুর হৃদয় হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল; নকুলেশ্বরের বিগত অবস্থায় সম্পন্ন ঘরের কন্যা বিবাহ করা সম্ভব ছিল না; সুতরাং ভুবনবাবু মনে করিলেন, ছোকরা হয় ত একটা দীনহীনের কন্যা বিবাহ করিয়া মর্য্যাদার লাঘব করিয়া ফেলিয়াছে। যখন শুনিলেন, নকুলেশ্বর অবিবাহিত, তখন তাঁহার হৃদয় আশ্বস্ত হইল; কহিলেন,—"তা—তা ঠিক ত,—বিবাহ করিবার এখনও ঢের সময় আছে; আমাদেরও এখন বিবাহ করিলে বেমানান হয় না—তা আপনার আর বয়স কি? অল্প-দিনের মধ্যেই একটা উপযুক্ত সম্বন্ধ—"

নকুলেশ্বর বিদায় লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; ভুবনবাবু বাধা দিয়া কহিলেন,—"এখনও সব কথা শেষ হয় নাই, অনেক কথা আছে; এত বড় একটা সম্পত্তি দুই এক কথায় কি মিটে; তা—অন্য কথা পরে হবে। এখন টাকার কথা,—আপনার বোধ হয় উপস্থিত কিছু টাকার দরকার হইতে পারে।"

নকুল। আমার এখনও পাঁচ টাকা আছে।

ভুবন। বেশ—বেশ—উত্তম; তা বৈকালে আমি ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক দিব, যত টাকা আপনার দরকার হয়; ও—হো—দাঁড়ান।

ভুবনবাবু পুনরায় লোহার সিন্দুক খুলিলেন এবং উইলখানি রক্ষা করিয়া একটি ক্যাসবাক্স বাহির করিলেন এবং সেই ক্যাসবাক্সের মধ্য হইতে একতাড়া নোট টানিয়া বাহির করিলেন; পরে পুনরায় ক্যাসবাক্সটি

যথাস্থানে স্থাপনা করিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইলেন। নোটগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া গণনা করতঃ কহিলেন,—"তিন শ' টাকা। এতেই বোধ হয় আপনার দু একদিন চলিবে। এই টাকাগুলি ভাগ্যে আজ সকালে পাইয়াছিলাম, নতুবা আপনার আবার চেক ভাঙ্গাইবার কষ্ট পাইতে হইত। এ টাকায় যদি সংকুলান না হয়—

নকুল। তিনশ টাকা আমার একমাসেও লাগিবে না।

ভুবন। এখন আপনাকে আপনার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতে পারিলে আমার ঘাড়ের একটা বোঝা নামিয়া যায়। দেখুন, আমি অনেক দিন হইতে আপনাদের কাজ করিয়া আসিতেছি, আর এখন বুড়া হইয়া আসিলাম—

নকুল। যতদিন আপনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমাদের কাজ আপনিই করিবেন।

ভুবন। একখানি ছোট খাট রকমের বাড়ী কিনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, ঘটিয়া উঠিল না। অত টাকা! এত বড় পরিবার প্রতিপালন করিয়া টাকা সঞ্চয় কিছুই হয় না,—অথচ দেখুন, আপনাদের মত লোকের এরূপ বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিতে বড় লজ্জিত হই।

নকুলেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"আপনার বাটী খরিদের জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা দান করিলাম,—অবশিষ্ট কিছু আপনি দিয়া একটি ভাল বাড়ী কিনিবেন।"

এই সময় তুলসী প্রবেশ করিয়া কহিল,—"সুরেশবাবু এসেছেন।"

ভুবন। অপেক্ষা করিতে——

নকুল। না—না—আসিতে বল।

সুরেশচন্দ্র প্রবেশ করিল; নকুলেশ্বর দেখিলেন—সুরেশ অতি সুন্দর, কিশোর; মুখখানি অতি কোমল, চক্ষু দুইটি ঘন-কেশ-সংযুক্ত-পল্লবিত

হওয়াতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরেশ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম—"

টেবিলের উপরে নোটের তাড়া দেখিয়া তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইল,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোরকদ্বয় অবনত হইয়া দৃষ্টি আচ্ছাদিত করিল। সুরেশ বলিল,—"ঘরে লোক আছে, তা' আমি জানিতাম না।"

ভুবন। বসুন—সুরেশবাবু, আপনি বড় অশুভক্ষণে—

হঠাৎ ভুবনবাবু থামিয়া গেলেন; কথাটা জিহ্বা হইতে স্খলিত হওয়াতে তিনি বড় লজ্জিত হইলেন,—উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কথাটা ঢাকিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে উপযুক্ত বাক্য মিলিল না।

ভুবনবাবু অসমাপ্ত বাক্য ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আপনাদের পরিচয় করিয়া দিই।" নকুলেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"ইহার নাম সুরেশচন্দ্র বসু", এবং সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"ইহার নাম নকুলেশ্বর রায়—মৃত শ্রীনিবাসবাবুর যাবদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।"

নকুলেশ্বর বিশেষ কুণ্ঠিত হইলেন—নিজেকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন; বুঝি, সমুদ্রগর্ভে স্থানই তাঁহার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছিল।

সুরেশের উজ্জ্বল মুখকান্তি ক্ষণেকের জন্য ম্লান হইল—কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে পুনরায় তাহা স্বভাব প্রাপ্ত হইল; নকুলেশ্বর তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সুরেশ অবনত দৃষ্টিতে কহিল,—"আপনিই তবে মামার সম্পত্তির অধিকারী?"

নকুল। অগত্যা; যখন ভাগ্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই পথে লইয়া আসিল, তখন কাজেই অধিকারী হইতে হইল।

ভুবন। সুরেশবাবু—

নকুলেশ্বর সুরেশের দিকে বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন;

সুরেশ স্বকীয় পুষ্পবৎ কোমল করে তাঁহার কঠিন কর গ্রহণ করিল; পরে নকুলেশ্বরের পদে প্রণত হইয়া বলিল,—"আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম—আপনার সম্পত্তি আপনি পাইলেন, ইহা অপেক্ষা সুখের কি আছে?"

নকুল। তুমি আমার ছোট ভাই—এ সংসারে আমার আপনার বলিয়া কেহ নাই, তোমাকে আমি সহোদরের মত দেখিব। তবে আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে, সমুদ্রের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলাম কেন। তুমি সম্পত্তির মালেক হইলে আমার অপেক্ষা মামাইত ভাল।

সুরেশ। ও কি কথা? ও কথা আর বলিবেন না। আমাকে ছোট ভাইএর মত স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাইমোহন।

সাবিত্রী বাসায় প্রত্যাগতা হইল; বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মথুরবাবুর উচ্চকণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। মথুরবাবু ভয়ানক উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিতেছিলেন,—মালতীও অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কথা কহিতেছিল।

সাবিত্রীর বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল—কম্পিত চরণে সে দ্বিতলে উঠিল এবং মালতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; মালতী গৃহমধ্যে ব্যাকুলভাবে বিচরণ করিতেছিল এবং মথুরবাবু কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিলেন।

মালতী কহিল,—"আমার মরণ! মাকড়ী দুটা যদি খুলিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিতাম!"

সাবিত্রী কহিল,—"কি হ'য়েছে দিদি?"

মালতী। চঞ্চলা! আর ভাই—এই দেখ আমার এমন সখের মাকড়ী দুটি—একটা পাওয়া যাইতেছে না; আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, যেমন অচেতন হইয়া ঘুমাই দেখিয়াছ ত? ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মুখ ধুইবার সময় দেখি, একটা মাকড়ী নাই। তা—ঘুমাইবার আগে কোন সময় পড়িয়া গিয়াছে—কি, কি হইয়াছে, কিরূপে বলিব। আমার এমন সাধের মাকড়ী!

মালতীর নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল।

মথুরবাবু কহিলেন,—"তুমি যেমন অসাবধান তেমনি বেশ হ'য়েছে। মাকড়ী জোড়াটায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়াছে।"

মালতী। তোমার ত কেবল টাকা—টাকা; আমারও ত টাকা আছে—না হয় তুমি পঞ্চাশ টাকা নিও। আমার এমন মাকড়ী জোড়াটি একশ টাকা দিলেও আর হবে না।

মথুর। নিশ্চয় চুরি গিয়াছে।

মথুরবাবু ভ্রুকুটীপূর্ণ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে চাহিলেন,—কহিলেন,—"যত রাস্তার লোক ডাকিয়া বাড়ীতে আনা—জানা নাই, শুনা নাই, লোকজন রাখিতে হইলে তার একটা বিবেচনা আছে; যেমন সব কাজ, তেমনি ফল হয়।"

সাবিত্রী বুঝিল,—কথাটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল; ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ক্ষোভে, অভিমানে তাহার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইল, তাহার বুক ফাটিয়া ক্রন্দন আসিতে লাগিল!

মানসিক উদ্বেগ কিঞ্চিৎ সংযত হইলে সাবিত্রী কহিল,—"বাবু! যদি আমাকে লক্ষ্য করিয়া আপনি একথা বলিয়া থাকেন—আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। দিদির জিনিষ—পত্র আমি নিজের জিনিসের মত মনে করি এবং প্রত্যেক জিনিষপত্র যাহাতে নষ্ট না হয়, সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করি। আমার পরিচয় আপনাদের অজ্ঞাত বটে—কিন্তু আমি সদ্বংশজাতা, দুর্ভাগ্যবশে আপনাদের আশ্রিতা; যদি আমাদ্বারা আপনাদের অস্বচ্ছন্দতা অনুভব হয়, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।"

মালতী সবিস্ময়ে একবার মথুরবাবুর দিকে একবার সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"এ সব কি কথা? চঞ্চলা,—ভগ্নি,—তোমাকে কেহ

কোন কথা বলে নাই ; তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, দিদি ? ওঁর কথা দাও,—গিয়াছে আমার পঁচিশ টাকার একটা মাকড়ী, তা হ'য়েছে কি ?" তৎপরে মথুরবাবুকে কহিল,—"তুমি কি দিন দিন বুদ্ধিহীন হইতেছ ? কাহাকে কি বলিতে হয় সে জ্ঞান নাই ? তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে চঞ্চলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাক, বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ। চঞ্চলা আমার ভগ্নী, যদি তুমি এরূপ কর, তবে আমরা দুজনে তোমার বাড়ী এখনই ত্যাগ করিয়া যাইব। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইলেও ভাল, তবু তোমার ভাত খাইব না। এস চঞ্চলা—দিদি, আমরা—এ ঘর থেকে যাই।"

মালতী সাবিত্রীর হাত ধরিয়া লইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে অন্য দিকে চলিয়া গেল। মথুরবাবু ক্ষণেক সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, একবার তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইল, আবার তখনই স্তিমিত হইল। তিনিও নিচে নামিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সাবিত্রী কার্য্যব্যপদেশে নিম্নতলে প্রাঙ্গনে আসিল ; রাইমোহন নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিতেছিল ; সাবিত্রী কলতলায় গাত্র ধৌত করিতেছিল, এমন সময় রাইমোহন তথায় উপস্থিত হইল। সাবিত্রী সত্বর শ্লথ বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইল। নবীনযৌবনোন্মেষে কমনীয়কান্তি সাবিত্রীর সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—মনোহর রূপ অনাবৃত করিয়া সে গাত্র ধৌত করিতেছিল ; অন্ধকারের আবরণে লুকাইয়া রাইমোহন সে রূপ দেখিল—দেখিয়া উন্মাদ হইয়া উঠিল,—তাহার পাশব হৃদয়ে পাশব প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। রাইমোহন সাবিত্রীর নিকট দাঁড়াইয়া কহিল,—"এত রূপ তোমার !"

সাবিত্রী দলিতা ফণিনীর ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল,—"রাইমোহন, সাবধান !"

সাবিত্রীর তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তির সম্মুখে রাইমোহন একটু কুচিত হইয়া পড়িল—ক্ষণেকের জন্য তাহার পাপহৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—"বাঃ—বাঃ—বেশ! বলি চাঁদ, এত ব্যস্ত কেন? সব মেয়েমানুষই প্রথমটা এই রকমই করে বটে, তার পর যখন সুখের পথে উঠে, তখন আর কিছুই থাকে না।"

রাইমোহন সাবিত্রীর দিকে অগ্রসর হইল; সিক্তবসনাবৃতা সাবিত্রী পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, পাপিষ্ঠ রাইমোহন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। তখন সে রাইমোহনের মুষ্টিবিচ্যুতা হইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে লাগিল, কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না; রাইমোহন ক্রমে তাহাকে নিজের দিকে টানিতে লাগিল। রাইমোহন ও সাবিত্রীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল। যেখানে এই ঘটনা হইতেছিল, তাহার পার্শ্বেই বৃহৎ দ্বার অর্দ্ধাবরুদ্ধ, সেই দ্বারের পরেই রাজপথ; রাইমোহনের বাহুবেষ্টিতা সাবিত্রী তখন নিতান্ত কাতরভাবে রাইমোহনের তোষামোদ করিতে লাগিল কিন্তু রাইমোহন তাহাতে কর্ণপাত করিতে সম্মত হইল না। এই সময়ে হঠাৎ দ্বার সবেগে মুক্ত হইল এবং এক খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তি বেগে প্রবেশ করিয়া সবলে রাইমোহনের গ্রীবাদেশ ধারণ করিল। রাইমোহন সভয়ে কহিল,—"কে—কে? ছাড়—ছাড়—উঃ—তোমার হাত যেন লোহার মত শক্ত।"

আগন্তুক কহিল,—"পাপিষ্ঠ! সাধ্বী স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার! এখনই ছেড়ে দে।"

রাইমোহন অগত্যা সাবিত্রীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; সাবিত্রী উদ্ধারকারীকে ধন্যবাদ দিবার জন্য তাহার দিকে চাহিল,—আগন্তুককে দেখিয়া ক্ষণেক তাহার বাঙনিষ্পত্তি হইল না; তৎপরে সবিস্ময়ে কহিলেন,—"দেবীপ্রসাদ!"

রাইমোহন হাসিয়া কহিল,—"তবু ভাল, আমি বলি কে ? তোমাদের দুজনে দেখি খুব পীরিত ! বলি, চঞ্চলা ! দেবীপ্রসাদটির তোমার উপর—"

দেবীপ্রসাদ কর্কশ স্বরে কহিলেন,—"সাবধান পাপিষ্ঠ, চঞ্চলা আমার কন্যা সদৃশা। চঞ্চলার চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান হইয়া কথা কহিও। আর দেখ রাইমোহন,—তোমার অতি গুঢ় বিষয় আমার জানা আছে ; শীঘ্রই তুমি সমুচিত ফল পাইবে।"

রাইমোহনের মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল ; সে ফেঁভাইয়া কহিল,— "আমার—আমার—"

দেবী। হাঁ তোমার ; যাক্, সে কথা এখন আলোচ্য নয়—স্থানান্তরে জানিতে পারিবে, এখনও সময় হয় নাই।

রাইমোহন নীরবে প্রস্থান করিল ; সাবিত্রীও প্রস্থানোদ্যতা হইল,— কিন্তু দেবীপ্রসাদ কহিলেন,—"দাঁড়াও—"

তৎপরে একটি ক্ষুদ্র থলি পকেট হইতে বাহির করিয়া কহিলেন,— "দেখ—দেখি, এটা চিনিতে পার না কি ?"

সাবিত্রী সবিস্ময়ে কহিল,—"ওটা আমারই সেই থলিটা,—সেদিন আপনার বাড়ীর সুমুখে যে ভিখারীটা কড়িয়া লইয়াছিল।"

দেবীপ্রসাদ থলিটি সাবিত্রীর হাতে দিয়া কহিলেন,—"দেখ এর মধ্যে তোমার যে টাকা ছিল, তা ঠিক আছে কি না ?"

সাবিত্রী গণনা করিয়া কহিল,—"হাঁ—ঠিক আছে ; আপনি এ পাই-লেন কিরূপে ?"

দেবী। আর এই তোমার টাকাটি—যেটি ফি স্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে।

সাবিত্রী। উহা যে জন্য দিয়াছিলাম, সে কাজ ত হইয়াছে ; সুতরাং ও টাকা আপনারই।

দেবী। আমার টাকার বিশেষ আবশ্যকতা নাই; তোমার অনেক কাজে লাগিবে।

সাবিত্রী অগত্যা টাকাটি লইল এবং কহিল,—"আপনি কে ?"

দেবী। আমি দেবীপ্রসাদ।

সাবিত্রী। বড়ই আশ্চর্য্য !

দেবীপ্রসাদ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন; সাবিত্রী দেবীপ্রসাদের কথা ও রাইমোহনের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল। দেবীপ্রসাদ কে ?

ইহার কয়েক দিন পরে মালতী দর্পণ সম্মুখে বসিয়া কেশ ও বেশ বিন্যাস করিতেছিল; সাবিত্রী কক্ষান্তরে কার্য্যনিরতা ছিল। মালতীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র অলঙ্কারের বাক্সটি উন্মুক্ত—নগ্ন দেহে মালতী দর্পণে স্বকীয় নিরূপম লাবণ্য দেখিতেছিল। একবার অলঙ্কারের বাক্সটি অঙ্কে লইয়া সমুদায় অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করিল,—তাহার পর আবার নামাইয়া রাখিল। এই সময় যেন কোন দ্রব্য আবশ্যক হওয়াতে মালতী ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিতে লাগিল—তৎপরে উঠিয়া গিয়া একটি ক্ষুদ্র আলমারী খুলিল—কিন্তু আবশ্যক পদার্থটি মিলিল না। তখন মালতী কক্ষ ত্যাগ করিল এবং যে কক্ষে সাবিত্রী কার্য্যনিরতা ছিল তথায় উপস্থিত হইল,—দেখিল, সাবিত্রী একান্তমনে গৃহের দ্রব্যাদি সাজাইতেছে। মালতী একটু হাসিয়া কহিল,—"চঞ্চলা ! তুই কি একদণ্ড স্থির থাকিতে পারিস্ না ?"

সাবিত্রী। বিনা কাজে থাকিতে পারি না—আমার যেন কেমন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়।

মালতী। তোর মনের মধ্যে একটা কোন চাপা কথা আছে,—আমি তা বেশ বুঝিতে পারি—

সাবিত্রী। আমার ? আপনি কিরূপে বুঝিলেন ?

মালতী। দিদি ! নারীর হৃদয় নারী বুঝিতে পারে না ? আমার কাছে বলিবে না, চঞ্চলা ?

সাবিত্রী। কিছু না, দিদি।

সাবিত্রীর একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মালতী। আমি তা' শুনি না,—নিশ্চয়ই কিছু—আমি শপথ করিতে পারি ; দেখ্ চঞ্চলা, তোকে দেখে পর্য্যন্ত আমার মনে একটা কেমন স্নেহের উদয় হইয়াছে,—যেন বহু দিনের—হয়ত পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উদয় হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় তুই আমার কেউ ছিলি। ঐ দেখ্, তোর সঙ্গে কথা কহিতে হইলে আমি যেন সব ভুলিয়া যাই,—আমার চুল খোলা রহিয়াছে।

সাবিত্রী। চলুন আমি বাঁধিয়া দিইগে।

মালতী। তুমি আসিবার পূর্ব্বে আমার চুল প্রায়ই বাঁধা হইত না।

সাবিত্রী মালতীর কেশগুচ্ছ মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিয়া কহিল,—"কি সুন্দর চুল !"

মালতী হাসিয়া কহিল,—"তবু তুমি আমার প্রথম বয়সের চুল দেখ নাই। শিরঃপীড়ায় সব চুলই উঠিয়া গিয়াছিল ; গত দুই বৎসর পর্য্যন্ত কত তেল মাখিতেছি—কত ঔষধ খাইতেছি।

সাবিত্রী। এখন—একটু কি উপকার হইয়াছে ?

মালতী। হাঁ, একটু যে না হইয়াছে তা' নয়। চুল কিছু হইয়াছে,—আর অত দিনের শিঃরপীড়া কি একেবারে নির্দ্দোষ হ'য়ে সারা সহজ কথা ? তখন রোজ মাথা ধরিত, এখন মাসে একদিন কি দু' দিন ধরে,—তখন সেই ঔষধ খাইয়া অচেতন হইয়া থাকিতে হয়।

সাবিত্রী বড়ই দুঃখিতা হইল,—কহিল,—"তবে ত আপনাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে!—"

মালতী। এখনও হইতেছে;—কি করিব,—দুর্ভাগ্য! চল এখন ও ঘরে যাই।

মালতী ও সাবিত্রী—মালতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; মালতী দর্পণের সম্মুখে বসিয়া কহিল,—"ঐ দেখ, গহনার বাক্সটা ফেলিয়া রেখে গিয়াছি—ও কথা স্মরণও নাই।"

অলঙ্কারের বাক্সটি গ্রহণ করিয়া মালতী পুনরায় অলঙ্কারগুলি দেখিতে লাগিল,—হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"আমার বালা!"

সাবিত্রী। বালা!

মালতী। হাঁ—বালা ত নাই! এইমাত্র আমি সব গহনা সাজাইয়া রাখিয়াছি—এর মধ্যে বালা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই কেহ চুরি করিয়াছে। সর্ব্বনাশ! আমার ক্রমে ক্রমে যে সব গহনাই যাইতে আরম্ভ হইল! বালা জোড়াটির দাম দুই শ' টাকার কম নয়! রাইমোহন কোথায়? সে বেটার উপর আমার সন্দেহ হয়,—রাইমোহন! রাইমোহন!

মালতীর উচ্চ কর্কশ আহ্বানে রাইমোহন দ্রুত তথায় উপস্থিত হইল মালতী ভয়ানক ক্রুদ্ধভাবে কহিল,—"ব্যাটা বদমায়েস—নিমকহারাম আমার বালা কি করিয়াছিস্?"

রাই। বালা! আমি?

মালতী। বদমায়েসী করিলে পুলিসে দিব; যদি সহজে দিস্ ত ভাল, নহিলে—

নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন,—কহিলেন,—"আবার কি?"

মালতী। এই রাইমোহন ব্যাটা আমার বালা জোড়া চুরি করিয়াছে। সে দিন মাকড়ীও নিশ্চয়ই এই বেটা চুরি করিয়াছে।

মথুরবাবু কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন,—"রাইমোহন! একি কথা! এখনই গহনা ফিরাইয়া দে, নহিলে ভাল হইবে না।"

রাই। আমি—আমি—

মথুর। বদমায়েস—সয়তান! এখানে চুরি করিবার জন্য চাকরী লইয়াছ? দাঁড়াও—আমি পুলিসে খবর দিতেছি। আর তুমি এই দণ্ডে আমার বাড়ী হইতে দূর হও; থানায় আমি এজাহার দিব, কিন্তু যদি গহনা ফিরাইয়া দিয়া যাও, আমি এজাহার উঠাইয়া লইব।

রাইমোহন চলিয়া গেল। মালতী কহিল,—"রাইমোহনের উপর বরাবরই আমার ভাল ধারণা ছিল না; গহনা আর পাওয়া গিয়াছে! যাক্, তবু অন্নের উপর দিয়া গিয়াছে,—ব্যাটা থাকিলে হয়ত কি সর্ব্বনাশই করিত!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

-০:৹:০-

সুরেশের বাটী।

কিছুক্ষণ ভুবনবাবুর সঙ্গে কথোপকথন করিয়া নকুলেশ্বর কহিলেন,—"আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে—"

ভুবন। এঁ্যা—তা—তা—বাড়ীর—তা—

নকুল। আপনার ব্যস্ত হইবার কারণ নাই; আমার একটু বেড়াইবারও ইচ্ছা হইতেছে—সুতরাং বাহিরে গিয়া যা' হয় কিছু খাইব।

ভুবনবাবুর হৃদয়ের ভার লাঘব হইয়া গেল; নকুলেশ্বর সুরেশকে কহিলেন,—"চল ভাই—এখন আমরা যাই।"

উভয়ে বাহির হইয়া পথে উপস্থিত হইলেন; সুরেশ বলিল,—"কোথায় খাবেন?"

নকুল। চল একটা খাবারের দোকানে ব'সে কিছু খাওয়া যাক।

সুরেশ। সে কি! আপনার গৌরবের হানি হবে।

নকুল। আমার অভ্যাস আছে, এক সময় এমন অবস্থা গিয়াছে যে, হোটেলের ভাত খাইয়া কাটাইতে হইয়াছে।

সুরেশ। তার আবশ্যকতা নাই,—চলুন আমার বাড়ী।

সুরেশ উৎসুকভাবে নকুলের মুখের দিকে চাহিল; নকুল কহিলেন,—"তার আর কথা আছে; এখনই চল, একখানা গাড়ী করা যাক। কত দূর?"

সুরেশ। একটু দূর আছে।

উভয়ে তখন একটা ঠিকা গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন; গাড়ী ক্রমে সহরের প্রান্তভাগে উপনীত হইল। সুরেশ অগ্রে নকুল পশ্চাতে অবতরণ করিলেন এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীখানি পুরাতন হইলেও সংস্কৃত হওয়াতে নূতনের ন্যায় দেখাইতেছিল।

উভয়ে ক্রমে বাটীর মধ্যে বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত হইলেন। বৈঠকখানা ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষের দ্বার ঈষৎ মুক্ত ছিল, সেই দ্বারপথ দিয়া একরূপ তীব্র গন্ধ আসিতেছিল; সুরেশ তাড়াতাড়ি দ্বারটি সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিয়া দিল,—তৎপরে কহিল,—"স্নান করিবেন?"

নকুল। নিশ্চয়ই।

এক পরিচারিকা তৈল লইয়া আসিল এবং তৈল রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিল। দুইজনে তৈল মাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন।

ভাগীরথীর উদ্বেলিত জলরাশি দেখিয়া নকুলেশ্বর অন্যমনস্ক হইলেন। সেই তরঙ্গভঙ্গসমাকুল-ভাগীরথিসলিল তাঁহাকে কত কথা মনে করাইয়া দিল; যেন সেই অনন্ত-বীচিমালা-সমাকুল—নীল ফেনিল মহাসমুদ্রের দৃশ্য তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হইতে লাগিল,—যেন তাহার মধ্যে সেই গিরি নির্ঝর-সমালঙ্কৃত,—পাদপ-সমাকুল—বিহগবিতান-মুখরিত স্বর্ণ দ্বীপের দৃশ্য তাঁহার হৃদয়পটে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল, আর তার সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র, সুন্দর, ম্লানমুখ যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া নকুলেশ্বর মুগ্ধনেত্রে ভাগীরথীর তরঙ্গলীলা দেখিতেছিলেন।

সুরেশ কহিলেন,—"আসুন—বেলা হইয়াছে।"

নকুলেশ্বর এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"হাঁ—চল।"

স্নানান্তে উভয়ে বাড়ী আসিলেন এবং সিক্ত বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া আহার করিলেন। পরিচারিকা অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিল। পরিচারিকার ভাবভঙ্গি দর্শনে নকুল কহিলেন,—"মেয়েটি কি মূক বধির?"

সুরেশ। হাঁ,—কিন্তু বড় ভাল লোক; আর অনেক দিন থেকে আছে।

নকুল। ঐ তোমার সব করে?

সুরেশ। হাঁ,—বেশী চাকর চাকরাণী রাখিবার সঙ্গতি নাই।

আহারাদি সমাপনান্তে উভয়ে আবার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। নকুলেশ্বর কহিলেন,—"এই ঘরটার মধ্য হইতে একটা বিকট গন্ধ আসিতেছিল,—এ ঘরে কি?"

সুরেশ। ওটা রসায়ন পরীক্ষার ঘর।

নকুল। চল—দেখিব।

সুরেশ রসায়নাগারের দ্বার মুক্ত করিল; উভয়ে প্রবেশ করিলেন। নকুল দেখিলেন, ঘরটি ক্ষুদ্র কিন্তু পরিষ্কার—একটু অন্ধকার; দুইটি বাতায়ন দৃঢ়রূপে আবদ্ধ; তাহার ক্ষুদ্র পরকলা ভেদ করিয়া যে ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করিতেছিল—তাহাতেই কক্ষাভ্যন্তর্নিবিষ্ট দ্রব্যাদি স্পষ্টরূপ দেখা যাইতেছিল; কয়েকটী সুগঠিত র‍্যাক ও সেল্‌ফ্‌; কোনটিতে শিশি বোতল এবং বিচিত্র আকারের বহুবিধ কাচপাত্র—সকলগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের তরল পদার্থ বা চূর্ণে পূর্ণ। একটি সেল্‌ফের উপর কতকগুলি পুস্তক; একপার্শ্বে একটি উনানের উপর একখানি কটাহে কি ফুটিতেছিল। নকুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওতে কি? ঐটা থেকেই এই গন্ধ বাহির হইয়াছে।"

সুরেশ। সামান্য একটা রাসায়নিক পরীক্ষা।

নকুলেশ্বর যে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন,—সুরেশও বাহির হইয়া আসিল এবং দ্বার অবরুদ্ধ করিল।

উভয়ে তখন বৈঠকখানার বিস্তৃত শয্যার উপর উপবেশন করিলেন; সুরেশ নকুলেশ্বরকে একটি সিগারেট দিয়া কহিল,—"আমি তামাক খাই না—সিগারেট খাই। তামাক খাওয়াটা বড় হাঙ্গাম।"

নকুল। তা' ত বটে—কিন্তু সিগারেটটা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

উভয়ে সিগারেটের ধূমপান করিতে লাগিলেন; নকুল কহিলেন,—"রসায়ন পরীক্ষায় লাভ কি?"

সুরেশ। লাভ বিশেষ কিছুই নয়; তবে আমার উহাতে বড় আনন্দ হয়। যখন বি,এ পড়ি—

নকুল। তুমি গ্রাজুয়েট?

সুরেশ। হাঁ। রসায়নে আগ্রহ আমার প্রকৃতিগত; আমার পিতা একজন প্রধান রসায়নিক ছিলেন এবং সে জন্য আপনার কাকা শ্রীনিবাস বাবুর সঙ্গে তাঁহার মতান্তর, ক্রমে মনান্তর ঘটে। সেই মনান্তর ক্রমে রীতিমত শত্রুতায় পরিণত হয়, অবশেষে তাঁহাদের মুখ দেখাদেখি ছিল না।

নকুল। শুনেছি বটে—তোমার পিতাকে কখন দেখি নাই। তুমি ভবানীপুরের বাড়ীতে কখন গিয়াছ?

সুরেশ। ছেলেবেলায় একবার গিয়াছিলাম, মনে পড়ে না।

নকুল। ভুবনবাবুর মুখে শুনিলাম, কাকার মৃত্যুকালে তুমি ছিলে?

সুরেশ। হাঁ—হাঁ—ঠিক বটে; মৃত্যুকালে নয়—মৃত্যুর পর; বড় বিলম্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম, তা' আমি তখন বাড়ীর মধ্যে যাই নাই।

সুরেশের নয়নাবরণ কম্পিত হইতেছিল, ওষ্ঠে ঈষৎ কুঞ্চ রেখা দেখা দিল।

নকুল। খুব প্রকাণ্ড বাড়ী; তোমাকে দেখিয়া বাস্তবিক আমি বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম যে, তোমাকে হতাশ হইতে হইল; আমার সমুদ্র-গর্ভে মরাই উচিত ছিল।

সুরেশ। সে কি কথা? আপনি শ্রীনিবাসবাবুর প্রত্যক্ষ উত্তরাধি-কারী, আপনার সম্পত্তি আপনি ভোগ করেন ইহাই ন্যায্য। শুনেছি অনেক আয়, আপনার কাকা টাকাও অনেক রাখিয়া গিয়াছেন।

সুরেশের দৃষ্টি অবনত, কিন্তু তাহার নয়নপল্লব কম্পিত হইতেছিল, তাহার মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া উঠিল।

নকুল। ভুবনবাবুর কাছে আমিও তা শুনেছি,—অত টাকা আমি কি করিব?

সুরেশ। আপনার বোধ হয় বিবাহ হইয়াছে। না হইয়া থাকে ত শীঘ্র হইবে।

নকুল। আমার বিবাহ হয় নাই এবং কখন হইবে না।

সুরেশ। সে কি? আপনি—

নকুল। সে কথা এখন থাক; তোমার আর্থিক অবস্থা কেমন?

সুরেশ। মধ্যম; পিতা কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, তারই সুদ থেকে একরকম চলে।

নকুল। হুঁ—আমি একটা প্রস্তাব করিতে চাহিতেছিলাম—যদি—

সুরেশ। আমি বুঝেছি, আপনার কেবলই মনে হইতেছে আমার বড় আশায় হতাশ হইতে হইয়াছে এবং সেই জন্য আপনি আমার জন্য একটা মাসিক বন্দোবস্ত করিতে চান।

নকুল। হাঁ—ঠিক; আরও, কিছু বেশী; আমি বিবাহ করিব না নিশ্চিত,—সুতরাং আমার উত্তরাধিকারী তুমি—এইরূপভাবে তোমাকে রাখিতে চাই।

সুরেশ। আপনার হৃদয় অতি মহৎ, কিন্তু আমি উহার সুযোগ লইব না; আমার যা আছে অবিবাহিত জীবনে উহাই যথেষ্ট।

নকুল। বিবাহ করিবে।

সুরেশ। নাই করিলাম।

নকুল। তা'—; কিন্তু ভবানীপুরের বাড়ীতে বাস করিতে আপত্তি আছে? আমি একা বড় অসুখে থাকিব।

সুরেশ। আপনার অনুরোধে কয়েকদিন বাস করিতে পারি।

নকুল। উত্তম; তবে আগামী কল্য যাত্রা করিতে হইবে, কেমন?

সুরেশ। সম্মত আছি। আপনি এখন কোথায় যাবেন?

নকুল। রামগতিবাবুর বাড়ী।

নকুলেশ্বর বিদায় গ্রহণ করিলেন; সুরেশের স্নিগ্ধনয়নদ্বয় হইতে একরূপ বিকট জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল,—তাহার কোমল মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া উঠিল।

পরিচারিকা প্রবেশ করিল,—সে ক্ষণিক সুরেশের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, পরে একখানি বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

সুরেশ তখন একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল,—"আমার এবং এক বিশাল সম্পদের মধ্যে এই লোকটী ব্যবধান! আমার বড় আশা নষ্ট হইয়াছে! সমুদ্রও আমার বাদ সাধিল! এই লোকটীর মৃত্যু হইলে একটা বিশাল ঐশ্বর্য্য আমার করায়ত্ত হয়; দৈবঘটনা কে বলিতে পারে? কিন্তু না—এ ব্যক্তি শত বৎসর হয় ত বাঁচিবে। কিন্তু তবে—"

সুরেশ নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতে লাগিল।

নকুলেশ্বর অন্যমনস্কভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন ; সুরেশের বিষয় তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত। সুরেশকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু সুরেশের প্রকৃতি অবগত হইতে পারিলেন না। সুরেশের ব্যবহার যেন কেমন অসরল—কেমন চাপা বোধ হইতে লাগিল। তাহার গাঢ় নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি যেন অদ্ভুত—সে দৃষ্টির অর্থ দুর্ব্বোধ্য। আবার তাহার রসায়নে আগ্রহ—তাহাও নকুলেশ্বর যেন রহস্যময় বলিয়া মনে করিলেন। অবশেষে তিনি আপন মনে কহিলেন,—ছোকরা মন্দ নয়, আবার একটু রক্তের সম্বন্ধ আছে কি না, কাজেই তাহার উপর বড়ই স্নেহ পড়িয়া গিয়াছে। আহা, আমি ফিরিয়া না আসিলে এই সকল ঐশ্বর্য্য তারই হইত। যাক্—আমার পরে সেই সব পাবে ; আমি ত আর বিবাহ করিব না।”

হঠাৎ অতীতের ঘটনাগুলি পরপর তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এবং স্মরণ হইতে লাগিল,—হতভাগিনী সাবিত্রী। আজ নকুলেশ্বর ঐশ্বর্য্য-সম্মানে ভূষিত—কিন্তু হতভাগিনীর সেই মহাসমুদ্রের অতলজলে শোচনীয় নিয়তি হইল ; ঐশ্বর্য্য সম্পদ নকুলেশ্বরের তুচ্ছবোধ হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতেছিল, সেই ভয়ঙ্কর নীলজলরাশির নিম্নে বুঝি তাঁহার জীবনের পূর্ণ শান্তি ! আজ যদি সাবিত্রী জীবিতা থাকিত !

চিন্তিতভাবে নকুলেশ্বর যে কোন্ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাও ঠিক ছিল না ; হঠাৎ একখানি ঘোড়ার গাড়ী সম্মুখে পড়াতে তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ হইল ; চাহিয়া দেখিলেন, তিনি বহুদিনের পরিচিত একটি বৃহৎ গলিপথে উপস্থিত এবং যে অট্টালিকায় এক সময়ে তিনি জীবনের যাবদীয় সুখ অনুভব করিতেন—সেই অট্টালিকা তাঁহার বাম পার্শ্বে। যে ঘোড়ার

গাড়ী তাঁহার পশ্চাতে আসিল, সে ঐ অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল; নকুলেশ্বর অন্যমনস্কভাবে তথায় দাঁড়াইয়া সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন;—গাড়ী হইতে এক রূপসী যুবতী বাহির হইল; যুবতীর রূপের ঔজ্জ্বল্য তৎ-পরিহিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ভেদ করিয়া বাহির হইতেছিল। যুবতী ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া অনভিপ্রেতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—হঠাৎ নকুলেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে যুবতী চমকিয়া উঠিল; নকুলেশ্বরও যুবতীকে একবার দেখিলেন—তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের এক কাল ছায়াপাত হইল এবং তিনি গন্তব্যপথে যাইবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

যুবতী দ্বার সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া কোচম্যানকে কহিল,—"বাবুকে ডাক্।" কোচম্যান একটু ইতস্ততঃ করিল এবং ভাবিল, ডাকা উচিত কি না। তৎপরে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া ভাবিল, বড় লোকের মেয়েরা অমন একটু আধটু সখ করিয়া থাকেন।

কোচম্যান বাবুকে ডাকিয়া আনিল; যুবতী দ্বারপার্শ্ব হইতে সুকোমল—সুগঠিত চম্পকাঙ্গুলিবিশিষ্ট কর সঞ্চালন দ্বারা নকুলেশ্বরকে আহ্বান করিল। নকুলেশ্বর যুবতীর সম্মানার্থে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে দ্বারপার্শ্বে উপনীত হইলেন; নকুলের মুখভাব দর্শনে যুবতীর বক্ষঃস্থল প্রহত হইতে লাগিল, যুবতী ভাবিল,—"বুঝি সব আশা গিয়াছে।"

নকুলেশ্বর সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"আমাকে ডেকেছেন কেন?"

"ডেকেছেন কেন?"—হায়! তখন যদি বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলেও বুঝি যুবতী অধিকতর ব্যথিত হইতেন না! এতদিন পরে এই কি সম্বোধন! যুবতী কহিল,—"ক্ষমা কি নাই!"

নকুলেশ্বর ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিলেন,—"তোমার সঙ্গে কথা কহা এখন সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ; তুমি এখন বড় কুঠিয়ালের স্ত্রী।"

যুবতীর বক্ষঃস্থলে যেন কেহ শেলাঘাত করিল; কম্পিত স্বরে, বিচলিত ভাবে যুবতী কহিল,—"তুমি তা' শুন নাই? আমার বিবাহ হয় নাই; বিবাহের দুদিন পূর্ব্বে উমেশবাবুর মৃত্যু হয়।"

নকুল। বড়ই দুঃখের বিষয়—

যুবতী। তুমি কবে আসিলে? কোথায় গিয়াছিলে? ভাল ছিলে ত?

নকুল। আমি দিন কয়েক হইল কলিকাতায় এসেছি; কিন্তু, আমি এখন যাই।

যুবতী। ক্ষমা কর—নকুল—আমার অপরাধ ক্ষমা কর; তুমি বুঝিলে না—যে, আমি স্বেচ্ছায়—কি বলিব—তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে আমার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ঘটনা এমনই দাঁড়াইল। সব আমি তোমাকে বলিয়া প্রাণের বোঝা নামাইতে চাই—কিন্তু এস্থান উপযুক্ত নয়,—বাড়ীর মধ্যে আসিবে?

নকুল। এখন না—আর একদিন আসিব। তোমার পিতাকে একটা সংবাদ শুনাইও, আমার কাকা শ্রীনিবাসবাবুর মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী এখন আমি।

যুবতী কম্পিত হৃদয়ে—কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"বড় সুখের সংবাদ। এখন কি কলিকাতার বাড়ীতে আছ!"

নকুল। না, সম্প্রতি আমি রামগতিবাবুর বাড়ীতে আছি।

যুবতী। ও—রামগতিবাবুর স্ত্রী তারা আমার সখী; কিন্তু সম্প্রতি তারা আর আমার নামও করে না। আমার প্রাণের ব্যথা তোমরা কেহই বুঝিলে না—আমি যে তোমার সঙ্গে সেরূপ দুর্ব্যবহার কেন করিয়াছি, তা' কেহই জানে না। আমি বাধ্য হইয়া—কিন্তু তুমি কবে আসিবে? তখন আমি সব বলিব।

নকুলেশ্বর যুবতীর গভীর মনোবেদনাপ্রকাশক কাতর কণ্ঠস্বরে একটু বিচলিত হইলেন, অতীতের অনেক সুখস্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল; যে সুমধুর কণ্ঠস্বরে একদিন তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সেইরূপ প্রেমপূর্ণ—সেইরূপ ঝঙ্কারময়,—কিন্তু নকুলেশ্বরের হৃদয়তন্ত্রী সে ঝঙ্কারে আর বাজিল না। নকুলেশ্বর কহিলেন,—"একদিন আসিব।"

যুবতী। কাল আসিবে?

নকুল। কাল আমি ভবনীপুর যাইব। ফিরিয়া আসিয়া আসিব।

নকুলেশ্বর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন; যুবতী দ্বার অবলম্বন করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল—পরে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল—কক্ষমধ্যে আলোক প্রজ্জলিত হইয়াছিল। যুবতী অবসন্নভাবে কক্ষমধ্যস্থ এক আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ডাকিলেন,—"লাবণ্য!"

লাবণ্য মুখ ফিরাইয়া প্রৌঢ়কে দেখিল, কহিল,—"বাবা? আপনি যে আজ সকাল সকাল ফিরিয়াছেন।"

ত্রৈলোক্যবাবু একখানি চেয়ার গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"হাঁ—আজ একটু সকালেই ফিরিলাম। একটা বড় সংবাদ আছে—নকুলেশ্বর ফিরিয়া আসিয়াছে—কলিকাতায় আছে।"

সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র টেবিলের উপর একটি বোতলে রক্তবর্ণ তরল পদার্থ রক্ষিত ছিল,—ত্রৈলোক্যবাবু একগ্লাস তরল পদার্থ ঢালিয়া লইলেন এবং এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন! তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখান উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন,—"কেমন মা? খবরটা

একটা বড় খবর না? আরও খবর—নকুলেশ্বর এখন অগাধ সম্পদের অধিকারী।"

লাবণ্য স্থিরভাবে কহিল, "আমি জানি; আপনি বাদ না সাধিলে আমি নকুলেশ্বরের পত্নী হইতে পারিতাম।"

ত্রৈলোক্য। আমি বাদ সাধিয়াছি! তোমার নিজের দোষ।

লাবণ্য। আমার দোষ? একথা আপনি বলিতে পারেন না; আপনিই ত অন্তরায় হইলেন! স্মরণ করিয়া দেখুন।

ত্রৈলোক্য। বাছা! আমাকে অন্যায় দোষ দিও না। আমার জন্যই কি এ সব হইয়াছে! তখন নকুলেশ্বর দরিদ্র ছিল।

লাবণ্য। আপনার জন্যই ত আমি নকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরকে বিবাহ করিতে সম্মত হই।

ত্রৈলোক্যবাবু আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া কহিলেন,—"বিশ্বেশ্বরের মরাটা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে,—অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করিয়া মরা উচিত ছিল; বিবাহটা শেষ করিয়া মরিলে ত আর কোন গোল ছিল না—তখন দশবার মরিলেই বা কে আপত্তি করিত।" ত্রৈলোক্যবাবু শূন্য গ্লাসটি হস্তে লইয়া ক্ষণেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন; তৎপরে চক্ষু টিপিয়া কহিলেন,—"লাবণ্য! মা আমার,—সে ত যা' হবার তা' হইয়াছে, এখন নকুলেশ্বর জমিদার—বুঝিলে কি না—তুমি—তোমাকে ত আর—"

লাবণ্য সবিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"লজ্জার কথা! আপনি আমাকে কি মনে করেন—"

ত্রৈলোক্য। বাছা! সময়, সুযোগ ও ঘটনা অনুযায়ী সব কাজ করিতে হয়।

লাবণ্য ক্ষণেক নীরবে রহিল ; পরে কহিল,—"আপনি জানেন, আমি নকুলেশ্বরকে ভাল বাসিতাম।"

ত্রৈলোক্যবাবুর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল, কহিলেন,—"ভালবাসিতে? বেশ—বেশ, উত্তম কথা ; আশা করি, তোমার কাজ তুমি বুঝিবে।"

লাবণ্য অবনত দৃষ্টিতে চিন্তা করিতে লাগিল ; তাহার গণ্ডস্থল ক্ষণেক বিবর্ণ—ক্ষণেক রঞ্জিত হইতে লাগিল। অবশেষে কহিল,—"আপনি এবার নকুলকে দেখেন নাই ; তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে যেন পাষাণ—যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। সে ত ক্রোধী নয়, ক্রোধের উপায় আছে,—ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হৃদয় কোমল করা যায়, কিন্তু পাষাণ হৃদয়—"

ত্রৈলোক্য। মা! তোমার অসামান্য রূপে নকুলেশ্বর অবশ্যই মুগ্ধ হবে। তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আবার সাক্ষাৎ।

সাবিত্রী আবার সুরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; সুরমা সস্নেহে, সমাদরে সাবিত্রীকে লইয়া ড্রয়িং রুমে বসিল। সুরমার পিতা হেমন্তবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী এবং উচ্চশিক্ষিত; ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মানুসারে সপ্তদশবর্ষীয়া সুরমার বিবাহ হয় নাই। প্রফুল্লবাবু হেমন্তবাবুর একজন বন্ধুর পুত্র! প্রফুল্লর অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে এবং ছেলেটি বেশ শান্ত নম্র এবং শিক্ষিত; বাল্যকাল হইতে প্রফুল্ল ও সুরমা একত্রে অনেক সময় বসবাস করাতে তাহাদের মধ্যে একটা স্নেহের সঞ্চার হয়; বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নেহ গভীর হয়, কিন্তু বিভিন্নদিকগামী হইল। সুরমা প্রফুল্লকে প্রণয়ের চক্ষে দেখিতে লাগিল—সেই ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের প্রথম প্রেমোন্মেষে সে প্রফুল্লর মূর্ত্তি দ্বারা তাহার সমুদয় হৃদয়টুকু পূর্ণ করিয়া ফেলিল—প্রফুল্ল তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। প্রফুল্লর কিন্তু ঠিক সেরূপটি হইল না,—প্রেম অপেক্ষা স্নেহ তাহার হৃদয়ে প্রবল হইল—তিনি সুরমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; ফলে দাঁড়াইল এই—সুরমা মনে করিল, প্রফুল্ল তাহার ভাবী স্বামী; কিন্তু প্রফুল্ল মনে করিলেন, সুরমা তাঁহার স্নেহের ভগ্নী। পরস্পর কেহ কাহারও হৃদয়ের ভাব অবগত হইতে পারিলেন না—উভয়েই প্রতারিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তবাবুও

ভাবিলেন, প্রফুল্ল তাঁহার কন্যার অনুরাগী,—তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।

সাবিত্রী সুরমার সহিত গল্প করিতেছে,—মথুরবাবুর বাটীর ঘটনা বলিতেছিল এবং মথুরবাবুর বাটীতে অধিক দিন অবস্থান করা যে তাহার আর সম্ভব হইবে না, তাহাও বলিল।

সুরমা কহিল,—"তবে কেন আমাদের বাড়ী এসে থাক না?"

সাবিত্রী। বোধ হয় তাই দাঁড়াবে; আরও কয়েক দিন দেখি; মালতী দিদি আমাকে বড় ভালবাসেন, সেই জন্য আসিতে ইচ্ছা করে না; আমি সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিব বলিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলেন।

ভৃত্য সংবাদ আনিল,—"প্রফুল্লবাবু উপস্থিত।"

সুরমা সাবিত্রীর দিকে চাহিল—সাবিত্রী একটু হাসিয়া কহিল,—"আমার আপত্তি নাই।"

সুরমা ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—"নিয়ে আয়।"

ক্ষণকাল মধ্যে সহাস্যমুখে প্রফুল্লবাবু প্রবেশ করিলেন; সাবিত্রীকে দেখিয়া তিনি একটু সঙ্কুচিত হইলেন,—সাবিত্রীও বড় লজ্জায় পড়িল। সে জানিত, প্রফুল্লবাবুর প্রতি সুরমা অনুরক্তা—প্রণয়ীদ্বয়ের সমাগমস্থানে তাঁহাদের কথোপকথনে অন্তরায় স্বরূপ বসিয়া থাকিতে তাহার বড় লজ্জা হইতেছিল। সাবিত্রীর লজ্জারক্তিম ঈষৎম্লান মুখমণ্ডল প্রফুল্লর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল,—প্রফুল্লর হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সাবিত্রী সুরমার গা টিপিয়া নিম্নস্বরে কহিল,—"আমি যাই।"

সুরমা কহিল,—"না—বোস না ভাই,—তাড়াতাড়ি কি?"

প্রফুল্লবাবু কহিলেন,—"যাবেন কেন?"

তৎপরে সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সুরমা! ইনি বোধ হয়

তোমার একজন বন্ধু! আরও একদিন দেখিয়াছিলাম—তুমি ত আমার কাছে এঁর কথা কিছু বল নাই?”

সুরমা একটু হাসিয়া কহিল,—“সকলের কথাই কি তোমার কাছে বলিতে হবে নাকি?”

প্রফুল্ল। বলিলে দোষ কি? আমি ত আর তোমার বন্ধুটি কাড়িয়া লইব না।

সুরমা। অন্য সময় চঞ্চলার পরিচয় দিব; এখন এইমাত্র জানিয়া রাখ, চঞ্চলা আমার বন্ধু—সখী।

প্রফুল্ল। বড় সুখের বিষয়; তা আমাদের বাড়ী একদিন ওঁকে সঙ্গে করিয়া নিয়ে যাও না কেন? হতভাগিনী নীহারী কত আনন্দিত হইত; জান ত নীহারীর শোচনীয় অবস্থা—ভগবান তার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখিয়াছেন; তাকে সুখী দেখিলে আমার প্রাণে বড় সুখ হয়। সঙ্গিহীনা অবস্থায় তাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হয়।

সুরমা। এইবার যেদিন যাব সে দিন লইয়া যাব।

সাবিত্রী নীরবে বসিয়া ছিল,—সম্পূর্ণ নীরব থাকা অনুচিত বিবেচনায় সে জিজ্ঞাসা করিল,—“নীহারী কে?”

সেই ঝঙ্কারময়—সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর প্রফুল্লর শ্রুতিতে অমিয় ধারা বর্ষণ করিল; প্রফুল্ল কহিলেন,—“নীহারীকা আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী; ভগবান তাহাকে চিররুগ্না করিয়াছেন—তার চলিবার শক্তি নাই এবং সর্ব্বদা তাকে ঘরের মধ্যে থাকিতে হয়। আমাদের বন্ধু বান্ধব বড় অল্প, কাজেই নীহারীকে সঙ্গিহীনা হইয়া অধিক সময় অতি কষ্টে কাটাইতে হয়; সুরমা দুই একদিন যান—তখন নীহারীর যে কি আনন্দ হয়! আপনি একদিন সুরমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবেন?”

সাবিত্রী। আপনার ভগ্নীর সঙ্গে পরিচয় হইলে আমি বড়ই সুখী হ'ব। এখন আমি যাই।

বিদায় গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী প্রস্থান করিল; প্রফুল্ল ও সুরমা অনেক ক্ষণ অনেক কথাবার্ত্তা হইল—তাহার মধ্যে সাবিত্রীর কথা হইল। সুরমা সাবিত্রীর ইতিহাস যতদূর জানিত, সব বলিল এবং তাহার বর্ত্তমান বাস-স্থানের বিষয়ও বলিল। মথুরবাবুর বাটীতে সে যে অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় আছে তাহাও প্রকাশ করিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"এইরূপ একটি মেয়ে পাইলে আমি যত্ন করিয়া বাড়ীতে রাখিতাম; হতভাগিনী নীহারিকা কতকটা শান্তি পাইত।"

সুরমা। চঞ্চলাকে রাখ না কেন? তাহারও সুবিধা হবে, নীহারীরও সুবিধা হবে; আমিও বড় সুখী হ'ব।

প্রফুল্লর নয়নদ্বয় একবার প্রজ্জলিত হইল কিন্তু তখনই স্তিমিত হইয়া গেল। সুরমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের রেখাপাত হয় নাই, তাহার বিশ্বাস ছিল, তৎপ্রতি প্রফুল্লর যে প্রেম তাহা গভীর—অকপট, তাহার ধ্বংস নাই। তাই সরলা নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজে প্রশস্ত করিল।

সাবিত্রী আবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মথুরবাবু রাইমোহনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দিয়াছেন এবং কহিয়াছেন,—"রাইমোহনের উপর চুরির সন্দেহ হয় বটে, তবে তিনি নিশ্চিত বলিতে পারেন না।" পুলিশ এজাহার লিখিয়া লইয়াছেন—কিন্তু মথুরবাবু কোন তদন্তের প্রার্থনা করেন নাই, সুতরাং তাহারা তদন্ত করিল না।

রাইমোহনের প্রস্থানের পর সাবিত্রী কতকটা শান্তি অনুভব করিতে লাগিল; মালতীর স্নেহে সে নিজের হীন অবস্থা বিস্মরণ হইয়া গেল এবং মালতীকে নিজ সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় দেখিতে আরম্ভ করিল।

বিধির নির্ব্বন্ধ।

একদিন সাবিত্রী প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আবাসে প্রত্যাগত হইতেছিল—দেখিল, এক বৃদ্ধ তাহার অনুসরণ করিতেছেন; বৃদ্ধের শুভ্র শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত, মস্তকে শুভ্র লম্বিত কেশ—দেহ গৌরবর্ণ এবং মুখে দুই একটি বসন্তের দাগ। বৃদ্ধের পরিধানে একখানি বস্ত্র এবং গাত্রে নামাবলী। বৃদ্ধ একটি হরিনামের ঝুলি হস্তে লইয়া জপ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে পূর্ণদৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে চাহিতেছিলেন।

সাবিত্রী অগ্রে, বৃদ্ধ পশ্চাতে চলিতেছিলেন; বৃদ্ধ ক্রমে সাবিত্রীর নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তোমার বাড়ী কোথায়?"

সাবিত্রী উত্তর না করিয়া আপন মনে চলিতে লাগিল;—বৃদ্ধ ছাড়িবার পাত্র নহেন—তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কই, বলিলে না?"

সাবিত্রী অগত্যা বলিতে বাধ্য হইল; মথুরবাবুর বাটীকেই সে নিজ বাটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল।

বৃদ্ধ আবার কহিলেন,—"তুমি কি ডাক্তারবাবুর মেয়ে?"

সাবিত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট কিরূপে মিথ্যা কথা বলিবে তাই ভাবিতেছিল; বৃদ্ধ নাছোড়বন্দা,—কহিলেন,—"কই, বলিলে না?

সাবিত্রী একটু গলা ঝাড়িয়া কহিল,—"হ—হাঁ—"

বৃদ্ধ। তা বেশ বেশ মা; ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর নাম কি?

সাবিত্রী দেখিল, বড়ই বিপদ,—কহিল,—"আপনি কেন এ সকল জিজ্ঞাসা করেন! আপনাকে আমি চিনি না—কেন আপনার কথার জবাব দিব?"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন,—"আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমার উপর বড় স্নেহ হইতেছে; তা' এ বুড়ার কাছে দু একটা কথা বলিলে কি দোষ আছে?"

সাবিত্রী। না—আমি অপরিচিত লোকের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে পারি না।

বৃদ্ধ। আমি কি তোমার একেবারেই অপরিচিত? দেখ দেখি—কিছুই কি মনে পড়ে না?

এই সময়ে উভয়ে শিবকৃষ্ণ দাঁর লেনে দেবীপ্রসাদের বাটীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

সাবিত্রী কহিল,—"না—আমি আপনাকে চিনি না; আপনি যদি আমাকে বিরক্ত করেন ত' আমি চেঁচাইয়া লোক জড় করিব।"

বৃদ্ধ লাফাইয়া দেবীপ্রসাদের বাটীর সোপানে উঠিলেন এবং দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"চিনিতে পারিতেছ?"

সাবিত্রী বিস্ফারিত নয়নে স্তম্ভিতভাবে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল; যেন কোন অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত—ক্ষণেক তাহার বাঙ্-নিস্পত্তি হইল না—অবশেষে কহিল,—"দেবীপ্রসাদ!"

দেবীপ্রসাদ হাসিয়া কহিলেন,—"এস—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

সাবিত্রী। আমার সঙ্গে?

দেবী। হাঁ—এস—কোন চিন্তা নাই; তুমি আমার মেয়ে।

সাবিত্রী প্রবেশ করিল,—যে কক্ষে সে আর একদিন বসিয়াছিল পুনরায় সেই কক্ষে উপস্থিত হইল; দেবীপ্রসাদ তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া কহিলেন,—"আর একদিন তুমি এই ঘরে এসেছিলে—না?"

সাবিত্রী। হাঁ—সেদিন আমার বড় ভয় হইয়াছিল।

দেবী। আজ ত আর ভয় করিতেছে না?

সাবিত্রী। না, আমার পরম বন্ধু আপনি।

দেবী। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—সত্য উত্তর দিও।

সাবিত্রী। বলুন—আপনার কাছে মিথ্যা বলিব না।

দেবী। তোমাদের বাড়ী চুরি হইয়াছিল, মনে আছে?

সাবিত্রী। হাঁ—দিদির মাকড়ী আর বালা চুরি গিয়াছে।

দেবী। চুরির সন্দেহ তোমার কাহার উপর হয়?

সাবিত্রী। ডাক্তারবাবু এবং দিদি ত রাইমোহনকে সন্দেহ করেন।

দেবী। তোমারও কি তাই বিশ্বাস?

সাবিত্রী। তা ছাড়া আর কে নিতে পারে?

দেবী। হুঁ; আচ্ছা, মালতীকে আগে কোথাও দেখিয়াছ বলিয়া মনে পড়ে?

সাবিত্রী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল,—পরে কহিল,—"হুঁ—উহুঁ; আমার এক একবার একটা সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু ঠিক সে রকমটি নয়।"

দেবী। চেহারার পরিবর্ত্তন হওয়াও ত সম্ভব; মথুরবাবুর স্বভাব কেমন?

সাবিত্রী। অদ্ভুত! এমন লোক আমি কোথাও দেখি নাই; সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন—সর্ব্বদাই চঞ্চল। আর লোকটি এমন চাপা যে মনের কথা কেউ টের পায় না!

দেবী! স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব কেমন?

সাবিত্রী। সময় সময় আমার মনে হয় দুজনে বুঝি সদ্ভাব নাই, কিন্তু সেটা ভুল।

দেবী। আর আমার কিছু জিজ্ঞাসা নাই; আমার সঙ্গে যে তোমার

দেখা হইয়াছে, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

সাবিত্রী বিদায় লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আবাসে উপস্থিত হইলে মালতী কহিল,—"বাপরে, আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম; এত দেরী কেন?"

সাবিত্রী একটা মিথ্যা কথা বলিয়া মালতীকে বুঝাইয়া দিল।

সেই দিন বৈকালে মথুরবাবু বিশেষ উত্তেজিতভাবে মালতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন,—"ব্যাটা কি পাজী! ব্যাটা সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল। এই দেখ, গহণাগুলি ফিরাইয়া দিয়াছে।"

মালতীর হস্তে অপহৃত অলঙ্কারগুলি প্রদান করিয়া কহিলেন,— "এখন আমাকে এজাহার উঠাইয়া লইতে হইতেছে।"

মথুরবাবু প্রস্থান করিলেন; অলঙ্কারগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া মালতীর আনন্দের সীমা রহিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

নীহারিকা।

প্রফুল্লবাবু গুরুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন; এক নাতি বৃহৎ কক্ষে একখানি সোফায় এক রুগ্না সুন্দরী অৰ্দ্ধশায়িতা ছিলেন, সুন্দরী যুবতী কিন্তু রোগক্লিষ্টা; তাঁহার সেই রুগ্ন শুষ্ক সৌন্দর্য্যেও কক্ষটি উদ্ভাসিত হইতেছিল।

প্রফুল্ল ডাকিলেন,—"নীহার! আজ কেমন আছ, বোন্‌টি!"

নীহা। বোধ হয় একটু ভাল আছি।

প্রফুল্ল। বোধ হয়! ডাক্তার এসেছিল?

নীহা। এসেছিলেন। আর আমি ঔষধ খাইতে পারি না—তুমি আর ডাক্তার আনিও না।

প্রফুল্ল। কেন বোন্, অসুখ সেরে যাবে।

প্রফুল্ল নীহারীকার নিকটে বসিলেন এবং সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—"বোন্‌টি আমার, তোকে যে কত ভালবাসি তা' তুই কি জানবি? বাবা মা আমাদের দুটিকে রেখে স্বর্গে গিয়াছেন, তোকে দেখিলে আমার সৰ্ব্বদাই তাঁহাদের বিপুল স্নেহের কথা মনে পড়ে। এ জগতে তুই আর আমি অভেদ আত্মা।"

নীহারীকার চক্ষে জল আসিতে লাগিল, হতভাগিনীর এক ভ্রাতৃস্নেহ ব্যতীত এ জগতে আর কোন সুখ ছিল না। ভ্রাতাকে সে দেবতা বলিয়া মনে করিত এবং ভ্রাতার সুখের জন্য সে তাহার রুগ্নজীবন নিরাপত্তে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল।

প্রফুল্ল আবার কহিলেন,—"ডাক্তার বলিয়াছে, অসুখ শীঘ্র সেরে যাবে।"

নীহা। ডাক্তার মিথ্যা কথা বলিয়াছে—অসুখ সারিবে না।

প্রফুল্ল। একটা সংবাদ আছে, নীহার। সংবাদটা এই—তোকে আর একা থাকিতে হবে না।

নীহারীকা আনন্দে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; একাকিনী অবস্থান করিয়া তাহার হৃদয় যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। সানন্দে কহিল,—"কেন দাদা! তুমি আমার কাছে থাকিবে?"

প্রফুল্ল। আমি যে থাকিতে পারি না; আমার ত ইচ্ছা থাকি। আমি তোমার মনের মত এক সঙ্গিনী পাইয়াছি।

নীহারীকার অন্ধঃকোটরগত স্তিমিতজ্যোতিঃবিশিষ্ট নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ভ্রাতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"সে কি?"

প্রফুল্ল। সুরমার এক সখী আছেন; তিনি মথুরবাবুর বাড়ীতে থাকেন—মথুরবাবু পত্নীর পরিচর্য্যা করিতে তাঁহাকে নিযুক্তা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেরূপ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা; তাঁর আকার ও ব্যবহার দেখিলে সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা বলিয়া মনে হয়।

নীহা। নাম কি?

প্রফুল্ল। চঞ্চলা।

নীহা। বয়স কত? দেখিতে কেমন?

প্রফুল্ল। বয়স পনর ষোল বৎসর,—পরমা সুন্দরী।

চঞ্চলার কথা বলিতে বলিতে প্রফুল্লর মুখমণ্ডলের যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতেছিল, তাহা নীহারীকা লক্ষ্য করিল। সে একটু ম্লান মুখে কহিল,—"আমি একাই ভাল থাকি।"

প্রফুল্ল। আজ আবার নূতন কথা শুনিতেছি; তুই কতদিন একা থাকার কষ্টের কথা আমাকে বলিয়াছিস।

নীহা। তা' বলিয়াছি; কিন্তু সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

প্রফুল্ল। করিয়াছি—সুরমা অসম্মতা নহে।

নীহা। অসম্মতা নহে? না হউক, আর বেশীদিন ত আমায় একা থাকিতে হবে না। সুরমা শীঘ্র আমার বউদিদি হবে; এমন স্নেহময়ী বউ ঘরে আসিলে আমার অন্য লোকের আবশ্যকতা কি?

প্রফুল্ল একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"বেশ, ঐ এক কথা কতদিন বলিবে? আমি ত তোমাকে বলিয়াছি—সুরমাকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না, তাকে আমি তোমার মত স্নেহ করি।"

নীহা। সুরমা তা' হইলে বাঁচিবে না; তোমাদের পুরুষ জাতির প্রাণ যে কত কঠিন—

প্রফুল্ল। সুরমা আমাকে বড় ভাইএর মত ভালবাসে।

নীহা। সেটা তোমার ভুল; তুমি হয়ত সুরমার প্রাণের কথা না জানিতে পার, কারণ তুমি পুরুষ,—কিন্তু আমি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের মনের কথা বুঝিতে আমি যেরূপ পারিব—

প্রফুল্ল। তা' হইলে সুরমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, আমি কি করিব? যাক্ সে কথা, আমি চঞ্চলাকে আনিয়া একদিন তোমাকে দেখাইতে চাই; তাহাকে দেখিলেই তুমি ভালবাসিবে।

নীহা। ভালবাসিব? তবে বুঝি তুমি তাকে ভালবাসিয়াছ?

প্রফুল্ল। হাঁ—তোর কাছে কোন দিন কিছু গোপন রাখিতে চাহিনা।

নীহারীকা গম্ভীর ভাবে কহিল,—"ভাল কর নাই; হয় ত এ হতভাগিনীকেও তোমার স্নেহটুকু হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমার জীবনে ঐটুকু ছাড়া আর কি সুখ আছে, দাদা? সে সুখ আমার কেহ কাড়িয়া লয়, তা' আমি সহ্য করিতে পারি না।"

প্রফুল্ল নীহারীকার সহিত আর কোন বাদানুবাদ করিলেন না; তাঁহার সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে তিনি মথুরবাবুর বাড়ীতে চঞ্চলাকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইলেন এবং চঞ্চলার নামে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে, নীহারীকা তাহাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

পত্র পাইয়া চঞ্চলা চিন্তিতা হইল—আহ্বান রক্ষা করা উচিত কি না অনেকক্ষণ চিন্তা করিল; অবশেষে পত্র লইয়া মালতীকে দেখাইল। মালতী একটু হাসিয়া কহিলেন,—"তা' যাও—কিন্তু শীঘ্র ফিরে এস।"

সাবিত্রী অগত্যা শকটারোহণ করিল এবং প্রফুল্লর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। প্রফুল্লর আনন্দের সীমা রহিল না; সাবিত্রীকে লইয়া তিনি নীহারীকার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—"নীহার! এই সেই চঞ্চলা।"

সাবিত্রী সঙ্কুচিতভাবে নীহারীকার নিকট অগ্রসর হইল; নীহারীকা একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে ভাবিল, "দাদার বড় অপরাধ নাই; এমন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হওয়াই আশ্চর্য্য।"

সাবিত্রী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; দেখিল,—গৃহসজ্জা সাধারণ কিন্তু বড় সুরুচিসঙ্গত; ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার দৃষ্টি প্রফুল্লর দিকে

পড়িল, দেখিল—প্রফুল্ল বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন,—সে দৃষ্টি যেন সাবিত্রীকে গ্রাস করিতে উদ্যত।

লজ্জায় সাবিত্রী মরমে মরিয়া গেল এবং অনন্যোপায় হইয়া নীহারী-কার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"তোমার নাম নীহারীকা ?"

নীহা। হাঁ ভাই ; দাদা ! কিছু খাবার আনিতে দাও না কেন ?

প্রফুল্ল বাহ্যজ্ঞানবিরহিতপ্রায় হইয়া সাবিত্রীর রূপ দেখিতেছিলেন, হঠাৎ নীহারীকার কথায় তাঁহার চৈতন্য হইল—তিনি সত্বর বাহির হইয়া গেলেন।

নীহারীকা তখন কহিল,—"দেখ ভাই—আমার কি অদৃষ্ট ; গুরুতর হাঁপ কাশের ব্যারামে আমার জীবন একেবারে অশান্তিময় করিয়াছে ; জগত আমার পক্ষে দগ্ধ মরুভূমি।"

সাবিত্রী। চিকিৎসা করাও না কেন ?

নীহা। চিকিৎসা করাইতে কিছু ক্রটী হয় নাই। কিছুতেই কিছু হয় নাই ; দেখ আমার শরীর হাড়সার হইয়াছে—বেশী নড়িবার চড়ি-বার সাধ্য নাই। তোমাকে দেখিয়া তবু মনটা অনেক শান্ত হইল ; আমাকে-সকল সময়েই একা থাকিতে হয়। সুরমার সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল কিরূপে ?

সাবিত্রী। আমি সুরমাদের সঙ্গে এক জাহাজে এসেছিলাম তাই।

নীহা। শুনেছি নাকি, শ্রীক্ষেত্রের পথে তোমাদের জাহাজ ডুবি হইয়াছিল।

সাবিত্রী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"হাঁ ভাই। সুরমা আমায় রক্ষা না করিলে সমুদ্রেই থাকিতে হইত। সুরমা বেশ মেয়ে, যেমন রূপ তেমনি গুণ।"

নীহা। সুরমার বাপও বড় ভাল লোক; আমার বাবার সঙ্গে সুরমার বাবার বড় বন্ধুত্ব ছিল। বাবা আমাদিগের দুজনকেই নাবালক রাখিয়া দেহত্যাগ করেন,—সেই অবস্থায় হেমন্তবাবু না থাকিলে আমরা রক্ষা পাইতাম না।

সাবিত্রী কহিল,—"আমি কয়দিন প্রফুল্লবাবু ও সুরমাকে এক জায়গায় দেখিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি, সুরমা প্রফুল্লবাবুর একান্ত অনুরাগিণী।"

নীহা। ভালবাসিতে পারে, বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে খেলা করায় স্নেহ প্রগাঢ় হইতে পারে, তাই বলিয়া—কেন—এই আমিও দাদাকে ভালবাসি;—

সাবিত্রী। এ সে ভালবাসা নয়, ভাই;—এ আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি—সুরমার মুখে চোখে প্রেমের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে।

নীহা। আমিও অনেক দিন সেইরূপ দেখিয়াছি, চঞ্চলা; কিন্তু দাদা কি তাকে সে ভালবাসার প্রতিদান দিয়াছেন মনে কর?

সাবিত্রী। ঠিক বলিতে পারি না—বোন; আমি প্রফুল্লবাবুর দিকে কোন দিন ভাল করিয়া তাকাই নাই; সুরমার বাড়ীতে তাঁকে দুইদিন অল্পক্ষণের জন্য দেখেছি মাত্র; তবে আমার বিশ্বাস, সুরমার মত অমন সুন্দরীকে না ভাল বাসিয়া কেহ থাকিতে পারে না।

নীহা। দাদার প্রকৃতি অতি অদ্ভুত; কিছু বুঝিতে পারি না। একটা বৌ ঘরে আসিলে আমার যেন প্রাণটার অনেক শান্তি হইত। আবার তাও বলি, চঞ্চলা, আমার আবার একটু হিংসাও হয়; দাদার বিবাহের কথা মনে করিলে আনন্দ হয়—আবার সময়ে মনে হয়, বৌ আসিলে বুঝি দাদার স্বর্গীয় স্নেহটুকু হইতে আমি বঞ্চিত হইব—বুঝি আমার আর জোর

থাকিবে না—আধিপত্য চলিবে না—দাদা বুঝি আর তেমন করিয়া "নীহারি,—বোনটি আমার,"—বলিয়া আমার মাথায় হাত দিবেন না।

সাবিত্রী উচ্চ হাস্য করিল, কহিল,—"সুরমাকে ত তুমি জান—সুরমার হৃদয় কি অত নীচ?"

নীহা। না, তা জানি, কিন্তু তবু যেন প্রাণটা কেমন করে; দেখ—আমার এ জীবনে আর কি সুখ আছে? জগতের সব সুখ আমার দাদার ঐ স্নেহটুকু।"

এই সময়ে প্রফুল্লবাবু এক ঠোঙ্গা খাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং সাবিত্রীর পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র মেজের উপর একখানি থালায় রাখিলেন।

নীহারীকার যে পাশে সবিত্রী উপবিষ্টা ছিল, প্রফুল্লবাবু তাহার বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করিলেন; তৎপরে নীহারীকাকে কহিলেন,—"নীহার—চঞ্চল তোমার সঙ্গিনীর উপযুক্তা কি না?"

নীহা। চঞ্চলা বেশ মেয়ে।

উৎসাহ পাইয়া প্রফুল্লবাবু কহিলেন,—"তুমি কেন চঞ্চলাকে তোমার কাছে রাখ না? কেমন চঞ্চলা,—তুমি কেন আমাদের বাড়ী এসে থাক না? নীহার আমার একা বড় কষ্ট পায়—তুমি থাকিলে সে অনেকটা শান্তি পাবে।"

সাবিত্রী অত্যন্ত লজ্জায় পড়িল—কহিল,—"আমি—তা' আমি—"

নীহা। থাকিবে, ভাই? সেখানেও ত তোমার আত্মীয় কেহ নাই! এখানে আমাদের ঘরের লোকের মত থাকিবে—আমার ভাইএর এক ভগ্নী আছে, তুমি আর এক ভগ্নী হবে।

সাবিত্রী। আমি সেটা বিবেচনা না করিয়া বলিতে পারি না; আর একদিন বলিব।

নীহা। এর আর বিবেচনা কি?

সঙ্গিনী পাইবার আশায় নীহারীকার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল—সাবিত্রীর সহিত কথোপকথনে সে বুঝিয়াছিল—সাবিত্রী অতি সরলা; সুতরাং প্রফুল্লবাবু যদি তাহার অনুরাগী হন এবং সাবিত্রী তাঁহাকে বিবাহ করে, তাহাতে নীহারীকার আপত্তির কারণ কি? সুরমা বধূ হইলেও যা, সাবিত্রী হইলেও তা—তবে একটু তফাতের মধ্যে এই—সাবিত্রী দরিদ্রের কন্যা, সুরমা ধনীর কন্যা; কিন্তু তাহাতে সাবিত্রীর মহত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে; সে সংসারী, সংসার কার্য্যে সুদক্ষা এবং নীহারীকার অনুগতা হইবে, কিন্তু সুরমা বিবাহের পর হয়ত নীহারীকার অধীনতা স্বীকার করিবে না। হয়ত, কথায় কথায় বাপের বাড়ী যাবে। সাবিত্রীকে সমাদর করিতে নীহারীকার ইচ্ছা হইল—সাবিত্রীর ম্লান মুখখানি দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

নীহারীকা কহিল,—"তার আর বিবেচনা কি? আর না হয় সেখানে নাই গেলে! দাদা সেখানে বলিয়া আসিবেন।"

সাবিত্রী। না—ছিঃ।

প্রফুল্ল। আচ্ছা, তা' চঞ্চলার যদি একান্ত অমত হয়, বেশ—সে দুই একদিন চিন্তা করিয়া দেখুক; কিন্তু এর মধ্যে রোজ আমাদের বাড়ী আসিতে হবে।

সাবিত্রী। তা—আমি নীহারীকাকে দেখিতে রোজ আসিব।

নীহা। সকালে গাড়ী পাঠাইও—দুপুরে এখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া রাত্রে সেখানে যাবে। কিন্তু চঞ্চলা—তিন চার দিন মধ্যে তোমাকে একেবারে এখানে আসিতে হবে।

সেদিন মধ্যাহ্নে সাবিত্রী তথায় আহারাদি করিল; বেলা চারি

ঘটিকার সময় প্রফুল্লবাবুর গাড়ী সাবিত্রীকে মথুরবাবুর বাটীতে পৌছিয়া দিল। সন্ধ্যার পর আর একখানি গাড়ী মথুরবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল; মথুরবাবু বাহির হইয়া আসিলে কোচম্যান তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল; পত্রখানি চঞ্চলার নামে।

মথুরবাবু পত্রখানি গ্রহণ করিয়া কয়েকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, পরে কি চিন্তা করিতে করিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সাবিত্রী পত্র পাইয়া খুলিয়া দেখিল, সুরমার পত্র। সুরমা লিখিয়াছে, আজ তাহাদের সখের থিয়েটারে অভিনয় হইবে,—সুরমা, প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি সেই অভিনয়ে সংলিপ্ত এবং চঞ্চলা সেই অভিনয় দেখিতে গেলে সুরমা বড় সুখী হইবে। হেমন্তবাবুর একান্ত ইচ্ছা যে, চঞ্চলা সে অভিনয়ে উপস্থিত থাকে।

মালতীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সাবিত্রী কোন কাজই করিত না; সুতরাং সাবিত্রী পত্রখানি মালতীকে দেখাইল—মালতী বিশেষ আনন্দের সহিত তাহাকে যাইতে অনুমতি দিল। আহারাদি শেষ করিয়া সাবিত্রী গাড়ীতে উঠিল। সাবিত্রী প্রস্থান করিলে মথুরবাবু মালতীকে কহিলেন,—"আমার আজ একটা ডাক আছে, বড় কঠিন রোগী, জীবনের আশা নাই বলিলেই হয়; বোধ হয়,—সেখানে সমস্ত রাত্রি থাকিতে হবে।"

মালতী তখন আহার করিতেছিল—সাবিত্রী সর্ব্বাগ্রেই আহার করিয়া গিয়াছিল। মথুরবাবু মালতীর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মালতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তথা হইতে নিক্রান্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিমন্ত্রণ।

নকুলেশ্বর সুরেশকে লইয়া ভবানীপুরের বাটীতে আসিয়াছেন; বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তিনি সাবিত্রীসংক্রান্ত ঘটনা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কতকটা সফলও হইলেন। নকুলেশ্বর ভাবিলেন,—বিবাহ ত করিব না, কিন্তু করিব কি? সর্ব্বদা বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকাও যেন বড় নীরস বলিয়া মনে হয়—যে সকল পুরাতন কর্ম্মচারী আছে তাহারা বিশ্বাসী, কর্ম্মদক্ষ; সুতরাং বিষয় কর্ম্ম নিজে দেখিবার তত আবশ্যকতা নাই। জীবনের গতি ত একদিকে ফিরাইতে হইবে; কিছু করার আবশ্যক।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই একটা-কিছু ঠিক করিয়া উঠাই কঠিন হইল; পুরাতন সরকারটি তাঁহার বড় প্রিয়, সে সর্ব্বদাই প্রভুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে নকুল ও সুরেশ দ্বিতলে আলিন্দে বসিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন; আলোচনার প্রধান বিষয়,—ভবানীপুরের বাড়ী। আমরা সেই কথোপকথনের মধ্যস্থল হইতে কতকাংশ পাঠককে শুনাইব।

সুরেশ কহিল,—"হাঁ—তা বটে; বাড়ীটা একেবারেই সেকেলে ধরণের; যেন একটা দুর্গের মত। নিচের তলার ঘরগুলা সব গুদাম ঘরের মত অন্ধকার; দরজাগুলা এমন মোটা!"

নকুল। সেকেলে বাড়ী আমি বড় পছন্দ করি—সেকালের রুচির উদাহরণ তবু একটা পাওয়া যায়। প্রাচীর কত উচ্চ—আর কি মজবুত দেখেছ? যেন তোপের গোলায় ভাঙ্গেনা। শুনেছি, নবাবের সময় রাজা সীতারাম রায়ের অধীনে আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ সেনাপতির কাজ করিতেন এবং সেই জন্যই বসত বাড়ী এরূপ নিরাপদ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সুরেশ। সেকালের লোক খুব শক্তিবান ছিলেন।

নকুল। তখন ত আর এত রকম অসুখ ছিল না; আমার পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে কেহ যে যোদ্ধা ছিলেন—তার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়; নিচের তলার দক্ষিণদিকের এক ঘরে—তলোয়ার, ঢাল, বর্ষা প্রভৃতি বিচিত্র আকারের অস্ত্র শস্ত্র আজও আছে; কাকা ঐ গুলি বড় যত্নে রাখিতেন।

সুরেশ। সে ঘরটা একবার দেখিব।

নকুল। বাড়ীটার সব ঘরগুলা খুলিয়া দেখিতে হবে; আর এক কথা, তোমাকে এই বাড়ীতেই থাকিতে হবে—সুতরাং,—তোমার সেই ঝিটার নাম কি? সেই যে মূক বধির!

সুরেশ। দেবী।

নকুলেশ্বর উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন,—"বেশ নাম ত? তা' যাই হোক, তাকে এখানে আসিতে লেখ। তোমার রসায়ন পরীক্ষা বন্ধ করিবে না চালাইবে?

সুরেশ। উহাই আমার একমাত্র আমোদ।

নকুল। তবে যে ঘরটা তোমাকে দেখাইয়াছি—সেইটায় তোমার কারখানা করিবে; কেমন—সেটা হবে ত?

সুরেশ। তা হবে; তবে একটু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক; দুইটা রাজ-মিস্ত্রী আর একটা ছুতার মিস্ত্রী হইলেই বোধ হয় দু তিন দিনের মধ্যে আমার কাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারিব।

নকুল। তবে আজই মিস্ত্রীর জোগাড় করা যাক্ না কেন?

সুরেশ। ভাল কথা; ঘরটা শেষ হইলে আবার কলিকাতায় গিয়া রসায়ন পরীক্ষার সরঞ্জমগুলি আনিতে হবে; সেই সময় দেবীকে লইয়া আসিব।

তাহাই স্থির হইল; নকুলেশ্বর সরকারকে স্থপতি ও সূত্রধর আনিতে আদেশ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় চন্দ্রকিশোরবাবুর বাটী হইতে নিমন্ত্রণ আসিল; চন্দ্র-কিশোরবাবু ভবানীপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। যৌবনে তিনি গবর্ণ-মেণ্টের অধীনে খুব একটা বড় চাকরী করিতেন, এখন বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তি-ভোগী হইয়া বসিয়া আছেন। চন্দ্রকিশোরবাবুর বয়স প্রায় ষষ্টিতম বৎসর হইয়াছিল; সংসারে নিজে ও স্ত্রী ভিন্ন দুইটি ভৃত্য ছিল—একটি দাস ও একটি দাসী; সন্তানের মধ্যে একটি কন্যা; তাহার উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ হওয়াতে পিত্রালয়ে আসা বড় ঘটে না। নকুলেশ্বরের পিতার সহিত চন্দ্র-কিশোরবাবুর বড় প্রণয় ছিল। নিজে চন্দ্রকিশোরবাবু অতি ভালমানুষ লোক, কাহারও কুটীলতার মধ্যে প্রবেশ করা তাঁহার অসাধ্য; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মহালক্ষ্মী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী; স্বামীর তীক্ষ্ণদর্শিতার অভাব মহালক্ষ্মী পূর্ণ করিয়াছিলেন, সুতরাং চন্দ্রকিশোরবাবুকে স্ত্রীর নিতান্ত বাধ্য হইয়া পড়িতে হইয়াছিল।

সরকার নিমন্ত্রণ-পত্র আনিয়া নকুলেশ্বরের হস্তে প্রদান করিল; নকুলেশ্বর পত্র পাঠ করিয়া সহাস্যে কহিলেন,—"সুরেশ,—চল নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে; চন্দ্রকিশোরবাবুকে আমি জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকি, বুড়া বুড়ি বড় ভাল লোক; না সরকার?"

সরকার। আজ্ঞা হাঁ; আমার একটা বড় অন্যায় হইয়াছে, চন্দ্রকিশোর বাবু আপনার নিরুদ্দেশে বড় ভাবিত হইয়াছিলেন—সর্ব্বদাই আপনার নাম করিতেন এবং সর্ব্বদাই আমাকে ডাকিয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। আপনার প্রত্যাগমনমাত্র সংবাদটা তাঁকে দেওয়া আমার উচিত ছিল।

সেই দিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় সুরেশকে লইয়া নকুলেশ্বর চন্দ্রকিশোরবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। চন্দ্রকিশোরবাবু আনন্দগদগদকণ্ঠে নকুলেশ্বরকে সমাদর করিলেন এবং সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন; বৃদ্ধের নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রু গড়াইয়া নকুলেশ্বরের মস্তকে পতিত হইল,—বৃদ্ধের স্নেহে নকুলেশ্বরেরও হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে চন্দ্রকিশোরবাবু কহিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া যে এ বৃদ্ধের হৃদয়ে কি আনন্দ হইল! উঃ—এত দিন কি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকিতে আছে?"

নকুল। কি করিব? সবই অদৃষ্টের ফের—জানেন ত সবই।

মহালক্ষ্মী কহিলেন,—"সবই জানি,—বাবা,—সবই জানি; তোমার কাকাকে সেজন্য কেহই ভাল বলিত না। নকুলের মত ছেলের সঙ্গে বনিবনাও হইল না, সে কি মানুষ? আর বংশের একই ছেলে।"

চন্দ্র। হাঁ—ভাল কথা; এ ছোকরাটি কে?

নকুল। ওটি আমার দূর সম্পর্কের ভাই—আমাদের বংশের দৌহিত্র সন্তান। ওর নাম সুরেশ।

চন্দ্রকিশোরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরেশের দিকে চাহিলেন এবং মহালক্ষ্মীকে কহিলেন,—"আমার চশমাটা দাও ত!"

মহা। একটা অতবড় মানুষ, তাও চশমা না হ'লে দেখিতে পাও না।

মহালক্ষ্মী চশমা দিলেন,—চন্দ্রকিশোরবাবু চশমা চক্ষে সংলগ্ন করিয়া কখন দৃষ্টি উন্নত, কখন অবনত করিয়া সুরেশকে দেখিতে লাগিলেন; গৃহমধ্যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল—চন্দ্রকিশোরবাবু কহিলেন,—"বাবা নকুল, আলোটা আর একটু বাড়াইয়া দাও ত!"

নকুলেশ্বর আদেশ পালন করিলেন; মহালক্ষ্মী বিকৃতমুখে কহিলেন, "মরণ আর কি! গা যেন জ্বলিয়া যায়।"

চন্দ্র। আরে দাঁড়া—ছোকরাকে যেন চিনি চিনি করিতেছি; তোমার বাপের নামটা কি হে বাপু?"

সুরেশ। পিতার নাম ৺ রামগোপাল বসু।

চন্দ্র। আরে তাই বল—আরে লক্ষ্মি, রামগোপালকে এখন চিনিয়াছ ত? রামগোপাল ওকালতী করিত না?

সুরেশ। হাঁ।

চন্দ্র। বেশ—বেশ, বেঁচে থাক; তা' তুমিও কি ভবানীপুরে নকুলের কাছে থাকিবে?

সুরেশ। দাদার তাই ইচ্ছা।

চন্দ্র। তা' বেশ—আমরা বড়ই সুখী হ'ব। কেমন লক্ষ্মি! ছোকরা বেশ—না! যেমন চেহারাটি সুন্দর, তেমনি নম্র স্বভাব।

মহা। হাঁ—তা' বটে; নকুল! তুমি চিড়িয়াখানা দেখেছ?

নকুল। হাঁ—কতবার দেখেছি।

মহা। আমিও দেখেছি; কত জানোয়ার—আর একদিন যাব মনে

করিতেছি; একদিন একটা চিতাবাঘ দেখিয়াছিলাম, সেটা তখন ঘুমাইতেছিল—তার চেহারাটা এমন সুন্দর; সেই বাঘটা আর একদিন দেখিবার ইচ্ছা আছে।

চন্দ্রকিশোরবাবু ও নকুলেশ্বর হাস্য করিয়া উঠিলেন; চন্দ্রকিশোরবাবু কহিলেন,—"তোমার এক একটা অদ্ভুত সখ।"

সুরেশ নতমুখে ওষ্ঠ দংশন করিল,—তাহার নয়নাবরণ কম্পিত হইল।

চন্দ্রকিশোরবাবু কহিলেন,—"বাড়ীটা কি সংস্কার করিবে? হাঁ ভাল কথা—এখন বিবাহের কি?"

নকুল। আজও ত অশৌচকাল যায় নাই; কাকা যখন অপুত্রক, তখন তাঁহার পিণ্ড ত আমাকেই দিতে হবে!

চন্দ্র। ওঃ—ভাল কথা; তোমার কাকার শ্রাদ্ধও হয় নাই; শ্রাদ্ধ ত একটা করার আবশ্যক।

নকুল। হাঁ—সেটা আমিও ভাবিয়াছি; শীঘ্রই তার একটা বন্দোবস্ত করিতে হবে।

চন্দ্র। বিবাহ তোমার একটা উপযুক্ত ঘরে করিতে হবে, সম্বন্ধ একটা আমিই স্থির করিয়া দিব।

নকুল। বিবাহ আমি করিব না; আমি চিরকুমার থাকিব।

চন্দ্র। পাগল!—এত বড় সম্পত্তি, বংশ না থাকিলে কি চলে?

নকুল। সুরেশ বিবাহ করিবে।

মহা। সুরেশকে তুমি পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী করিতে চাহ নাকি? তা'—তা'—বেশ কথা, কিন্তু—না—ছেলেটি বেশ—দিব্য সুন্দর।

আহারাদি সম্পন্ন হইতে রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়া গেল; নকুলেশ্বর

বিদায়গ্রহণকালে কহিলেন,—"আমার বাড়ীতে একটা খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিতে চাই—আপনাদের মত কি ?"

মহা। বেশ কথা—আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ব।

নকুলেশ্বর বিদায়গ্রহণ করিলে মহালক্ষ্মী স্বামীকে কহিলেন,—"কি নাম—ছোকরার নামটা যেন কি!"

চন্দ্র। তাইত! কি নাম ভাল?

মহা। সুরেশ; ছোকরার চেহারাটা ভাল,—কিন্তু চোক—উঁ—হুঁ—আমার যেন বড় ভাল বোধ হয় না।

চন্দ্র। তোমার সকল বিষয়েই একটা অদ্ভুত মত।

নকুলেশ্বর ও সুরেশ বাটী পৌঁছিলেন; শয়নের পূর্ব্বে দুজনে একত্র বসিয়া ধূমপান করিলেন এবং তদুপলক্ষে দুই একটি কথা হইল।

নকুল কহিলেন,—"সুরেশ! তোমাকে আমি কত ভালবাসিয়াছি,—বুঝি তুমি আমার সহোদর ভাই।"

সুরেশ। আপনার অসীম অনুগ্রহ।

নকুল। কল্য কলিকাতায় যাইতে চাই; এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, প্রতিশ্রুত আছি, কলিকাতায় গেলেই সেখানে যা'ব। সেখানে এক সুন্দরীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়া দিব।

সুরেশ। সুন্দরী!

নকুলেশ্বর হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ হে ভায়া,—সুন্দরী—যুবতী এবং অবিবাহিতা।"

সুরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—"বেশ ত! তা'দের বাড়ী কি কলিকাতায়?"

নকুল। হাঁ।

উভয়ে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিয়া বহুক্ষণ উভয়েই অনিদ্র,

উভয়েরই হৃদয় চিন্তাভারাক্রান্ত। নকুলেশ্বর ভাবিতেছেন—কত পুরাতন কথা ; প্রথমে বাল্য বয়সের কথা—পিতৃ-মাতৃস্নেহ ; তাহার পর পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ এবং দুর্ভাগ্যের প্রবল তাড়না,—খুল্লতাতের দুর্ব্ব্যবহার ;—তাহার পর লাবণ্যের প্রতি অনুরাগ—লাবণ্যের দুর্ব্ব্যবহার। এক সময় লাবণ্যকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন,—ভাবিতেন, লাবণ্যও তাঁহাকে ভালবাসে ; কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন হঠাৎ একদিন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সংসার যেন নকুলেশ্বরের নিকট এক বিরাট মরুক্ষেত্র বোধ হইতে লাগিল,—জীবন-ধারণ করা বিড়ম্বনা বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় দুর্ভাগ্যের প্রবল তাড়নায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন, জগন্নাথ দেবের আশ্রয়ে জীবন কাটাইবেন। ভাগ্য তাঁহাকে ভিন্ন দিকে পরিচালিত করিল। তখন সেই মহাসাগরের ঘোর জলকল্লোল—সেই সুবর্ণদ্বীপ—আর সেই দ্বীপের ঘটনাবলী এবং দ্বীপের রাজ্ঞী সাবিত্রীকে মনে পড়িল। নকুলেশ্বর হৃদয়ের জ্বালা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন—আজ আবার নবীন বেগে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে সুরেশ অনিদ্র হইয়া ভাবিতেছে,—"পরাধীন! আমি নকুলের অনুগ্রহের অধীন! নকুলেশ্বর জীবিত না থাকিলে আজ আমিই এই প্রাসাদের অধিপতি হইতাম! নকুলেশ্বরের মৃত্যুর পর আমিই ত এক-মাত্র উত্তরাধিকারী!—হুঁ!"

সুরেশ নিদ্রা যাইবার জন্য পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল—চিন্তার স্রোত তখনও তাহার মস্তিষ্কে প্রবাহিত হইতে লাগিল,—রাত্রিশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহ।

ত্রৈলোক্যবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না; তখন নকুলেশ্বর ও সুরেশ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ীতে নকুলেশ্বরের 'অবারিত দ্বার' ছিল—সুতরাং সংবাদ প্রেরণ না করিয়াই নকুলেশ্বর সুরেশকে লইয়া একেবারে দ্বিতলে উপস্থিত হইলেন।

কক্ষমধ্যে একখানি সুন্দর চেয়ারে বসিয়া লাবণ্য কি লিখিতেছিল—নীলবর্ণের মূল্যবান বস্ত্র তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়াছিল,—সেই নীল সূক্ষ্ম বসন ভেদ করিয়া সিগ্ধ গৌরকান্তি বাহির হইতেছিল। কর্ণের কুণ্ডল-দ্বয় দুলিয়া দুলিয়া তাহার সুগোল—সুগঠিত—সুকোমল—শুভ্র গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিতেছিল; চূর্ণ কুন্তলজাল পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া নিতম্ব চুম্বন করিতেছিল।

লাবণ্য একাগ্র চিত্তে লিখিতেছিল—মৃদুহাস্যরেখা তাহার সরক্ত ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিতেছিল। পদশব্দে সে চমকিয়া পশ্চাতে চাহিল; নকুলেশ্বরকে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিল,—পূর্ণযৌবনোচ্ছ্বাসিত ললিত রূপরাশির যেন তরঙ্গ উঠিল—লাবণ্যের প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে লাবণ্য ক্ষরিত হইতে লাগিল।

সুরেশের হৃদয়ে সেই প্রবল রূপতরঙ্গ প্রতিঘাত হইল, সেই তরঙ্গে

সুরেশ মগ্ন হইয়া গেল,—সে আত্মহারা হইয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ভাবে সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিল; সেই সুকুমার রূপরাশিতে সে হৃদয় সমর্পণ করিল।

রমণীর রূপ! তুমিই ধন্য! এ জগতে তোমার অনন্ত মহিমা কে কবে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? সংসারী হইতে সংসারত্যাগী যোগী পর্য্যন্ত, পাষণ্ড হইতে সহৃদয় পর্য্যন্ত, মূঢ় হইতে বুদ্ধিমান পর্য্যন্ত—কে কবে তোমার বিরুদ্ধাচারী হইতে পারিয়াছে? কে কবে তোমায় উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে? তোমার অপাঙ্গে মদনের যে তীক্ষ্ণ ফুলবাণ ছুটিতে থাকে, কয়জন বীর তাহার আঘাত সহ্য করিতে পারিয়াছে? মন্মথের নিবাসভূমি তোমার সমুন্নত বক্ষস্থল—তোমার ঘননিতম্ব-সঞ্চালন—কে না মুগ্ধনেত্রে দেখিতে বাধ্য হইয়াছে? তাই বলি, এ জগতে তুমিই ধন্য! রমণি! তুমি এ সংসারে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রেম, স্নেহের আদর্শ—আবার তুমিই অধর্ম্ম, পাপ, বীভৎস কার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। তুমিই শান্তি আবার তুমিই অশান্তি। তুমি স্বাহা স্বধারূপিণী—তুমি জগদ্ধাত্রী—তুমি পবিত্র; আবার সেই তুমিই রাক্ষসী—পিশাচী। তুমি কত সংসারে সুখ শান্তি আনিয়াছ, আবার কত সংসার মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছ। তোমার স্পর্শে কুসুম কোমলতা—তোমার নিশ্বাসে পারিজাত-সৌরভ—তোমার মুখে অমৃত; আবার তুমিই বিষধর সর্প অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর!

সুরেশ লাবণ্যের সেই রূপে মুগ্ধ হইল; সেই কক্ষ যেন তাহার নন্দনকানন মনে হইতে লাগিল—সমুদয় কক্ষ যেন পারিজাত-সৌরভে পূর্ণ বোধ হইল।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে লাবণ্য কহিল,—"তোমরা কি কলিকাতায় আজ এসেছ?"

নকুল। হাঁ;—এটি আমার ভাই—নাম সুরেশ।

লাবণ্য অপাঙ্গদৃষ্টিতে সুরেশের দিকে চাহিল। সুরেশের অঙ্গ পুলকিত—হৃদয় স্পন্দিত হইল।

লাবণ্য আবার কহিল,—"তোমাদের বাড়ীটি বেশ, না? তোমার বেশ পছন্দ!"

নকুল। হাঁ,—তবে বড় সেকেলে বাড়ী; আমি কতক পরিবর্ত্তন করিব। তোমার বাবা কোথায়?

লাবণ্য। বাবা এই মাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া দাওয়া করিবে।

মধ্যাহ্নকালে ত্রৈলোক্যবাবু বাটী আসিলেন; নকুলেশ্বরকে সমাদর করিয়া সুরেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বাগত কুশলাদির পর সকলে স্নান আহার সমাপন করিলেন।

বিদায়কালে নকুলেশ্বর ত্রৈলোক্যবাবুকে কহিলেন,—"আগামী রবিবার লাবণ্যকে লইয়া ভবানীপুরের বাটীতে যাইবেন—নিমন্ত্রণ থাকিল।"

সুরেশ অতি কষ্টে বাটী হইতে বহির্গত হইল—তাহার চরণদ্বয় যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ সে লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়াছিল—ততক্ষণ চক্ষু ফিরাইতে পারে নাই। ত্রৈলোক্যবাবুর বাটীতে প্রবেশ কালে সুরেশের হৃদয় একরূপ ভাবে পূর্ণ ছিল—সে বাটী হইতে বিদায় লইবার সময় তাহা অন্যরূপ হইয়া গেল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া উভয়ে ভুবনবাবুর বাড়ীতে গেলেন—তথায় বৈষয়িক কথোপকথন হইল; ভুবনবাবুর বাটি হইতে বাহির হইয়া দু'জনে বিভিন্নদিকে গমন করিলেন। নকুলেশ্বর রামগতিবাবুর বাড়ীর দিকে এবং সুরেশ নিজ বাড়ীর দিকে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত ব্যাপার।

যে রাত্রে সাবিত্রী সুরমার নিমন্ত্রণ অনুসারে থিয়েটার দেখিতে গেল, সেই রাত্রে মথুরবাবু বাটীতে আসিলেন না; প্রভাতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

মথুরবাবু রুদ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতেছেন,—তাহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, নাসিকা স্ফীত—মুখমণ্ডল বিশুষ্ক; দৌড়িয়া, দৌড়িয়া মথুরবাবু যোড়াসাঁকোর থানায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারস্থ কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনস্পেক্টরবাবু আছেন?"

"হ্যায়" বলিয়া কনেষ্টবল মথুরবাবুকে প্রবেশ করিতে দিল; ইনস্পেক্টরবাবু আফিস-ঘরে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট—সম্মুখে একখানি টেবিল, তাহারই অপর পার্শ্বে এক মাড়োয়ারী মহাজন অপর একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট।

মথুরবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"ইনস্পেক্টরবাবু! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

ইনস্পেক্টরবাবু ও মাড়োয়ারী মহাজন উভয়ে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন,—নয়নে নয়নে কি যেন কথা হইয়া গেল।

ইনস্পেক্টরবাবু বলিলেন,—"কিষণলালবাবু! আপনার কাজে একটু বাধা পড়িল; আমি এই ভদ্রলোকের কথাটা শুনিয়া লই—আপনি বসুন।"

কিষণলালবাবু সম্মত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু তখন মথুরবাবুকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

মথুর। আর ব্যাপার,—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে !

মথুরবাবুর দু'নয়নে অশ্রু বহিল,—তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি রহিল না।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"আপনি একটু সুস্থ হইয়া সব বলুন; ঘটনা না শুনিতে পাইলে কি করিব ?"

মথুরবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমার স্ত্রী খুন হইয়াছে।"

"খুন !" ইন্‌স্পেক্টরবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন,—"খুন !—বটে ! তা' হলে এজাহারটা লিখিয়া লইতে হইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু লেখনী গ্রহণ করিয়া একবার কিষণলালের দিকে চাহিলেন, আবার যেন কি একটা দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু এজাহার লিখিলেন এইরূপ ;—

"আমার নাম মথুরানাথ দে—হাল সাকিম—নং শিবকৃষ্ণ দাঁর গলি ; আমার বয়স চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বৎসর—পেষা চিকিৎসা। আমার স্ত্রী মালতী দাসী আমার সহিত বাস করিতেন—তাঁহার বয়স কুড়ি একুশ বৎসর ;—আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ; আমি নিঃসন্তান। গত কল্য রাত্রে আমার একটা রোগীর নিকট থাকার নিয়োগ ছিল, তদনুসারে আমি রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বাহির হইয়া যাই ; আমি যখন বাহির হইয়া যাই, তখন মালতী আহার করিতেছিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত চঞ্চলা নাম্নী এক সঙ্গিনী আছে—চঞ্চলা রাত্রি প্রায় আটটার সময় বাহির হইয়া যায়। আমার স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি, চঞ্চলা সুরমা নামে তার এক সখীর দ্বারা থিয়েটার দেখিবার জন্য আহূতা হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর

আমি প্রায় রাত্রি চারিটার সময় ফিরিয়া আসি—চঞ্চলা তখনও ফিরে নাই; সুতরাং আমি বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া উপরে যাই এবং আমার স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করি। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দেখিলাম, আমার স্ত্রীর—অসাড়, নিস্পন্দ, শীতল দেহ শয্যার উপর পতিত রহিয়াছে, আর গৃহমধ্যে বেলেডোনার তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—সেই শবের গৃহে একাকী থাকিতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল—আমি কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম এবং ছুটিতে ছুটিতে থানায় আসিয়াছি।”

ইন্। তা' হইলে বলুন আত্মহত্যা?

মথুর। না—খুন—স্পষ্ট খুন! আত্মহত্যা করিবার কোন কারণ ছিল না।

ইন্। বেলেডোনা দিয়া খুন কিরূপ?

মথুর। আমি পথে আসিতে আসিতে সেটা ভাবিয়াছি; বাড়ীতে আমার রাইমোহন নামে একটা চাকর ছিল—

ইন্। ও—সেই যে আপনার স্ত্রীর গহনা চুরি করিয়াছিল?

মথুর। হাঁ—গহনা চুরি করিয়াছিল বলিয়া এজাহার করিয়াছিলাম; কিন্তু সে গহনা ফেরত দেওয়াতে এজাহার উঠাইয়া লইয়াছিলাম; একটা লোককে বৃথা কষ্ট দেওয়া ত কাহারও ইচ্ছা নয়।

ইন্। তার পর? রাইমোহন কি করিল?

মথুর। কাল রাইমোহনকে আমাদের গলির মধ্যে ঘুরিতে দেখিয়াছি; আমাকে দেখিয়া তার মুখ যেন পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“রাইমোহন! তুই এখানে?” তাহাতে সে একটু থতমত খাইয়া

বলিল,—"আমার বড় কষ্ট হ'য়েছে। এখানে কেহ আমাকে চাকরী দিতে চাহে না; তাই এখানে উপবাসে মরা অপেক্ষা মনে করিতেছি, দেশ ছেড়ে যা'ব। আপনাদের নিকট অনেক দিন প্রতিপালিত হ'য়েছি—না বুঝিয়া একটা গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেছি—তাই আপনাদের সহিত দেখা করিতে ও বিদায় ল'তে এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে ত দেখা হ'ল, এখন গিন্নির সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে পারি কি?

ইন্। সে কোন্ সময়?

মথুর। সে বৈকালে—বেলা দুইটা আড়াইটার সময়।

ইন্। তখন চঞ্চলা কোথায় ছিল?

মথুর। চঞ্চলা সকালে তা'র এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিল—সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ফিরিয়াছিল; আমি দুইটা আড়াইটার সময় একটা ডাকে যাইতেছিলাম।

ইন্। হাঁ—তারপর?

মথুর। আমি রাইমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুই কোথা যাবি? সে বলিল,—"আমি বর্ম্মায় বা সেইরূপ কোন জায়গায় যাব। জাহাজ ঘাটায় গিয়াছিলাম—কাল নটার সময় জাহাজ ছাড়িবে।"

তারপর রাইমোহন আমার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং কহিল,—"আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" আমি তাহার কাতরতায় বড় অভিভূত হইয়া পড়িলাম—বলিলাম,—"আমি ক্ষমা করিয়াছি।" তাহাকে মালতীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলাম।

ইন্। অপরাধ লইবেন না—মালতীর চরিত্র সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

মথুর। মালতীর চরিত্র কলঙ্কশূন্য।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু তখন পুনরায় কিষণলালবাবুর দিকে চাহিলেন; উভয়ের আবার দৃষ্টিবিনিময় হইল। ইন্‌স্পেক্টরবাবু তখন মথুরবাবুকে কহিলেন,—"বেলা প্রায় নয়টা বাজে; জাহাজ ছাড়িবার সময় হইয়াছে, রাইমোহন যদি সত্যই দেশত্যাগ করে, তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার আবশ্যক; এই কিষণলালবাবু একজন ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী, ইনি আপনার ঘটনার তদন্ত গ্রহণ করিতেছেন,—আমি এদিকে এখনই চাঁদপালঘাটে যাইয়া রাইমোহনকে পাকড়াও করিব।"

মথুরবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল—কোন কথা কহিলেন না।

কিষণলালবাবু তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং মথুরবাবুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। একটা ঠিকা গাড়ীর আড্ডায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

পথে মথুরবাবু কাঁদিতে লাগিলেন; কিষণলালবাবু কহিলেন,—"আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি; আপনার স্ত্রীর যখন মৃত্যুই হইয়াছে, তখন কাঁদিয়া ফল কি? তবে—এখন অপরাধীর যাহাতে শাস্তি হয়, তাই করা আবশ্যক।"

মথুর। তা' হইলেও কতকটা শান্তি পাই।

কিষণ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—অপরাধী ধৃত হইয়াছে মনে করুন; অপরাধী যেই হোক—জীবিত থাকিতে তাহার অব্যাহতি নাই।

মথুরবাবু শিহরিয়া উঠিলেন।

কিষণলালবাবু কহিলেন;—"এখন বলুন দেখি—মৃত্যুটা কিরূপে হইয়াছে বলিয়া আপনার মনে হয়?"

মথুর। আমি তা' একরূপ ঠিক করিয়াছি; রাইমোহন আমাদের ঘরের খবর সব জানিত;—আমার স্ত্রীর শিরঃপীড়া আছে, রাত্রে বা দিনে

তিনি নিদ্রিত হইলে—হঠাৎ কোন কারণে যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখনই পীড়ার আক্রমণ হয়। পূর্ব্বে আরও বেশী ছিল, তবে এখন জবাকুসুম তেলটা মাখিয়া—মাঝে মাঝে হয়। অনেক চিকিৎসা করিয়া নির্দ্দোষ আরোগ্য না হওয়াতে আমি একটা ঔষধ করিয়া দিয়াছিলাম—মাথা ধরা অনুভব করিবামাত্র সেই ঔষধ পান করিতে হয়। দুইটা ঔষধ মিশাইয়া যেমন ফুটিয়া উঠে, অমনি তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিতে হয়; এই ঔষধ আমার পত্নীর শিয়রে একটা ছোট টেবিলের উপর থাকিত—সে টেবিলের উপর আরও কতকগুলি শিশি ছিল। আমার ধারণা এইরূপ, রাইমোহন যখন আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন প্রথমে ডাক্তারখানা ঘরে যায় এবং তথা হইতে বেলেডোনার শিশিটি বাহির করিয়া লয়; তার পর সে সন্তর্পণে আমার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে—বোধ হয় আমার স্ত্রী কার্য্যান্তরে ছিলেন, সেই অবসরে সে ঐ দুইটা ঔষধের শিশির একটা উঠাইয়া লইয়া ঐ বেলেডোনার শিশি রাখিয়া দেয়। এরূপ পরিবর্ত্তনের সন্দেহ আমরা কেহই করি নাই, সুতরাং দেখিবার আবশ্যকতা হয় নাই। রাত্রে বোধ হয় ঘুম ভাঙ্গিয়া আমার স্ত্রীর শিরঃপীড়ার আক্রমণ হয় এবং তিনি কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া ঐ বেলেডোনা মিশাইয়া ঔষধ পান করেন।

কিষণ। গন্ধ অনুভব করিতে পারেন নাই?

মথুর। গন্ধ অনুভব করিবার সময় দিলে ঔষধের ফল হয় না, এত শীঘ্র ঔষধ খাইতে হয়।

কিষণ। রাইমোহনের উদ্দেশ্য ছিল কি?

মথুর। উদ্দেশ্য? চুরি; আমার স্ত্রীর গহনার উপর তার বরাবরই লোভ ছিল।

এই সময় গাড়ী মথুরবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল—উভয়ে

অবতরণ করিলেন; মথুরবাবু কহিলেন,—"রাইমোহন হয় ত পলায়ন করিবে? নয়টা বাজিতে বাইস মিনিট—চাঁদপালঘাটে যাবেন কি? গাড়ী রাখিব?"

কিষণ। নিশ্চয়ই—এখনই যাব; সেখান হইতে রাইমোহনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফিরিলে লাশ পরীক্ষা করিব—এখন আমি একবার শবের ঘরটা দেখিতে চাই।

মথুর। আমি সেখানে যাইতে পারিব না—তা' হইলে আমি বাঁচিব না; কি ভয়ঙ্কর!

কিষণলালবাবু শবের কক্ষে প্রবেশ করিলেন না—ধীরে ধীরে দ্বারমুক্ত করিয়া উকি মারিয়া দেখিলেন—শয্যার উপর ম্লান পদ্মের ন্যায় মালতীর দেহ-লতিকা পতিত,—ঘরের মধ্যে বেলেডোনার উগ্র গন্ধ তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিষণলালবাবু দ্বাররুদ্ধ করিয়া কহিলেন,—"আপনার বাড়ীতে টাকা কড়ি থাকে?"

মথুর। থাকে বই কি? কাল্ আমার সিন্দুকে বাইশ হাজার টাকার নোট ছিল।

কিষণ। বাইশ হাজার!—সে সিন্দুক কোথায়?

মথুর। আসুন।

উভয়ে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; একটি বৃহৎ লোহার দেরাজ দেওয়ালের গাত্রে সংবদ্ধ।

মথুরবাবু কহিলেন,—"এই সিন্দুকে কাল্ বাইশ হাজার টাকা ছিল।"

কিষণ। রাইমোহন জানিত?

মথুর। রাইমোহন জানে যে, এই সিন্দুকে অনেক টাকা থাকে।

কিষণ। চাবি কোথায়? নিয়ে আস্থন।

মথুর। চাবি আমি আনিতে পারিব না—উহা আমার স্ত্রীর নিকট; আমাকে খুন করিয়া ফেলিলেও সেখানে যাইতে পারিব না।

কিষণ। রাইমোহন চাবির সন্ধান জানিত?

মথুর। সে সব জানিত।

কিষণলালবাবু তখন পকেট হইতে এক গুচ্ছ চাবি বাহির করিয়া সিন্দুকের নিকট বসিলেন এবং সিন্দুকের দ্বারের হাতলে হস্তার্পণ করিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিলেন। সিন্দুক আপনা হইতে খুলিয়া গেল।

মথুরবাবু হতাশভাবে কহিলেন,—"মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে—যথা-সর্ব্বস্ব রাইমোহন বেটা লইয়া গিয়াছে।"

কিষণলালবাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন,—"চলুন, এখনই সেখানে যেতে হবে; রাইমোহনকে ধরার আবশ্যক।"

উভয়ে দ্রুত অবতরণ করিতে লাগিলেন; কিষণলালবাবু অগ্রে অবতরণ করিলেন—কিন্তু কয়েকটি সোপান অবশিষ্ট থাকিতে মথুরবাবু পদস্খলিত হইয়া পতিত হইলেন এবং একেবারে শেষ সোপানে আসিয়া পড়িলেন।

কিষণলালবাবু তাঁহার নিকটে আসিলেন; মথুরবাবু যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে কহিলেন,—"ডান পাটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমি আর যাইতে সক্ষম নহি—আপনি বিলম্ব করিবেন না।"

তৎপরে তিনি রাইমোহনের আকৃতি বলিয়া দিলেন; কিষণলালবাবু অগত্যা একাকী যাইতে বাধ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ কাণ্ড।

সাবিত্রী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অভিনয় দেখিল; সুরমা, প্রফুল্লবাবু, হেমন্তবাবু সকলেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুরমার অভিনয় অতি চিত্তাকর্ষক এবং অতি স্বাভাবিক হইল। অভিনয় যখন সমাপ্ত হইল, তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে; প্রভাতের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সহরের অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছিল,—বায়সেরা নৈশাকাশ হইতে পক্ষপূট সঞ্চালন করিতেছিল।

সে রাত্রি আর কাহারও শয্যাগ্রহণ করা হইল না; কথাবার্ত্তায় প্রভাত হইয়া গেল। প্রভাতে চা পানের আয়োজন হইল; হেমন্তবাবু, প্রফুল্ল, সুরমা, সাবিত্রী সকলে একত্রে চা পান করিলেন; তৎপরে প্রফুল্ল কহিলেন,—"চঞ্চলাকে নীহারী যাইতে বলিয়াছে—আমাদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করিয়া পরে বাসায় যাবে; সুরমাও যাক্।"

তখন হেমন্তবাবু ব্যতীত সকলে প্রফুল্লর বাড়ী যাওয়ার জন্য গাড়ী চড়িলেন।

নীহারীকা সুরমা ও সাবিত্রীকে দেখিয়া আনন্দিতা হইল।

এই কয়দিনের মধ্যে সাবিত্রীর রূপ প্রফুল্লর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, প্রফুল্ল সাবিত্রীর রূপে আত্মহারা। সাবিত্রী একটু সন্দেহ করিলেও ভাল বুঝিতে পারে নাই।

সকলে একত্রে বসিয়া নানারূপ গল্প, হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল; সাবিত্রীর এখন আর তত সঙ্কোচ নাই, এখন প্রফুল্লর সম্মুখে সে আর তত লজ্জা করে না।

নীহারীকা কহিল,—"দাদা! আমাকে কি সুখী দেখিতে ভালবাসেন না?"

প্রফুল্ল। সে কি বোন! তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।

নীহার। তা' জানি—কিন্তু একটা বৌ আনিয়া দিতে পার না; আমি একা থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠি—এই সংসারের হিসাবপত্র রাখাও আর আমার দ্বারা হয় না।

প্রফুল্ল। সেটা তোমার খেয়াল; হিসাব না রাখিলেই বা কি হয়?

নীহা। হিসাব না রাখিলে চাকর বামুনে চুরি করে; একটা বৌ ঘরে আসিলে—

প্রফুল্ল। কেবল ঐ কথা!

নীহা। কেন? বেশ বউ—আমার মনের মত বৌ হবে; হেমন্তবাবুর একান্ত ইচ্ছা—

সুরমার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল; সে বিচলিতভাবে একবার নীহারীকার দিকে এবং একবার অপাঙ্গে প্রফুল্লর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল,—বুঝি তাহার হৃদ্‌পিণ্ডে একটা আঘাত হইতেছিল।

প্রফুল্ল একবার সুরমার মুখের দিকে, একবার সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—"ইচ্ছা কি?"

নীহারী। ইচ্ছা যে সুরমা আমাদের বৌ হয়।

প্রফুল্ল। কই—সে কথা ত তিনি আমার কাছে বলেন নাই?

নীহারী। তা' আমার বলিবেন কি?

প্রফুল্ল। তবু—

নীহার। তবু কি? সুরমা—

প্রফুল্ল একবার সাবিত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"আমি বিবাহ করিব না।"

সুরমার মুখখানি যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনের স্থলকমলিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া গেল—তাহার হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধপ্রায় হইল,—তাহার আশার প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া সুরমা ঊর্দ্ধদৃষ্টি প্রফুল্লর মুখের উপর স্থাপন করিল এবং কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"প্রফুল্ল!"

সে কাতর কণ্ঠস্বরে সকলেই চমকিয়া উঠিল; প্রফুল্ল সুরমার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন—কোন উত্তর করিলেন না। সুরমা ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল—আকুল হতাশ তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল—বুঝি তাহার হৃদয়ের এতদিনের চাপা কথা মুক্তদ্বার পাইয়া প্রকাশ হইবার জন্য ব্যাকুল হইল।

সুরমা আবার কম্পিত স্বরে কহিল,—"প্রফুল্ল! অবশেষে এই কি সিদ্ধান্ত হইল?"

প্রফুল্ল। কি সিদ্ধান্ত হইল সুরমা?

সুরমা। তুমি বিবাহ করিবে না।

প্রফুল্ল। না।

সুরমা। তবে—তবে—তুমি আমাকে ভালবাস না?,

প্রফুল্ল। তোমাকে আমি কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত—নীহারের মত ভালবাসি।

সুরমা। আমি সে ভালবাসা ত চাহি নাই—যে ভালবাসা আমি দিয়াছি, তাহার প্রতিদান চাহিয়াছিলাম।

প্রফুল্ল। প্রতিদান!

সুরমা। প্রফুল্ল! তুমি যদি জানিতে তুমি আমার কে, তাহা হইলে এ কথা বলিতে না। এতদিন হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। প্রণয়ের প্রথম উন্মেষ হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া তোমাকে দেখিয়া দেবতা বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম—সে হৃদয়ের ব্যথা তুমি বুঝিলে না, প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। সুরমা! আমাকে ক্ষমা কর; তোমাকে স্নেহময়ী ভগ্নী ভিন্ন আমি আর কিছুই ভাবিতে পারি না; আমার অন্যায় স্বীকার করি,—অন্যায় এই যে, তোমার কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিলাম। কিন্তু আমি যদি প্রথমে জানিতাম যে, তুমি আমার অনুরাগিণী হইতেছ, তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া যাইতাম।

সুরমা' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল—শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—"নারীর হৃদয়ের ব্যথা কি বুঝিবে? প্রার্থনা করি, সুখী হও।"

নীহারীকা এই সময় একটু রাগ করিয়া কহিল,—"দাদা! এসব কি খেলা? সুরমাকে কেন দুঃখ দিতেছ?"

সুরমা। প্রফুল্ল! তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ?

প্রফুল্ল। না—আমি মিথ্যা কথা জানি না; তোমাকে অন্য ভাবে আমি ভালবাসিতে অক্ষম।

সুরমা। তবে আজ হইতে সব শেষ হইল?

নীহারী। কি শেষ হইল? এঁ্যা—শেষ বলিলেই শেষ হইল! দাদা! তুমি যতই যা' বল, সুরমাকে ঘরে না আনিলে আমি মরিয়া যাব।

প্রফুল্ল একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার ইচ্ছা হয় ত সুরমাকে আমি বিবাহ করি।"

সুরমা অধিকতর ম্লানমুখে কহিল,—"তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে অসুখী করিবার জন্য বিবাহ করিব? আমার হৃদয় তত নীচ নহে। তোমাকে আমি ভালবাসি—সে ভালবাসার বুঝি কোথাও কোন তুলনা নাই—সে ভালবাসা অতি উচ্চ, অতি নিঃস্বার্থ—অতি পবিত্র; তুমি যাতে সুখী হও তাতেই আমার সুখ,—আমি চিরকুমারী থাকিব তথাপি আমি তোমার পত্নী হইব না।"

আহারাদির পর নীহারীকা নির্জ্জনে সুরমাকে ডাকিয়া কহিল,—"বোন্—তুমি ব্যাকুল হইও না; বিধির যাহা নির্ব্বন্ধ তাহা হইবেই। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, দাদার সহিত তোমার বিবাহ হইবেই। আমি অতি অভাগিনী, কাঙ্গালের উপর ভগবানের বড় দয়া—আমার আশা তিনি পূর্ণ করিবেনই—ইহা বিধির নির্ব্বন্ধ, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি।"

সুরমা। আমি বিবাহ করিব না; বিবাহ করিয়া তাঁর ভার বোঝা হ'ব কেন? তাঁর জীবন দুঃখময় করিব কেন? হয় ত আমি তাঁর যোগ্যা নহি।

নীহা। যোগ্যা নও? ভাল, দেখা যাবে।

সুরমা ও সাবিত্রী বিদায় গ্রহণ করিয়া গাড়ীতে উঠিল; গাড়ীর মধ্যে সাবিত্রীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী সস্নেহে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল,—"ভাই! কাঁদিয়া ফল কি? নারীর হৃদয়ে অনেক সহ্য করিতে হয়; তুমি যদি এ দুঃখিনীর হৃদয় দেখিতে—কিন্তু না—"

সুরমা সবেগে উঠিয়া বসিল—কহিল,—"তুমি ঠিক বলিয়াছ ভাই—নারীর হৃদয়ে অনেক সহ্য করিতে হয়—আমি তাঁহাকে ভুলিব।"

সাবিত্রী। তা'—পারিবে না; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। কামনাই যাতনা—কামনা ত্যাগ করিলে ভালবাসায় অনন্ত সুখ।

ভালবাসার প্রতিদান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেন? ভালবাসিয়াই ত সুখ! দেবতাকে ভালবাসিয়া পূজা করিলে হৃদয়ে আনন্দ হয়—দেবতার ভাল-বাসা কেহ পাইয়াছে কি?

সুরমা। ঠিক কথা বলিয়াছ! আমার ভালবাসা অতি সামান্য; চঞ্চলা! তুমিও বুঝি আমার মত হতভাগিনী।

সাবিত্রী একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; এই সময় গাড়ী হেমন্তবাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল—সুরমা নামিয়া কহিল,—"কাল আবার আসিও, তুমি আসিলে মনে শান্তি পাই।"

গাড়ী যখন মথুরবাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন বেলা দুইটা; গাড়ী হইতে নামিয়া সাবিত্রী যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হৃদয়ের শোণিত শীতল হইয়া গেল—তাহার চলচ্ছক্তি রহিত হইল।

সাবিত্রী দেখিল—বাটীর দ্বারে মথুরবাবু লম্বমান অবস্থায় পতিত—তাহার দেহ অসাড়—নিস্পন্দ,—নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, মুখ ব্যাদিত; মথুর-বাবুর প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। সেই শবের পার্শ্বে পুলিশ ও পল্লী-বাসী এবং পথিকগণের জনতা হইয়াছে; সকলেরই মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন—সকলেই উদ্বিগ্ন। সাবিত্রী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না—কিন্তু তাহার এতই ভয় হইয়াছিল যে, বাটীর দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইল; মনে করিল গাড়ীতে করিয়া পুনরায় সুরমা বা প্রফুল্লবাবুর বাড়ী যাইবে; গাড়ী দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল, দেখিল গাড়ী নাই।

সেই সময় শবপার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে আহ্বান করিলেন—সেই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কিষণলালবাবু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ-ভোজ।

ভবানীপুরের বাড়ীতে আজ বড় আনন্দ; নকুলেশ্বর আনন্দভোজ দিতেছেন—নিমন্ত্রিত সমাগত ব্যক্তিগণ আনন্দমগ্ন। রামগতিবাবু ও তৎপত্নী তারা, চন্দ্রকিশোরবাবু ও তাঁহার গৃহিণী মহালক্ষ্মী, আর ত্রৈলোক্যবাবু ও তৎকন্যা লাবণ্য সমাগত হইয়াছেন। একপার্শ্বে পুরুষগণ ও পার্শ্বান্তরে নারীগণের বৈঠক বসিয়াছে; সকলেই নানাবিধ কৌতুক ক্রীড়া করিতেছেন। পুরুষদের বৈঠকে সুরাদেবীর অত্যধিক পরিমাণে আবির্ভাব হইয়াছে—ত্রৈলোক্যবাবু একজন অতিরিক্ত সুরাপায়ী, রামগতিবাবু ও চন্দ্রকিশোরবাবুও একেবারে না খাইতেন এমন নয়।

রামগতিবাবু ও তারা মধ্যাহ্নেই ভবানীপুরে আসিয়াছিলেন; বৈকালে চন্দ্রকিশোরবাবু আসিয়া যোগ দিলেন; তখন নকুলেশ্বর সকলকে লইয়া বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সকলেই বিশেষ আনন্দের সহিত বাজি রাখিয়া বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ধরিতে লাগিলেন। কেহ বা জলে পড়িয়া গিয়া সিক্ত হইলেন—কেহ বা কাদা মাখিলেন। বেলা চারিটার সময় মাছধরা ক্ষান্ত দিয়া সকলে বাটীতে ফিরিলেন। চন্দ্রকিশোরবাবু নিজ বাটীতে প্রস্থান করিলেন। রামগতিবাবু গাত্র ধৌত করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং বেশ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন—তারাও তাঁহার সঙ্গ লইলেন।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"আঃ, তুমি যে বিরক্ত করিয়া তুলিলে; দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করা কি ঝকমারী!"

তারা। আর দোজবরের মাগ হওয়া কি ঝকমারী!

রাম। বাঁচ্‌লাম, তবু যে দোজবরে ব'লেছ সেও যথেষ্ট। এখন একটু সঙ্গ ছাড়, আমি একটু কাপড় চোপড়গুলা পরিয়া লই—পাঁচটা ভদ্রলোক আসিবে।

তারা। তা আমি কি তোমাকে বেঁধে রেখেছি?

রাম। বলি একটা ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেছ?

তারা। কি গা—হ্যাঁগা, কি?

রাম। আ মরণ্—মাগী যেন একেবারে ক্ষেপেছে। শোন—বলি, নকুলের পরিবর্ত্তন কিছু লক্ষ্য ক'রতে পেরেছ!

তারা। হুঁ—একটু বটে—আগেকার চেয়ে একটু হাসি খুসী দেখা যায়—কিন্তু—

রাম। আবার কিন্তু—তোমার সব তার মধ্যেই একটা কিন্তু; এই কিন্তুর মানে যদি আজ না বুঝাইতে পার—তবে আমি এ পাকা চুলে আর কলপ দিব না।

তারা। তা' না দাও দিও না; কথাটা এই—নকুলের হাসি খুসীর মধ্যে রস নাই—যেন শুষ্ক।

রাম। হুঁ—কথাটা বড়ই ঠিক; সাধে কি আর তোমার বুদ্ধিতে চলি ফিরি।

তারা। যাও—আমি তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে আসি নাই।

রাম। তবে স'রে পড়; বলি—না—না শোন; ওগো—যেও না, মাথা খাও—যেও না।

তারা। কি বল ?

রাম। বলি কি, মন্ত্রী মহাশয়—বলি, ঐ ছোকরাটীর নাম কি ?

তারা। কে জানে তোমার—

রাম। আরে, ঐ যে সুরেশ—বেশ ছোকরা না !

তারা। হুঁ—কিন্তু—

রাম। আবার কিন্তু—জ্বালাতন ক'রলে যে গা। বলি, এর মধ্যেও কি একটা দর্শন আছে, না ন্যায় আছে ?

তারা। না ছেলেটি মন্দ নয়—তবে চাহনিটা যেন কেমন কেমন !

রাম। আজ আবার তোমার সই আসিবেন যে! এখন বুঝি আবার ভাব হইয়াছে ?

তারা। ভাব আর হবার নয়—তবে লাবণ্যের সঙ্গে আমি মুখামুখি ঝগড়া করিতে অনিচ্ছুক। তোমার জামা গায় দেওয়া আর হবে না, বুঝি—জামার গলাটা ঠিক করিতেই তোমার ঘণ্টা সময় গেল। আমি ওটা দুমিনিটে লাগাইয়া দিতে পারি।

রাম। আহা হা—তা একটু এস না গা,—স্বামী ত বটে, নয় দোজবরেই হলাম।

তারা। শুধু দোজবরে ? বুড়া—দাড়ী চুল সাদা হইয়া গিয়াছে।

রাম। হরি হরি বল।

তারা। নাও—যা করিতেছ এখন দয়া ক'রে তাই কর।

রাম। করিতে দাও কই সুন্দরি ; তোমার দিকে চাহিয়া দেখি—না—দর্পণে নিজের এই অদ্ভুত রূপ দেখি।

তারা। আমি আর কথা কহিব না—দরজা বন্ধ করিয়া যাইতেছি। ঐ রে, ঐ আবার কে আসিতেছে, এখনই আবার কথা আরম্ভ হবে।

রামগতিবাবুর বেশ পরিবর্ত্তন হইলে স্বামী স্ত্রী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন ত্রৈলোক্যবাবু, লাবণ্য, চন্দ্রকিশোরবাবু, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেই সমাগত হইয়াছেন এবং পরস্পর নাতিদূরবর্ত্তী দুইখানি মেজের উপর চা-পানোপযোগী সমুদয় প্রস্তুত। তাহারই একখানি বেষ্টন করিয়া পুরুষগণ এবং একখানিতে রমণীগণ উপবেশন করিয়াছেন; রামগতিবাবু ও তারা পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে আসন গ্রহণ করিলেন।

নকুলেশ্বর একখানি অনুচ্চ চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন—লাবণ্য এক একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহার সে দৃষ্টি অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ; ত্রৈলোক্যবাবু এক একবার উহা লক্ষ্য করিতেছিলেন—কিন্তু নকুলেশ্বর একবারও লাবণ্যের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিতেছিলেন না। সুরেশ যদিও অন্যমনস্কভাবে হাস্য পরিহাস ও কথোপকথন করিতেছিল, তথাপি তাহার নয়ন-কোণের বক্র দৃষ্টি লাবণ্যের প্রত্যেক হাবভাব লক্ষ্য করিতেছিল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"তারপর চন্দ্রকিশোরবাবু, আছেন কেমন?"

চন্দ্র। আর ভাই—সময় ত প্রায় হ'য়ে এসেছে; আমার আর থাকা থাকি কি? তবে নকুলকে স্থাপিত দেখিলাম এই বড় সুখের। এখন নকুলের একটা বিবাহ দেখিয়া যাইতে পারিলে হয়।

রাম। আমারও ভাই তাই।

ত্রৈলোক্যবাবু কহিলেন,—"ঠিক ত—ঠিক—ঠিক কথা—নকুলের অবিলম্বে বিবাহ করা আবশ্যক, এখন একটা গ্লাস ট্লাস থাকে ত দেখ।"

নকুলেশ্বর সমস্তই আয়োজন করিয়াছিলেন—টেবিলের উপর মদ্য স্থাপিত হইল।

কয়েক গ্লাস মদ্যপান করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"সুরেশবাবু—ওহে সুরেশবাবু—আরে ভাই দূর কর বাপু—আমি আজ এমন ভয় পাইয়াছিলাম।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন—সুরেশ কহিল,—"আপনার আবার ভয়! এ বয়সে—"

ত্রৈলোক্য। আরে—বাঃ—ঠিক বলেছ বাপু, এ বয়সে, এই ত ষাটের কোলে আমার বয়স প্রায় বাহাত্তর বৎসর—তা'—যা ব'লেছ—কৈ হে মদ কই?"

ত্রৈলোক্যবাবু কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়া নিজেই মদ ঢালিয়া পান করিলেন; তৎপরে পুনরায় ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—"এই বাহাত্তর বছর বয়সে বাবা বেঁচে আছি কেবল মদের জোরে।

চন্দ্র। কৈ হে, তোমার ভয়ের কথাটা বলিতে বলিতে থেমে গেলে যে? কি?—ভূত দেখিয়াছ নাকি?

ত্রৈ। ভূত! ভূতের বাবা—পেত্নী; আমি সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় তার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলাম—সে পেত্নী হে পেত্নী; কথাও কয় না—কিছুই না।

সুরেশ হাসিয়া কহিল,—"সে দেবী, আমার চাকরাণী!"

ত্রৈ। তোমার চাকরাণী!

সুরেশ। হাঁ—সে মূক বধির—

ত্রৈ। তাকে মূক বধির স্কুলে দাও না কেন?

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ইহার পর আহারাদি শেষ হইতে প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল; শুক্লপক্ষীয় রজনী কিন্তু চাঁদ অস্তে গিয়াছিলেন; অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তার

চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইল না—কারণ নীল নির্ম্মেঘ গগনের নক্ষত্রপুঞ্জের জ্যোতিঃ অন্ধকারকে তরল করিয়া দিতেছিল। এই সময় বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের কোণৈক দেশে সুরেশ নিঃশব্দে আসিয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণকাল পরে ত্রৈলোক্যবাবুর সুরাপানবিজড়িত বাক্য শ্রুত হইল; ত্রৈলোক্যবাবু কহিলেন,—"লাবণ্য! আমি তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

লাবণ্য ঝঙ্কারময় স্বরে কহিল,—"কেন বাবা?"

ত্রৈ। তোমার কাজ নয় বাপু; আমি সব লক্ষ্য করিয়াছি—নকুল আর সে নকুল নাই; তার হৃদয় পাষাণ।

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ধ্বনি সুরেশ শ্রবণ করিল।

লাবণ্য আবার কহিল,—"হুঁ।"

ত্রৈ। হুঁ ত—তার একটা উপায় ক'র্‌তে হবে?

লাবণ্য। উপায় কি করিব? আমার অদৃষ্টে সুখ নাই।

ত্রৈ। সুখ নাই—আমি বলিতেছি খুব সুখ আছে।

লাবণ্য কোন কথা কহিল না; ত্রৈলোক্যবাবু কহিলেন,—"নকুল ত বিবাহ করিবে না।"

লাবণ্য। না।

ত্রৈ। তাহা হইলে সুরেশ তাহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী।

লাবণ্য। একথা ত নকুল প্রকাশও করিয়াছে।

ত্রৈ। সুরেশ ছোকরা বেশ—চেহারাটিও যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি।

লাবণ্য। তাতে আমার কি?

ত্রৈ। তোমার কি! তুমি অন্ধ নও—ছেলে মানুষটি নও; সুরেশ তোমার অনুরাগী, তা—

সুরেশের বক্ষঃস্থল ঘন স্পন্দিত হইতেছিল, তাহার শ্বাস প্রশ্বাস রো হইয়া আসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল,—"নকুল—নকুল তার শত্রু কেবল এক ঐশ্বর্য্য লাভের বিঘ্নস্বরূপ নহে—এই রমণী রত্ন লাভেরও অন্তরায়।"

লাবণ্য যে নকুলেশ্বরের অনুরাগিণী, তাহা বুঝিতে সুরেশের বিল হইল না।

লাবণ্য কহিল,—"অনুরাগী! সুরেশ!"

ত্রৈ। হাঁ হে বাপু, আমি ত তোমার মত অন্ধ নই; যাই হোক নিজের কাজ বুঝিয়া করিবে; নকুল যদি নিতান্তই বিবাহ না করেন সুরেশ মন্দ পাত্র নয়।

লাবণ্য। সুরেশকে আমি ভালবাসিতে পারি না—

ত্রৈ। মন্দ কথা নয়—ভালবাসাটা একটা শিশুর কল্পনা—বাতুলে প্রলাপ; ভালবাসার জন্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ!

লাবণ্য। বিবেচনা করিয়া আপনার কথার উত্তর দিব।

ত্রৈ। ভাল—ভাল; কাজ ভুলিও না।

অতঃপর ত্রৈলোক্যবাবু প্রস্থান করিলেন; লাবণ্য তথায় দাঁড়াই রহিল;—তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক গভীর চিন্তায় পূর্ণ—তাহার হৃদয় গুরুভারা ক্রান্ত। নকুলকে সে প্রকৃতই ভালবাসিত—সে ভালবাসা আজ ছেদ করিতে হইল।

ত্রৈলোক্যবাবু প্রস্থানের পর দ্বারপথে পুনরায় গুরু পদশব্দ হইল সে পদশব্দ সুরেশের পরিচিত; সুরেশ লাবণ্যের দিকে একপদ অগ্রস

হইয়াছিল—কিন্তু সেই পদশব্দ শ্রবণে পুনরায় ঘোর অন্ধকারের আবরণে লুকাইল।

নকুলেশ্বরের আনন্দময় কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, তিনি বলিতেছিলেন,—"ভারি অন্ধকার; চাকরগুলা যদি এই জায়গাটায় একটা আলোক দেয়। উঃ, কি গরম—এ কে? লাবণ্য যে!"

লাবণ্য। হাঁ—আমিই।

নকুল। সুরেশকে দেখিয়াছ?

লাবণ্য। না—

নকুল। বুঝি তার সেই রসায়ন পরীক্ষার ঘরে গিয়াছে; যদি তা' হয়, তা' হইলে তাকে আর আজ পাওয়া যাবেনা। বেশ ছোকরা, না?"

লাবণ্য অন্যমনস্কভাবে কহিল,—"হাঁ।"

নকুল। ছোকরার চেহারাটিও যেমন সুন্দর, বুদ্ধিমানও তেমনি।

নকুলেশ্বর দেশালাই জ্বালিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন, সেই দেশালাইএর আলোক সুরেশের দেহের উপর পতিত হইল—সুরেশ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার পূর্ব্ববৎ অন্ধকার। নকুলেশ্বর পূর্ণবেগে সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

লাবণ্য কহিল,—"তুমি—সুরেশকে বড় ভালবাস।"

নকুল। নিশ্চয়ই; সুরেশ যে আমার উত্তরাধিকারী।

লাবণ্য। উত্তরাধিকারী!

নকুল। হাঁ—আমি ত বিবাহ করিব না।

লাবণ্য। ওঃ—বুঝিয়াছি।

নকুলেশ্বর হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য একবার ওষ্ঠ দংশন করিলেন; তৎপরে কহিলেন,—"দেখ লাবণ্য! আমার বোধ হয় তুমি আমাদের পূর্ব্ব

সম্ভাবের বিষয় এখনও মনে করিয়া রেখেছ,—কিন্তু না—সে সব শেষ হইয়াছে। আমি একটু স্বাধীনভাবে কথা কহিতেছি বলিয়া কিছু মনে করিও না।”

লাবণ্য। না।

নকুল। বেশ কথা—সে সব শেষ হইয়া গিয়াছে; তোমার সেটা একটা ভুল হইয়াছিল, সময় মত সে ভুলটা যে বুঝিতে পারিয়াছিলে—

লাবণ্য। আমি—আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম ?

নকুল। যাক্—সে কথায় আর আবশ্যকতা নাই—সে সব অতীত কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

লাবণ্য। হাঁ—সেই ভাল; আমিই অপরাধিনী—আমার শাস্তি আবশ্যক; আমি তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তুমি ত শান্তি পাইয়াছ, আর এক জনকে ভালবাসিয়াছ; নকুল! মিথ্যা কথা বলিও না।

নকুলেশ্বর পুনরায় ওষ্ঠ দংশন করিলেন; তাহার হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নকুলেশ্বর কহিলেন,—“হাঁ—তোমার নিকট মিথ্যা কথা বলিব কেন? তোমার ধারণা ঠিক; আর একজন ছিল বটে।”

লাবণ্য উভয় হস্ত দ্বারা প্রকম্পিত বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিল—নকুলেশ্বরের স্বীকার উক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবল আঘাত করিল। সে একটু সরিয়া নকুলের অধিকতর সন্নিহিতা হইয়া নিম্নস্বরে কহিল,—“নকুল! সে সৌভাগ্যবতী কে? সে কি সুন্দরী?”

নকুলের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, বুঝি নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রুও দেখা দিয়াছিল; লাবণ্য তাহা লক্ষ্য করিল না।

নকুলেশ্বর বিচলিতভাবে কহিলেন,—"না—সে কথা বলিবার নয়—বলিবার নয়—"

লাবণ্য। আমার পরিচিতা কেহ কি ?

নকুল। না।

লাবণ্য। খু—ব সুন্দরী ?

নকুল। তার—মা—না লাবণ্য, তাহার কথা বলিতে আমার ইচ্ছা নাই ; সুরেশের সম্বন্ধে যা' বলিতেছিলাম সেই কথাই হউক।

লাবণ্য নীরব—বুঝি পৃথিবী তাহার শূন্য বোধ হইতেছিল ; এই নির্জ্জন অন্ধকারে যাহাকে ভালবাসে, তাহার পার্শ্বে সে দাঁড়াইয়া,—কি সেই প্রণয়ীর হৃদয় পাষাণ !

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"লাবণ্য ! সুরেশ তোমার রূপের পক্ষপাতী হইয়াছে।"

গুপ্তশ্রোতা সুরেশের হৃদয়স্পন্দন স্তব্ধ হইল, তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া সেই কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল।

লাবণ্য ওষ্ঠ দংশন করিয়া কহিল,—"আর তুমি—তুমি এসেছ তার ঘটকালী করিতে ! উপযুক্ত বটে—"

নকুল। জ্ঞান ত আমার সকল কাজেই গলদ ; তা' হইলেও ভাবিয়া দেখ লাবণ্য—সুরেশ আমার পরম আত্মীয়, তাহাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। তার শুষ্ক মুখখানি দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমি যে জন্য তোমাকে বলিতে এসেছি, তার কারণ, আমি তার অভিভাবক, সে নিজে বড় লাজুক কোন কথা বলিতে জানে না। সুরেশের অবস্থা ভাল নয়—এই জমিদারী আমি না আসিলে তারই হইত, এখন সে মনে করে তোমার স্বামী হইবার অনুপযুক্ত। তার হৃদয় এমন সুন্দর এমন

সরল যে, সে বেদনা বুকে করিয়া মরিবে সেও ভাল, তবু অপমানিত হইবে না।

লাবণ্যের শ্বাস ঘন বহিতে লাগিল—সে নকুলেশ্বরের নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া গেল।

নকুল। কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া ঘটকালী করিতে হইতেছে।

লাবণ্য। বাধ্য হইয়া!

নকুল। হাঁ—সে আমার উত্তরাধিকারী, তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে সুখী দেখিয়া যাই ইহাই আমার ইচ্ছা। আর সে তোমাকে না পাইলে কখনই সুখী হইবে না; আমি তাহার হাবভাব লক্ষ্য করিয়াছি, তুমিও যে না করিয়াছ তা' নয়। এখন আমাদের বিগত বন্ধুত্বের যদি কিছুমাত্র—

লাবণ্যের হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল, সে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"নকুল! একি প্রতিহিংসা?"

নকুল। প্রতিহিংসা! তুমি রাগ করিলে লাবণ্য! ক্ষমা কর, আমি সকল সময় যেমন স্বাধীনভাবে তোমার সঙ্গে—

লাবণ্য। না—না—তোমার কোন দোষ নাই; বোধ হয় সুরেশ বাবু তোমার নিকট খুব কৃতজ্ঞ হইবেন—

নকুল ঈষৎ প্রফুল্লভাবে কহিলেন,—"তা' হইলে তুমি রাগ কর নাই! এ বিষয় তাহা হইলে মনোযোগ দিবে?"

লাবণ্য। আমি বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব।

তৎপরে হঠাৎ লাবণ্য উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—উন্মাদের বিকট হাস্য। নকুলেশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন—সে হাস্য তাঁহার প্রতি ধমনীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; বুঝিলেন, উহা হতাশ প্রণয়ের হাস্য; বুঝিলেন লাবণ্য তাহার সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নকুলেশ্বর পাষাণ।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"চল, এখন ঘরে চল—বাতাস বড় ঠাণ্ডা।"

লাবণ্য। না—না—আমি আর একটু এখানে থাকি; আমার গরম বোধ হইতেছে।

নকুলেশ্বর প্রস্থান করিলেন। তখন সুরেশ গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইল—তাহার দেহ কম্পিত হইতেছিল; কম্পিত চরণে সাবধানে সেই উজ্জ্বলান্ধকারে সুরেশ ধীরে ধীরে লাবণ্যের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; চিন্তা-ক্লিষ্ট-হৃদয়া লাবণ্য তাহা লক্ষ্য করিল না, সুরেশ তখন ধীরে ধীরে অধিকতর সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"লাবণ্য।"

লাবণ্য চমকিয়া উঠিল; উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুরেশের দিকে চাহিয়া কহিল,—"সুরেশবাবু! আপনি গোপনে বুঝি সব শুনিতেছিলেন। কাপুরুষ!"

লাবণ্য গৃহ প্রবেশের জন্য দ্বারাভিমুখিনী হইল; সুরেশ তাহার বাহু ধারণ করিল এবং উন্মাদের ন্যায় কহিল,—"যেও না—দাঁড়াও।" লাবণ্য দাঁড়াইল।

সুরেশ কহিল,—"হাঁ—আমি গোপনে সব শুনিয়াছি; যা শুনিয়াছি তা সত্য; লাবণ্য, আমি সত্যই তোমাকে ভালবাসি—যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছি, সেই দিনই আত্মহারা হইয়া ভালবেসেছি, তুমিও যে তা' বুঝিতে পার নাই এমন নয়; কিন্তু—কিন্তু আমার সে ভালবাসা বাতুলের কল্পনা! আমি তোমার কত নীচে; তা' ছাড়াও—লাবণ্য, তুমি নকুলেশ্বরকে ভালবাস, আমার মত হতভাগ্যকে কি কখন তুমি ভালবাসিতে পারিবে? কখন না—সুতরাং আমি তোমার নিকট তা' চাহিতেও কুন্ঠিত। তবে,—নকুলকে যে তুমি ভালবাস, তার বিনিময়ে কি পাইয়াছ?"

লাবণ্যের হৃদয়ে যেন বিষের ছুরি বিঁধিল—নকুলেশ্বর অন্য রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, ইহা ভাবিতেও তাহার হৃদয়ে তুষানল জ্বলিতে লাগিল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় কহিল,—"তুমি আমাকে ভালবাস! তার প্রমাণ—প্রমাণ কি ?"

সুরেশ। কি প্রমাণ চাও ?

লাবণ্য। তাকে নষ্ট কর—তার সর্ব্বনাশ কর।

সুরেশ একটু নীরস হাস্য করিয়া কহিল,—"সেটা কি সম্ভব? নকুল আমা হইতে—"

লাবণ্যের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ বিকীরণ করিতে লাগিল; পিশাচী তাহার হৃদয় অধিকার করিল; সে কহিল,—"ভীরু—কাপুরুষ! ভালবাসার অভিনয় ত বেশ করিতেছ? নীচ! যদি আমাকে ভালবাসিতে তবে আমায় অপমানিতা দেখিয়া নীরব থাকিতে না। শুন কাপুরুষ, আমার ভালবাসা শুন, তুমি এই বাটীর অন্নদাস—তুমি নকুলেশ্বরের পায়ের ধূলা; তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; তবে যদি তুমি স্বাধীনভাবে এই ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইতে পার, আমি তোমাকে ভালবাসিব।"

সুরেশ স্থির—অবিচলিত ভাবে মৃদুস্বরে কহিল,—"আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম।" লাবণ্য শিহরিয়া দূরে সরিয়া গেল!

সুরেশ কহিল,—"তুমি বিদ্রূপ করিতেছ—"

লাবণ্য। না—না—আমি সত্যই বলিয়াছি—আমি—

সুরেশ। উত্তম—আমিও অঙ্গীকার করিয়া গ্রহণ করিতেছি; এখন প্রণয়ের নিদর্শন দাও—"

লাবণ্য আবার শিহরিয়া উঠিল; একবার সুরেশের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল—পরক্ষণে তাহার মুখমণ্ডল পৈশাচিকভাব ধারণ

করিল,—তাহার দৃষ্টি পৈশাচিক অনল বর্ষণ করিতে লাগিল। সে বেগে সুরেশের সন্নিহিতা হইয়া কহিল,—"নাও—"

সুরেশ অবনত হইয়া তাহার কুসুম-স্তবক তুল্য সুকোমল—সরস ওষ্ঠে উত্তপ্ত চুম্বন করিল; লাবণ্য একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বেগে দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিল। সুরেশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লাবণ্য কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া একবার সুরেশের দিকে ফিরিয়া দেখিল; তাহার হৃদয়ে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, প্রতিহিংসা যুগপৎ দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হত্যাকারী।

মথুরবাবু ভগ্নপদ হইয়া দ্বারে পড়িয়া রহিলেন; কিষণলাল গাড়োয়ানকে জোরে হাঁকাইতে বলিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি চাঁদপালঘাটজেটিতে আসিয়া নামিলেন; দেখিলেন, ইন্‌স্পেক্টরবাবু অস্থিরভাবে পদচারণ করিতেছেন।

কিষণলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

ইন্। উঁ—হুঁ—বড় সুবিধা নয়।

কিষণ। সুবিধা নয় কি? জাহাজ সন্ধান করা হইয়াছে?

ইন্। তা' কি আর না করিয়াছি; দু'বার অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল হয় নাই। রাইমোহনের যেরূপ চেহারা শুনিয়াছিলাম, সে রকম চেহারার কোন লোক দেখিতে পাই নাই। জাহাজ ছাড়ার আর দশ মিনিট বাকী আছে।

কিষণ। চলুন, আবার সন্ধান করা যাক। সে নিশ্চয় আজ যাইবে।

ইন্। একটু—একটুখানি অপেক্ষা করুন—

কিষণ। কারণ?

ইন্। কারণ আছে; যখন জাহাজ সন্ধান করিতে থাকি, তখন দ্বিতীয় শ্রেণী মহিলা-কেবিনে এক যুবতীকে দেখিতে পাই, তাঁর সঙ্গে দু' একটি কথাবার্ত্তা হয়। রাইমোহন যে আজ নিশ্চয় যাবে, তাঁহারও

সেই বিশ্বাস—সে তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে বলিয়াছে। তাই তিনি প্রায় একঘণ্টা হইল জাহাজে বসিয়া আছেন, কিন্তু রাইমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। রাইমোহন তাঁহার প্রণয়ী এবং তাঁহার সহিত প্রতারণা করিতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস; আরও তাঁহার বিশ্বাস—রাইমোহন হয় ত জাহাজের কোন জায়গায় লুকাইয়া থাকিতে পারে।

কিষণলাল অদ্ভুতভাবে ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিলেন; ইন্‌স্পেক্টর আবার কহিলেন,—"যুবতী আমাকে ভরসা দিয়াছেন যে, যদি রাইমোহন জাহাজে থাকে—জাহাজ ছাড়িবার সময় সে হয় ত বাহির হইবে এবং যুবতীও সন্ধান করিতেছেন; আমাকে তিনি সঙ্কেত করিবেন, কথা আছে।"

কিষণলালের মুখ গম্ভীর হইল—এই সময় জাহাজ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা দিল। জাহাজের রেলিংএর নিকট এক যুবতী আসিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে কি সঙ্কেত করিল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু কহিলেন,—"না—সে বদমায়েসটা জাহাজে আসে নাই।"

কিষণ। অসম্ভব—সে আজ যাইতে বাধ্য। চলুন, আমরা নিজে অনুসন্ধান করিব।

তখন উভয়ে ঘাটবাবুর নিকট গিয়া জাহাজ বিলম্বে ছাড়িতে অনুরোধ করিলেন,—পুলিশের লোক,—সরকারী কার্য্য, সুতরাং ঘাটবাবু জাহাজ অতিরিক্ত দশ মিনিট বিলম্ব করিতে সম্মত হইলেন।

দুইজনে তখন জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক কেবিন, ডেক, এমন কি কলঘর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিলেন—কোন ফল হইল না। কিষণলালবাবু তখন নদীবক্ষের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া

ক্ষণেক কি চিন্তা করিলেন—পরে বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-কেবিনে উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন।

এক যুবতী সলজ্জভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। কিষণলাল কহিলেন,—"বাছা! তুমি কি রাইমোহনের সঙ্গে যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে?"

যুবতী। হাঁ—

কিষণ। রাইমোহনকে কি দেখেছ?

যুবতী। সকালে দেখেছিলাম—জাহাজে আমাকে আগে আসিতে বলিয়াছিল—

কিষণ। তা—সে আসে নাই?

যুবতী। না।

কিষণ। তুমি একটু বাহিরে এস—একটা গোপনে কথা আছে।

যুবতী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাহিরে আসিল;—কিষণলালের দৃষ্টি অবনত হইয়া তীক্ষ্ণভাবে যুবতীর গতি নিরীক্ষণ করিতেছিল,—যুবতী বাহিরে আসিলে কিষণলাল কহিলেন,—"রাইমোহন দেশ ত্যাগ করিবে কেন?"

যুবতী। তা'—তা' ত আমি জানি না।

কিষণ। শুন নাই?

যুবতী। না—

কিষণ। রাইমোহন যে ডাক্তারের কাছে থাকিত, তাঁর স্ত্রীকে কাল খুন করিয়া পলাইতেছে।

যুবতী। খুন!

কিষণলাল ক্ষিপ্রহস্তে যুবতীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং একগাছি হাতকড়ি বাহির করিয়া কহিলেন,—"রাইমোহন! মালতীর হত্যাকারী বলিয়া আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। ইন্‌স্পেক্টরবাবুর চক্ষে ধূলা দেওয়া সহজ কিন্তু আমার চক্ষে ধূলা দেওয়া তোমার কাজ নয়।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু সবিস্ময়ে এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন—এক্ষণে তিনি কহিলেন,—"কিষণবাবু! বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনি বুঝিলেন কিরূপে?"

কিষণ। বুঝিলাম—প্রথম উহার গতি দেখিয়া,—কেবিন হইতে বাহির হইবার সময় আগে ডাইন পা বাড়াইয়া দিয়াছিল। তারপর চিনিলাম উহার চোখ দেখিয়া; উহার চক্ষে রমণীসুলভ অপাঙ্গ নাই। রাইমোহনকে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি—সে অদ্ভুতভাবে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে বটে, বোধ হয় মথুরবাবুও চিনিতে পারেন না, কিন্তু আমার চখে ধূলা দেওয়া তাহার কাজ নয়।

রাইমোহন কহিল,—"আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন কেন?"

কিষণ। তোমার অপরাধ একটি নয়; তুমি মালতীকে হত্যা করিয়াছ—তুমি মথুরবাবুর সিন্দুক হইতে বাইশ হাজার টাকার নোট চুরি করিয়াছ এবং তাহার পূর্ব্বে একদিন তুমি মথুরবাবুর নামের দশ হাজার টাকার এক জাল চেক ভাঙ্গাইয়াছ।

রাইমোহনের মুখ উজ্জ্বল হইল—সে কহিল,—"বড় আশ্চর্য্য! প্রথম দুইটি অপরাধ আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছি—তৃতীয় অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে! আমি প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে দশ হাজার টাকার একখানি জাল চেক ভাঙ্গাইয়াছি।"

কিষণ। তুমি কাল বৈকালে মথুরবাবুর বাড়ী গিয়াছিলে?

রাই। একবারও না—তবে মথুরবাবুর সঙ্গে আমার পথে বৈকালে দেখা হইয়াছিল বটে এবং সেই সময় আমি দেশ ত্যাগের সংকল্পের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

কিষণ। প্রমাণ আবশ্যক। এখন আমার সঙ্গে এস।

তখন সকলে জাহাজ হইতে নামিলেন; রাইমোহনকে লইয়া কিষণ-লালবাবু ও ইন্‌স্পেক্টর গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী দ্রুতগতি মথুরবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল; তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও দু'জনে কিছুই আহার করেন নাই। মথুরবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া এক ভয়ানক ব্যাপার দেখিলেন। দ্বার-বেদিকার উপর লম্বমান অবস্থায় মথুরবাবু পতিত; তাঁহার জীবন বাহির হইয়া গিয়াছে; পার্শ্বদেশে একটি শূন্য শিশি পড়িয়া রহিয়াছে এবং এক-টুকরা কাগজ। কিষণলালবাবু উভয় দ্রব্যই কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন,—"ইন্‌স্পেক্টর বাবু! ব্যাপার ত মন্দ নয়!"

তৎপরে শিশির আঘ্রাণ লইয়া কহিলেন,—"বেলেডোনা—যা'তে মালতীর মৃত্যু হইয়াছে, তা'তেই মথুরবাবুরও এই নিয়তি! আত্মহত্যা!"

তৎপরে তিনি কাগজখানি দেখিতে লাগিলেন—পেনসিল দিয়া কাগজ-খানির আদ্যোপান্ত লিখিত। পাঠ শেষ হইলে কিষণলালবাবু একবার ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিলেন—তৎপরে পত্রখণ্ড তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"বাঃ! পরিষ্কার জলের মত।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু পাঠ করিলেন—

"কিষণলালবাবু—

"আপনি যে বলিয়াছিলেন—মালতীর হত্যাকারী এ জগতে থাকিতে তাহার নিস্তার নাই—তাই আমি এ জগত হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম;

মালতীকে আমিই হত্যা করিয়াছি। আমার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে, তাই বুঝি আমার জীবনের সমস্ত পাপ কথা প্রকাশ না করিলে শান্তি পাইতেছি না—তাই বুঝি নরকের দিকে আমার বেশী টান হইয়াছে। এই আমার প্রথম মহাপাপ নহে, ইতিপূর্ব্বে আমার দুই স্ত্রীকেও আমিই হত্যা করিয়াছিলাম। অর্থ আমার জীবনের একমাত্র লালসা হইয়াছিল। অর্থ যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমার পাপহৃদয় ক্ষণেকের জন্য তৃপ্ত হইত,—পিশাচী লালসা কাণে কাণে মধুর পাপ কথা বলিত। মালতীর জীবন বীমা করা ছিল—দশহাজার টাকার বীমা; সেই টাকা লইবার জন্য আমি পিশাচের তাড়নায় উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলাম। মালতী যুবতী—সুন্দরী—সময়ে সময়ে তাহার প্রতি আমার মমতা হইত; কিন্তু পিশাচে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে কোমলত্বের স্থান ছিল না—অনুতাপের স্থান ছিল না; আজ অনুতাপের উদয় হইয়াছে—তাই আমার কামনা ভঙ্গ হইল—তাই আজ চিরযাতনা ভোগ করিতে ঘোর নরকে চলিলাম। মালতীর মেজের উপর আমিই ঔষধ বিনিময় করিয়া বেলেডোনা রাখিয়াছিলাম। তাহার পর রাত্রে যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম, আমার পৈশাচিক বাসনা পূর্ণ হইয়াছে; মালতীর নবলতিকার ন্যায় সুকুমার দেহ প্রাণহীন হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে। আমার বড় ভয় হইল; আমি দেখিলাম, সহজমৃত্যু প্রমাণ করা সম্ভব হইবে না—অনেক চিন্তার পর থানায় সংবাদ দেওয়াই ঠিক করিলাম। সেই রাত্রে রাইমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া দেশত্যাগ করিতে সম্মত করিলাম—তারপর যা হইয়াছে সব আপনি জানেন। মনে করিয়াছিলাম—রাইমোহনের উপর দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি পাইব—কিন্তু আপনার

মুখের ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল—হৃদয়ে অনুতাপের উদয় হইল। সিন্দুকে আমি কোন টাকা রাখি নাই—আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম; সিন্দুক আমিই খুলিয়া রাখিয়াছিলাম; ইতিপূর্ব্বে রাইমোহনের নামে আমার স্ত্রীর গহনা চুরির যে অভিযোগ করিয়াছিলাম, তাহাতেও সে বেচারার দোষ নাই; রাইমোহনের চরিত্রে পূর্ব্ব হইতে সকলের সন্দেহ জন্মাইয়া রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমার অনেক অর্থ আছে,—ব্যাঙ্কে আমার আশি হাজার টাকা আছে; আর আমার স্ত্রী তাহার প্রতিপালিতা মাতার নিকট যে আট হাজার টাকা পাইয়াছিল, তাহাও ঐ ব্যাঙ্কে আছে। এই সকল টাকা আমি আপনার উপর ভার দিয়া যাইতেছি—আমাদের প্রত্যক্ষ কোন ওয়ারেশ নাই—যদি কেহ ওয়ারেশ হয় দিবেন; নতুবা যা আপনার ইচ্ছা হয় করিবেন।"

"মথুর।"

পত্রপাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন,—"আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

কিষণলালবাবু বিষণ্ণভাবে কহিলেন,—"কি শোচনীয় ব্যাপার! এখন লাশ শবমর্গে পাঠাইতে হয়। কিছু না খাইয়া এখন আর পারি না।" তখনই একজন কনেষ্টবল খাদ্য আনিতে প্রেরিত হইল।

জলযোগ সমাপ্ত করিয়া কিষণলালবাবু রাইমোহনকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন; তৎপরে ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময় হেমন্তবাবুর জুড়ি সবেগে আসিয়া তথায় দাঁড়াইল এবং সাবিত্রী অবতরণ করিল।

চতুর্থ খণ্ড।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাসায়নিক পরীক্ষাগার।

প্রেম! তোমার ক্ষমতা অবিসম্বাদিত; তুমি কটাক্ষে এই বিরাট বিশ্বে অমৃতের তুফান উঠাইতে পার—আবার ভ্রুভঙ্গিতে সমুদয় বিশ্বে ভীষণ প্রলয়াগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পার। তুমি দেবতা—আবার তুমিই পিশাচ; তুমি স্বর্গ—আবার তুমিই ঘোর নরক। কখন তুমি অতি শান্ত—সৌম্য মূর্ত্তিতে মানবের হৃদয় আশ্রয় করিয়া তথায় পরম শান্তিময় নন্দনকানন সৃজন কর,—আবার কখন বা বিভীষিকাময়—পিশাচ মূর্ত্তিতে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া মানব হৃদয় ঘোর রৌরবে পরিণত কর; তুমি মোহ, আবার তুমিই মোক্ষ; যখন তুমি মানবের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাকে নারীর রূপের প্রতি আকৃষ্ট কর, তখন তুমি মোহ; আবার যখন তুমি প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হও, তখন মোক্ষ। তোমার লীলা মানবের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন—যাহার হয় সেই ধন্য!

আজ তুমি সুরেশের হৃদয়ে মোহরূপে আসন গ্রহণ করিয়াছ,—তাহার হৃদয় নরককুণ্ডে পরিণত করিয়া তথায় নরকের অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছ, তথায় পিশাচের তাণ্ডবনৃত্যভূমি সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমার সহচরী পিশাচী লালসা—শতমুখী শিখা বিস্তার করিয়া সুরেশের পাপ হৃদয় জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাঙ্গন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরেশ বাটীর দক্ষিণভাগের দিকে চলিতে লাগিল; কিছুদূর গিয়া সে একটি কক্ষদ্বার প্রাপ্ত হইল এবং তাহার কীলক মুক্ত করিল। এইটি তখন রসায়ন আগার। কক্ষটি নীরব—অতি শান্ত। কক্ষ মধ্যে একটি অবরুদ্ধ আলোক জ্বলিতেছিল—আলোকটি এমনই ভাবে প্রস্তুত যে, তাহার উত্তাপ বাহির হইবার উপায় নাই। কক্ষ বাতায়নশূন্য, কেবল উর্দ্ধে একটি বাতায়ন—তাহার কপাট ইচ্ছানুরূপ মুক্ত করা যায়। ভৃত্য আহ্বান করিবার ঘণ্টার রজ্জু যে ছিদ্র দিয়া বাহিরে গিয়াছে সে ছিদ্রটিও অতি সাবধানে নির্ম্মিত। কক্ষমধ্যে বায়ুসঞ্চালন পথ সমুদয় অবরুদ্ধ।

সুরেশ একবার কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল; তাহার পরিচারিকা দেবী ঘুরিয়া ফিরিয়া কি করিতেছিল—সেই আলোকান্ধকার কক্ষে তাহাকে যেন ছায়ামূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল; একটি পারস্যদেশীয় মার্জ্জার তাহার সঙ্গে ফিরিতেছিল।

দেবী ক্রমে সুরেশের সন্নিহিতা হইল—সুরেশ ইঙ্গিতে কহিল,—"দেবি! তুমি বড় অন্যায় করিয়াছ; ত্রৈলোক্যবাবু তোমার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন।"

দেবী অঙ্গভঙ্গিতে কহিল,—"হাঁ—আমি তাঁহাকে দেখি নাই।"

সুরেশ। আর অমন করিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থেক না।

দেবী সম্মতা হইল এবং পুনরায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাকে বড় অসুস্থ দেখাইতেছে,—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।"

সুরেশ। ও কিছু নয়; তুমি এখন যাইতে পার।

দেবী তথাপি নড়িল না—অদ্ভুতভাবে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সুরেশ কহিল,—"তুমি এখন যাও।"

দেবী। আর কিছু করিতে হবে না ত ?

সুরেশ। কিছু না।

দেবী নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেল। সুরেশ তখন একখানি ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ে চিন্তার তুমুল তুফান! লাবণ্য তাহার হইতে সম্মত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রস্তাব বড়—

বড় কি! দৈবে সবই হইতে পারে; সুরেশ এই সম্পত্তির স্বাধীন অধিকারী হইলে লাবণ্য তাহাকে গ্রহণ করিবে; কিন্তু—তাহার আশা কোথায়! নকুলেশ্বর জীবিত—নকুলেশ্বর যুবক—স্বাস্থ্যবান।

নকুলেশ্বর! নকুলেশ্বর কে? লাবণ্যের প্রেমের নিকট নকুলেশ্বর অতি নগণ্য;—কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে ত? না—তাহা সম্ভব নয়; নকুলেশ্বর দীর্ঘজীবী হইবে।

পিশাচে ও দেবতায় যুদ্ধ বাধিয়াছিল; সত্ব ও তমোগুণ কলহপরায়ণ হইয়াছিল—অন্ধকার ও আলোকে দ্বন্দ্ব করিতেছিল। সেই যুদ্ধে সুরেশের হৃদয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল—তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের অণুমাত্র বল ক্রমে ভাসিয়া যাইতে লাগিল—দেবতার শান্তমূর্ত্তি ক্রমে বিলীন হইয়া পিশাচের উৎকট রমণীয় হাস্য দেখা দিতে লাগিল; আলোক স্তিমিত হইয়া অন্ধকারের রাজ্য বিস্তার করিল। বিষম পরীক্ষা!

পরীক্ষা! এ জগতই ত পরীক্ষাময়; সূক্ষ্ম বিচারক নির্ব্বিকার ভগবান যেমন দয়াময়—তেমনি নির্দ্দয়;—তিনি ন্যায় বিচারে অতি নির্ম্মম, তাই মানুষের এত হাহাকার—তাই মানুষ তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে উন্মাদ হইয়া তাঁহার নিয়মের নিন্দা করে; তাই অজ্ঞান মানুষ তাঁহার পূর্ণত্ব অনুভব করিতে সক্ষম নহে।

পরীক্ষায় সুরেশ অকৃতকার্য্য হইল—পিশাচে আত্মসমর্পণ করিয়া সে

শান্তির স্নিগ্ধ আশ্রয় হারাইল। স্নেহ, মমতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, প্রণয় প্রভৃতি সে পিশাচের প্ররোচনায় বিসর্জ্জন দিল ; মোহের আপাতমধুর বিলাসলীলায় আত্মসমর্পণ করিয়া সে উন্মাদ হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাহার মুখমণ্ডল দানবীয় দৃঢ়তা ধারণ করিল ; তখন সে উঠিল ; একবার কক্ষের ছিদ্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

অগ্নির উপর একখানি কটাহে কি ফুটিতেছিল, সুরেশ তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং নতমুখে সেই উদ্বেলিত তরল পদার্থ নাড়িতে লাগিল। একরূপ নীলবর্ণের ধূম উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাহার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল।

সুরেশ তখন একটি আলমারি খুলিল এবং একখণ্ড মসলিন গ্রহণ করতঃ উহা একটি পাত্রস্থ তরল পদার্থে সিক্ত করিল এবং নিজ মুখে ও নাসিকায় আবদ্ধ করিল। তৎপরে পুনরায় সাবধানে দ্বারের বায়ুপ্রবেশ পথগুলি পরীক্ষা করিল ; যখন বায়ুর সঞ্চালন সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইল, তখন সে পুনরায় সেই কটাহের নিকটে উপস্থিত হইল এবং একটি কাচপাত্র হইতে তন্মধ্যে কি নিক্ষেপ করিল। একরূপ নীলপীত ধূম বেগে উত্থিত হইয়া নিমেষের মধ্যে কক্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই সধূম কক্ষে তীব্র এক চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইল। সুরেশ চাহিয়া দেখিল,—পারস্য দেশীয় বিড়ালটি লাফাইয়া টেবিলের উপর উঠিয়াছে এবং যাতনাক্লিষ্টভাবে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিকট পৈশাচিক হাস্য করিয়া সুরেশ কহিল,—"আহা! বড় কষ্ট হইতেছে, পুষি! তা'—কি করিব! তোমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি ঘরে ছিলে।"

বিড়ালটির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল ; সুরেশ আবার কহিল,—"নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, পুষি! তুমি কেন?—অতি বলবান মনুষ্য পাঁচ মিনিট এই বায়ু সহ্য করিতে পারে না।"

সুরেশ তখন বিড়ালটির সন্নিহিত হইয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল; অমনি বিড়ালটি পড়িয়া গেল এবং তীব্র চীৎকার করিতে করিতে দেহ আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে লাগিল—পরক্ষণে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। সুরেশ তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল,—"শেষ হইয়া গিয়াছে! বেশ,—বেশ। তোমার যদি একটা প্রাণ না হইয়া পাঁচটা হইত তাহা হইলেও এই উগ্র বিষাক্ত বায়ুতে রক্ষা ছিল না।"

তখন সেই নরকের প্রতিরূপ রসায়নাগারে সুরেশ পদচারণা করিতে লাগিল; নকুলেশ্বর! নকুলেশ্বর তাহার পথের বিঘ্ন—তাহার পরম শত্রু। শত্রুর সহিত হৃদ্যতা কি? কৃতজ্ঞতা!—দুর্ব্বল হৃদয়ের কথা। আত্ম-সুখের নিকট কৃতজ্ঞতা! কিসের কৃতজ্ঞতা?

এই সময় বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং দ্বারে আঘাত হইল। সুরেশ সচকিতে মৃত মার্জ্জারটিকে একটি গুপ্তস্থানে রক্ষা করিল,—বায়ুপথ সমস্ত মুক্ত করিয়া দিল এবং নিজের নাসিকাবন্ধন খুলিয়া যথাস্থানে রাখিল। তীব্রগন্ধময় ধূম শীঘ্র বাহির হইয়া গেল; সুরেশ তখন দ্বার মুক্ত করিল। নকুলেশ্বর হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"কি অদ্ভুত সখ তোমার! কি করিতেছিলে?"

সুরেশ। একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র।

নকুলেশ্বর হাসিয়া কহিলেন,—"কেবল এই ছেলেখেলা লইয়া থাকিলে কি চলিবে? বিষয় কাজ আমার ভাল লাগে না,—তোমার সব দেখা উচিত। আমার দ্বারা যদি নষ্ট হয়, তোমারই যাবে,—পরিণামে আমাকে দোষ দিতে পারিবে না!"

সুরেশ একটু ম্লান হাস্য করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিষণলাল।

সাবিত্রীকে ডাকিয়া লইয়া কিষণলাল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ইন্‌স্পেক্টরবাবু মথুরের শবপার্শ্বে রহিলেন। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কিষণলাল কহিলেন,—"চঞ্চলা! তোমার মালতী দিদিরও মৃত্যু হইয়াছে। পাষণ্ড মথুর সে সোণার প্রতিমা বিষ প্রয়োগে নষ্ট করিয়াছে।" কিষণলালের নয়ন সজল হইয়া উঠিল।

সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল; মালতীর প্রতি তাহার প্রকৃতই স্নেহ সঞ্চার হইয়াছিল। কিষণলাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"এখন এস, অনেক কথা আছে—এস, আগে মালতীর শব দেখি; মালতীর শব মর্গে পাঠান হইবে না।"

কিষণলাল আবার এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—তাঁহার শ্রমক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে বিষাদের এক ঘন ছায়াপাত হইল; তিনি অস্ফুটভাবে কহিলেন,—"এই জীবনের এই পরিণতি!"

উভয়ে মালতীর শয়নকক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন—দ্বার তখন অবরুদ্ধ! কিষণলাল দ্বার মুক্ত করিলেন,—তাঁহার বিকম্পিত করবিতাড়িত হইয়া দ্বার শব্দিত হইল! দুজনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্ময় চরম সীমায় উঠিল,—ইতিপূর্ব্বে যাহাকে

বাতবিচ্ছিন্ন বাসন্তি বল্লরীর ন্যায় শয্যার উপর পতিত দেখিয়াছিলেন, সেই মালতী উঠিয়া শয্যার উপর বসিল; কিষণলাল এক পদ পশ্চাতে হঠিলেন—কিন্তু তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া মালতীর শয্যার সন্নিহিত হইলেন।

সাবিত্রীকে কিষণলালবাবুর সহিত দেখিয়া মালতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"চঞ্চলা! ইনি কে?"

মৃত মনুষ্যের বাক্‌শক্তি! বিস্ময়কর! মালতী মরে নাই, ঘুমাইয়াছিল।

সাবিত্রী। ইনি কিষণলালবাবু।

মালতী। আমি এত ঘুমাইয়াছি—ডাক নাই কেন? বেলা কয়টা?

সাবিত্রী। বারটা।

মালতী। তা' আমার ঘুমের বড় অপরাধ নাই—সমস্ত রাত্রি মাথা ধরার যাতনায় ছট্‌ফট করিয়াছি, কেহ কাছে ছিল না,—ভোর হওয়ায় অল্প একটু ঘুমাইয়াছি। কিষণলালবাবু কে? বাবু কোথায়? উঃ, কাল রাত্রে এত দুঃস্বপ্ন দেখেছি!

সাবিত্রী কিষণলালবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিষণলালবাবু কহিলেন,—"ভদ্রে! আপনি একটু স্থির হউন; কাল রাত্রে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—সময়ে বলিব।"

মালতী। চেয়ারে বসুন;—চঞ্চলা! তুমি একটু চা তৈয়ারি কর। হুঁ, এখন বলুন দেখি, ব্যাপার কি?

কিষণ। ব্যাপার বড় ছোট খাট নয়—কোন দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

মালতীর বক্ষঃস্থল শুষ্ক হইয়া উঠিল—কহিল,—"বলুন—আমার প্রাণে শক্তি আছে। দুঃখের সংবাদে এ হৃদয় কাতর হবে না।"

কিষণ। আপনার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।

মালতী অবিচলিত ভাবে সংবাদ শ্রবণ করিল,—তিলেক নীরব রহিল, তৎপরে একটু বিকট হাস্য করিয়া কহিল,—"হঠাৎ মৃত্যু হইল কিরূপে?"

কিষণলালবাবু তখন আদ্যোপান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন; মালতী শুনিতে শুনিতে এক একবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সাবিত্রী চা লইয়া উপস্থিত হইল—কিষণলালবাবু ও মালতী চা পান করিতে লাগিলেন। কিষণলালবাবু ঘন ঘন মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন,—সে দৃষ্টি যেন কেমন কেমন! মালতীও অপাঙ্গে এক একবার কিষণলালবাবুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল,—বুঝি তাহার বাল্য-জীবনের বড় মধুর একখানি মুখ মনে পড়িতেছিল। চা পান শেষ হইলে, মালতী এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; কিষণলালবাবু মথু-রের লিখিত পত্রখানি মালতীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে মালতী শিহরিয়া উঠিতে লাগিল,—পাঠ শেষ হইলে তাহার ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল,—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; সে পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া কহিল,—"উঃ—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

কিষণলালবাবু তখন কহিলেন,—"চঞ্চলা! আমাকে কি চিনিতে পার?"

সাবিত্রী। হাঁ—আপনি কিষণলালবাবু।

কিষণলাল হাসিয়া কহিলেন,—"আর বেশী কিছু নয়?"

মালতী ব্যাকুলদৃষ্টিতে কিষণলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী। আবার কি?

"ভাল" বলিয়া কিষণলালবাবু কক্ষান্তরে গমন করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাগত হইলেন; রমণীদ্বয় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন—সাবিত্রী কহিল,—"দেবীপ্রসাদ দাদা।"

মালতী যেন কি এক দেবমূর্ত্তি দেখিল,—সে জগৎ সংসার ভুলিয়া গেল; বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"না—না, তোমার আরও রূপ আছে। তুমি কে? ও যে সেই চোক—সেই চোকের সেই দৃষ্টি! তুমি জগতের নিকট রূপ গোপন করিতে পার,—বাল্যসঙ্গিনীর কাছে পারিবে কেন? হাঃ—হাঃ—বল—বল, তুমি সেই কি না?"

কিষণলাল বিচলিত হইলেন—সাবিত্রী যেন সব প্রহেলিকাময় দেখিতে লাগিল—সব যেন স্বপ্ন বোধ হইতে লাগিল।

কিষণলাল কহিলেন,—"হাঁ—আমি সেই। কিন্তু আমি কি এখনও সেই আছি! না—মালতি, আমার এ হৃদয় শ্মশান হইয়া গিয়াছে; এ হৃদয় একদিন শ্যামল সপুষ্পিতবৃক্ষলতিকাপূর্ণ শান্তিময় উদ্যান ছিল, এখন মরুভূমি হইয়াছে; যে ফুল ফুটিয়াছিল—সে ফুল ঝরিয়া গিয়াছে! কিন্তু স্মৃতি—দগ্ধ স্মৃতি যায় নাই; মালতি, আর কি সে মালঞ্চে ফুল ফুটিবে—আর কি—"

কিষণলালবাবুর কণ্ঠ অবরুদ্ধপ্রায় হইল; মালতীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল,—আর সাবিত্রী,—সে যেন আর এ জগতে নাই। কতক্ষণ পরে মালতী কহিল,—"ও বেশ কেন?"

কিষণ। কেন? তুমি কি জান না? প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে, একটা কিছু ধরিয়া তোমাকে ভুলিতে।

মালতী। বেশ পরিবর্ত্তন কর,—অনেক দিন—কত যুগ দেখি নাই, একবার ভাল করিয়া দেখি।

কিষণ। তোমার আদেশ কখন অমান্য করি নাই; চঞ্চলা! আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে?

কিষণলালবাবু তখন পুনরায় কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং

সাবিত্রীকে এক বাল্‌তী জল আনিতে বলিলেন; সাবিত্রী জল দিয়া চলিয়া গেল—পরক্ষণে দিব্যকান্তি এক পূর্ণ যুবা পুরুষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালতী বলিয়া উঠিল,—"হেমন্ত—হাঁ—এইবার ঠিক হইয়াছে।"

সাবিত্রী হাঁ করিয়া হেমন্তবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; হেমন্তবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন,—"কি চঞ্চলা! বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে—না? আরও আশ্চর্য্য, আমি হেমন্তবাবু কিরূপে হইলাম; হেমন্তবাবু প্রৌঢ়, চুল গোঁপ অর্দ্ধেক পাকিয়াছে; কিন্তু আমি ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক। বড় আশ্চর্য্য হইতেছ!"

সাবিত্রী। হুঁ—না—তা' একটু—

হেমন্ত। চঞ্চলা! আমার প্রকৃত রূপ কেহই অবগত ছিল না; আজ তুমি জানিলে আর মালতী ত জানেই। তুমি আমার সব রূপেই স্নেহ করিয়াছ—কাজেই তুমি জানিলে;—সুরমাও জানে না।

সাবিত্রী। আর সুরমা আপনার কন্যা—

হেমন্ত। সে অনেক কথার কথা—এখনও এত কথা বলিবার আছে যে তাহা অফুরন্ত, কিন্তু এ সময় নয়। যে কাজ হাতে রহিয়াছে তাহার একটা হেস্তনেস্ত না করিলে চলে না। মথুরের লাশ মর্গে পাঠাইতে হবে—তার পর রাইমোহন যে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে লইয়াছে সে টাকাটা মালতীর,—আমি থাকিতে সে টাকা যাইতে দিতে পারি না; কতক হয় ত সে খরচ করিয়াছে—তা' হইলেও মথুর তাহাকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিল—তা' আছে; সুতরাং টাকাটার কিনারা হওয়াই সম্ভব।

মালতী। লাশ চালান না দিয়া পারা যায় না?

হেমন্ত। চেষ্টা করিতে পারি, সম্ভবতঃ চেষ্টা সফল হইতেও পারিবে

যাই হউক, উপস্থিত চালান না দিয়া লাশ একটু ভাল জায়গায় রাখিয়া দিই। তার পর আমি একবার বড় আফিসে গিয়া দেখি কি করিতে পারি।

মালতী কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"আবার আসিবে ত? কত দেরী হবে?"

হেমন্ত। এই আধ ঘণ্টা।

হেমন্তবাবু বাহির হইয়া গেলেন—মালতী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। হেমন্তবাবু অদৃশ্য হইলে মালতী একটু হাসিয়া সাবিত্রীকে কহিল,—"ভগ্নি! আজ আমার বড় নূতন সুখের দিন; উনি আমাকে ভুলিতে পারেন নাই।"

সাবিত্রী। মথুরবাবু—

মালতী। পিশাচ—পিশাচের অবতার; তুমি জান না চঞ্চলা, আমি নীরবে কি সহ্য করিয়াছি; নিজের অনিচ্ছাত্বেও বিবাহ হইয়াছিল—তারপর মনে করিলাম, স্বামীকে ভক্তি করিব—কিন্তু বিবাহের পরে দেখিলাম—নররূপধারী পিশাচ। বিবাহ করিয়াছিল যে জন্য, তা' সিদ্ধ হইল না। ভালবাসার জন্য বিবাহ করে নাই—প্রেমের জন্য বিবাহ করে নাই—এটা তার একটা ব্যবসায়। ভালবাসা! পিশাচের হৃদয়ে প্রেম! সে আমাকে একদিনও ভালবাসে নাই, আমি বরং চেষ্টা করিতাম ভালবাসা দিতে এবং পাইতে; আরও তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে—আজ এক বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে—ইহার মধ্যে এক শয্যায় এক রাত্রিও দুজনে যাপন করি নাই।

সাবিত্রী কি বলিবে—ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না; বিস্ময় এমনই আকস্মিক—এমনই গুরুতর হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিশাচের সংকল্প।

ভবানীপুরের বাড়ীতে প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকপাত হইতেছিল। সৌধচূড়া হইতে প্রাঙ্গনকোণ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান সেই আলোক অধিকার বিস্তারের জন্য ধাবিত হইতেছিল—নির্ম্মেঘ আকাশ বিরলনক্ষত্র হইয়াছিল, —দূরে—অতিদূরে আকাশের এক প্রান্তে স্তিমিতপ্রায় প্রভাতী নক্ষত্র নিস্তব্ধে ম্লান জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছিল ;—সম্মুখে হরিৎশোভা বিমণ্ডিত বিস্তৃত প্রান্তর উষার আলোক বিস্তারে অতি মনোহর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই সময়ে নকুলেশ্বর একাকী দ্বিতলের অলিন্দায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন—তাঁহার দৃষ্টি যেন দূরে কোন পদার্থলক্ষ্যে ধাবিত হইতেছিল। প্রভাতের মন্দবাতহিল্লোল তাঁহার অসংন্যস্ত কেশ সঞ্চালিত করিতেছিল, তাঁহার উত্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধস্পর্শে শীতল করিতেছিল।

নকুলেশ্বর আপন মনে কহিলেন,—"জীবনটা শুধু একটা শুষ্ক হাহাকার! সেই যে মহাসমুদ্রের বিরাট আন্দোলন দেখিয়াছিলাম—জীবনও বুঝি তাহারই মত। সমুদ্রের হৃদয় কখন স্থির হয় না—মানুষের জীবন হয় কি? এ বিরাট বিশ্বে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কে আসিয়াছে—কে জীবিত আছে? তবে আকাঙ্ক্ষা বিভিন্নমুখী বটে; এ আকাঙ্ক্ষার দমন করা মানুষের অসাধ্য। সুখ অনুসন্ধান কে না করে? যে যেভাবেই জীবন পরিচালিত করুক, সুখ সকলেরই লক্ষ্য। প্রত্যেক জীবের একটা লক্ষ্য আছে, কিন্তু আমার লক্ষ্য কি? এই তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবন লইয়া চিরদিন

হাহাকার করা। ইতর প্রাণীদেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহারাও জীবন ধারণের জন্য আহারের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, তাহারাও শাবক প্রতিপালন করে, তাহারাও নীড় বাঁধিয়া বাস করে। কিন্তু আমার কি? এ জীবনের শান্তি আর ফিরিবে কি? হাঁ—কি ভাবিতেছিলাম—একটা কিছু লক্ষ্য—কি লক্ষ্য করিয়া জীবন পরিচালিত করিব তা' ভাবিয়া পাই না। বিদ্যা শিক্ষা! যাহা শিখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি শিখিব? ধন সম্পদ! যা আছে প্রচুর; তবে একটা কি অবলম্বন করিয়া জীবনটাকে কাটাই! দেশ ভ্রমণ! মন্দ কথা নয়—কিন্তু যাব কোথায়? জীবনের সন্তাপ কোথাও শীতল হবে কি? যাব কোথায়? একবার সেখানে গেলে হয়,—আশা কিছুই নাই, তবু যদি পাই; যাব,—একবার আশায় বুক বাঁধিয়া যাব।"

প্রভাতের আলোক পূর্ণভাবে প্রকাশ হইল—বালসূর্য্যকর সম্পাতে প্রান্তর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—পৃথিবী হাসিয়া উঠিল।

নকুলেশ্বর চিন্তা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভবানীপুরের বাড়ীতে শেষ আনন্দ ভোজ হইল; পূর্ব্ব দিনের মত বন্ধুবান্ধব একত্রে আনন্দ করিতে লাগিলেন। রামগতিবাবু, তারা, ত্রৈলোক্যবাবু ও লাবণ্য নকুলেশ্বরের নিকট বিদায় লইতে পারেন নাই, ইহাতে নকুলেশ্বরের একটু সামান্য অভিপ্রায়ও ছিল। সুরেশের সহিত লাবণ্যের একটু মিশামিশি যাহাতে হয়, নকুলেশ্বরের তাহাই ইচ্ছা। রাত্রি প্রায় নয়ঘটিকা—এক পার্শ্বে রামগতিবাবু ও তারাসুন্দরী বসিয়া নিম্নস্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন, দূরে কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি বড় চেয়ারে ত্রৈলোক্যবাবু অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঝিমাইতেছিলেন। রামগতিবাবু কহিলেন,—"জীবনের একটা কোন লক্ষ্য নাই—যেন সব

বিষয়ে উদাসীন। কোন কথা বলিলে এমনভাবে উত্তর দেয়, এমন শুষ্ক হাসে, যেন বোধ হয় জীবনটা তার সম্পূর্ণ লক্ষ্যশূন্য !"

তারা। আমিও তা লক্ষ্য ক'রেছি—কিন্তু করা যায় কি ? একটা বুদ্ধি বা'র কর না।

রাম। আমি বুদ্ধি বা'র করিব ? ভাল কথা ! এতকাল যে সব বুদ্ধি আমিই বা'র করে এসেছি। মন্ত্রী হ'য়ে একথা বলা ভাল দেখায় না ; রাজারা অত মাথা ঘামায় না।

তারা। হুঁ—পুরুষ মানুষগুলা কোন কাজের নয় ; শোন—আর একটা কথা—নকুলেশ্বর কি এখনও লাবণ্যকে ভালবাসে ?

রাম। আমি ত আর নকুলেশ্বর নই—

তারা। বলি তবু—

রাম। ঐ ত দোষ—হয় তবু—নয় কিন্তু ? তবুটা কি শুনি ?

তারা। আমার বোধ হয় সে ভালবাসা নাই,—নকুল পাষাণের মত।

রাম। বুঝেছ ঠিক—তবে ওর মধ্যে একটু 'কিন্তু' আছে—

তারা। তোমার আবার 'কিন্তু' কি ?

রাম। সর্ব্বনাশ ! আমিও দেখি বুদ্ধিমান হইয়া পড়িলাম !

তারা। অত ঠাট্টার আবশ্যক নাই ; বল।

রাম। সুরেশ ও লাবণ্যের দিকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখেছ কি ?

তারা। দেখেছি বটে, সময়ে মনে হয়, দু'জনের প্রণয় জন্মিয়াছে, আবার সময়ে মনে হয় ভুল। কিন্তু সুরেশের চেহারাটা আমার একটুও ভাল লাগে না—তার চোক যেন কেমন— চাহনি যেন কেমন ; আর লাবণ্য ও সুরেশ দুজনের ভাব দেখিয়া আমার বড়—

রাম। ভয় হয় ?

তারা। বাঃ—এই যে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল! অত বুদ্ধি হইলে আমার মন্ত্রীত্ব ঘুচিয়া যাবে না ত?

রাম। তোমার ভয় হয় কেন?

তারা। আমার যেন মনে হয়, কি একটা তাদের মতলব আছে,—কি একটা দুর্ঘটনা হবে।

রাম। তোমার আর কি? মেয়ে-মানুষের বুদ্ধি আর কত হবে!

তারা। আমার মন্ত্রীত্বের নিন্দা! এত বড় স্পর্দ্ধা!

রাম। ও—হো—ওটা আমার ভুল হইয়াছে,—আচ্ছা, আমি নাক মলা খাইতেছি।

এই সময় ত্রৈলোক্যবাবু তন্দ্রাঘোরে বলিয়া উঠিলেন,—"বড় অন্যায়,—মরাটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে, আর দুদিন পরে মরিলেই হইত।"

তারা হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"বিশ্বেশ্বরের কথা বলিতেছে।"

রাম। হুঁ—তা বুঝেছি।

নকুলেশ্বর অলিন্দায় পদচারণ করিতেছিলেন—অলিন্দার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কখন ধীরে কখন বেগে গমনাগমন করিয়া হৃদয়ের দাহ নিবারণের চেষ্টা করিতেছিলেন,—আপন মনে কহিলেন,—"স্নেহ—মায়া—প্রেম সব গিয়াছে! স্মৃতি যায় না। সে আমার কোথায় লয় হইয়া গেল।"

অলিন্দাসংলগ্ন এক কক্ষে লাবণ্য নীরবে দাঁড়াইয়া নকুলেশ্বরের পদশব্দ শ্রবন করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার গতিশীল মূর্ত্তি অর্দ্ধো-ন্মুক্ত দ্বার দিয়া দেখিতেছিল।

এই সময় কোমল পদসঞ্চারে সুরেশ তাহার পার্শ্বে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিল,—"লাবণ্য!"

লাবণ্য শিহরিয়া উঠিল—যেন বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সুরেশ ব্যাকুলভাবে কহিল,—"যেও না,—দাঁড়াও।"

লাবণ্য কি ভাবিয়া দাঁড়াইল; সুরেশ একবার অলিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"এই শেষ রজনী।"

লাবণ্য। হাঁ—এ কয় দিন খুব সুখে কাটান গিয়াছে; এখন আমরাও একবার পশ্চিমে যাব মনে করিতেছি।

সুরেশ। কিছুদিন কলিকাতায় থাক।

লাবণ্য। কেন? কিসের জন্য থাকিব? না—

সুরেশ। কিছুতেই থাকিবে না? তোমাকে ছাড়িয়া আমি কতদিন থাকিতে পারিব? ঐ বারাণ্ডার নিচে সে রাত্রের ঘটনা মনে আছে কি?

লাবণ্য। মনে রাখিবার কোন আবশ্যকতা দেখিনা, ওরূপ অভিনয় অনেক হয়, কে মনে করিয়া রাখে?

সুরেশের কোমল নয়ন হইতে একটা তীব্র জ্যোতিঃ বাহির হইয়া গেল,—সে একটু হাসিয়া কহিল,—"ভুলিয়াছ বলিলেও আমি তাহা বিশ্বাস করি না—তোমার হৃদয়ের কথা কি আমি বুঝিতে পারি না মনে কর? তুমি একদিনের জন্যও ভুল নাই,—আমিও ভুলি নাই,—আমার হৃদয়ে এখনও সেই বহ্নি জ্বলিতেছে।"

লাবণ্য। তা' হইলে আমার অনুরোধ, আপনি সে কথা আর মনে রাখিবেন না; একটা সাময়িক উত্তেজনায় আমিও এক কথা বলিয়াছি, আপনিও এক কথা বলিয়াছেন,—তা' আর মনে রাখার আবশ্যকতা নাই। একটা নাটকের একটা অঙ্ক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

সুরেশ। আমি ভুলিতে পারিব না ; তুমি আশা দিয়াছ,—তুমি ঐ ফুল্লকুসুমসুকুমার ওষ্ঠের তপ্ত চুম্বন দিয়াছ, এখনও যে আমার ওষ্ঠে উত্তাপ রহিয়াছে।

লাবণ্য। আমি দুর্ব্বলহৃদয়া নারী—তুমি আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াছ। ভুলিয়া যাও সুরেশবাবু! স্বপ্নের কল্পনা—বাতুলের প্রলাপ ভুলিয়া যাও।

সুরেশ। অসম্ভব! তুমি প্রতিশ্রুতা আছ—

লাবণ্য। প্রতিশ্রুতা আছি! কিসের প্রতিশ্রুতি! ঐ দেখ ভবানীপুরের জমিদার সশরীরে পদচারণ করিতেছেন। আমি যদি বলি তুমি মহারাজা হইলে আমি মহারাণী হইব,—এও সেই রূপ।

সুরেশ। না,—সেরূপ নয় ; তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি এই জমিদারীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

লাবণ্য। হাসির কথা বটে,—স্বপ্ন—সুরেশ—স্বপ্ন।

সুরেশ। তুমি সাতদিন কলিকাতায় থাকিও।

লাবণ্য। অসম্ভব—

সুরেশ। তিন দিন? নয় দুদিন?

লাবণ্য। এক দিনও না।

সুরেশ। উত্তম,—কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে?

লাবণ্য অদ্ভুতভাবে একবার সুরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সুরেশ আবার কহিল,—"লাবণ্য! আমি তোমার হৃদয় দেখিয়াছি ; তথায় প্রণয় অপেক্ষা ঘৃণার আধিপত্য বেশী হইয়াছে,—তুমি তোমার কথা রাখিবে আমি জানি।"

লাবণ্য একবার সুরেশের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর

কহিল,—"হাঁ—তোমার এবং তার মধ্যে কাকে অধিক ঘৃণা করি বলিতে পারি না, তথাপি আমি কথা রাখিব।"

লাবণ্য বেগে প্রস্থান করিল।

সুরেশ অল্পক্ষণ তথায় থাকিয়া প্রস্থান করিল এবং তাহার রসায়নাগারে উপস্থিত হইল। তথায় দেবী কি একটা পরিষ্কার করিতেছিল।

সুরেশ সেখানে বসিয়া দেবীকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল, তৎপরে কহিল,—"দেবি! তোমাকে আজ রাত্রেই কলিকাতায় যাইতে হইতেছে।"

দেবী সবিস্ময়ে কহিল,—"আজ রাত্রে? আজ আমি যাব না, আপনার সঙ্গে যাব।"

সুরেশ। আমার হয় ত দু'এক দিন বিলম্ব হইতে পারে; তুমি আজই যাও।

দেবী। আজ রাত্রিটা আমাকে থাকিতে দেন।

সুরেশ। কেন—সে কি দেবি?

সুরেশের মুখমণ্ডল দৃঢ়ভাব ধারণ করিল।

দেবী। আপনি অসুস্থ হইয়াছেন—আপনি রাত্রে ঘুমান না; আমি দেখিয়াছি—আপনার ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জলে। না—না—আমাকে আজ বিদায় দিবেন না; আর আপনার—

সুরেশ। তুমি বল কি দেবি! যদি তোমার নিজের কোন অসুখ হইয়া থাকে—সে পৃথক কথা; তা' হইলেও তোমার কলিকাতায় যাওয়া আবশ্যক,—আমি আসিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিব। বাড়ীতে অনেক দিন না থাকাতে সব বিশৃঙ্খলা হইয়া রহিয়াছে—তুমি গিয়া সব পরিষ্কার কর।

দেবী পূর্ণ দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চাহিল—কহিল,—"আপনার মনে কোন একটা গূঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে—আমি আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি। ঐ দেখুন, ঘণ্টার দড়িটা ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে।"

সুরেশ। আমি দেখেছি—তুমি জিনিষ পত্র গুছাইয়া লও; এখনই রওনা হইতে হইবে।

দেবী কাতর-দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আমি আবার বলিতেছি—আজ রাত্রিটা থাকিতে দিন। আপনার মনে কোন ভয়ানক সংকল্পের সৃষ্টি হইয়াছে,—করিবেন না—অমন সর্ব্বনেশে কাজ করিবেন না; সে সুন্দরী বটে—কিন্তু অত মহাপাপের যোগ্যা নয়।"

সুরেশের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে হৃদয় পাষাণবৎ হইল—কহিল,—"তুমি কি পাগল হ'য়েছ দেবি? তোমার কোন চিন্তা নাই।"

দেবি। আমি কিছুতেই—বিশ্বাস করি না; ঐরূপ চাহনি একদিন আপনার মায়ের চখে দেখিয়াছিলাম—ও চাহনি আমি বড় চিনি! প্রভু আমাকে প্রতারিতা করিতে পারিবেন না। আমি কথা কহিতে পারি না—শুনিতে পাই না—কিন্তু অন্য লোকের অপেক্ষা আপনার মনের কথা বুঝিতে পারি। আমি আপনাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আপনার জন্য আমি জীবন দিতে পারি।

সুরেশ। তুমি ত অমন ছিলে না—দেবি! লক্ষ্মী আমার, আমি যা বলি শুন,—আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

দেবী অগত্যা সম্মতা হইল এবং দুই একটা জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল; সুরেশ ততক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল,—"তার—তার দর্শনও যেন আমার সুখ; কিন্তু সে দর্শনে বড় জ্বালা, কারণ স্পর্শ করিতে পারি না! পিপাসিত ব্যক্তির সম্মুখে শীতল জল থাকিলে যেমন অবস্থা হয়, আমার তেমনই হইয়াছে! তার দর্শনে সুখ—আবার জ্বালা; সে চলিয়া গেলে আমার ত আর শক্তি থাকিবে না—তার মূর্ত্তি

আমার হৃদয়ে বল দেয়। না—বিলম্ব করিলে সব নিষ্ফল হবে—প্রাণের জ্বালা অতৃপ্ত রহিয়া যাবে। আজ রাত্রে যদি হয় ত হইল—নয় ত এ জীবনে আর হবে না।"

দেবীর স্তব্ধ দৃষ্টি একবারও সুরেশের মুখ হইতে অপসৃত হয় নাই; জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া সে আবার সুরেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল,—"আবার সেই দৃষ্টি সেই চাহনি দেখিতেছি—আজ রাত্রে কি সর্ব্বনাশ হবে প্রভু? এ হতভাগিনী আপনার পিতার খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে, আপনাকে পেটের ছেলের মত মানুষ করিয়াছে,— বিপদে কেন এ দাসীকে ত্যাগ করিতেছেন? আমি এখানে থাকিলে আপনার কোন বিপদ হইবে না।"

সুরেশ সে কথায় কর্ণপাত করিল না; সে বাক্স হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া কহিল,—"এই টাকা লও, গাড়ী ভাড়া করিয়া যেও।" দেবী একবার কাতর দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া অর্থ গ্রহণ করিল; তৎপরে সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া গেল;—তখনও দেবী আপত্তি করিতে লাগিল—কিন্তু সুরেশের হৃদয় পিশাচ অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং তথায় দেবীর স্থান হইল না।

দেবী সেই অন্ধকারে প্রস্থান করিল; সুরেশ দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। তখন তাহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। সে একবার অট্টহাস্য করিয়া কহিল,—"লাবণ্যকে না পাইলে জীবনই বৃথা—শত জীবনের বিনিময়েও লাবণ্যকে পাইতে হইবে।"

তৎপরে সে আত্মসংযমের জন্য একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিয়া ক্ষণেক ধূমপান করিল এবং অবশেষে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশ।

সাবিত্রীর প্রাণের ঝড় ক্রমেই প্রবল হইতেছিল; কলিকাতায় আর তাহার থাকিবার ইচ্ছা নাই—যাইবারও স্থান নাই। পল্লীগ্রামে একটু বাড়ী আছে বটে, কিন্তু জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই। গ্রামে পরিশ্রম করিয়াও পেট চলিবার উপায় হইবে না—পেটে ত ভাত দিতেই হইবে। জীবনের সাধ তার সব মিটিয়া গিয়াছে, যে ফুল ফুটিয়াছিল তা' শুকাইয়া গিয়াছে—তবে সেই ভার জীবন বহন না করিলে নয়, কাজেই করিতে হইবে। সুদূর পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া-সমন্বিত কুটীরে বুঝি কিছু শান্তি আছে—তাই সেই স্থানে হতাশ জীবন সমাপিত করিয়া কোন রূপে কয়টা দিন কাটাইবার ইচ্ছা হইল। জীবনে সুখের দিন সকলেরই একদিন আসে, তাহারও আসিয়াছিল—হাওয়ায় উড়িয়া গেল, সাগর-তরঙ্গে ভাসিয়া গেল; দীপ নিভিয়া গিয়াছে—চির দিনের মত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে,—আর জ্বলিবে না। বিষাদ বুকে চাপিয়া সে বাহ্যিক আনন্দ দেখাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু তাহার হৃদয় নিরস দগ্ধ মরুভূমি হইতেছিল, উত্তপ্ত বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছিল। আজ পূর্ণ এক বৎসর সে হৃদয়ের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার হৃদয়ের আকুলতা ক্রমে নিস্তেজ হইতেছিল—তাহার হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হইতেছিল,—তাহার জীবন-প্রদীপ বুঝি নিভিয়া আসিতেছিল।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পর সাবিত্রী আর বাটীর বাহির হয় নাই; মালতীর

যদিও কোনরূপ বিশেষ সন্তাপ হয় নাই, তথাপি সে একটু বিষণ্ণা হইয়া ছিল। হেমন্তবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আসিতেন—তখন মালতী বড় প্রফুল্ল হইত; হেমন্তবাবুর সহিত হাস্য পরিহাস করিত। হেমন্তবাবু প্রত্যেক দিন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আসিতেন, কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজ রূপ ধারণ করিতেন। সাবিত্রী উহার মর্ম্মবোধ করিতে পারিত না—সে ভাবিত, এ সব বহুরূপী সাজ কেন?

একদিন সন্ধ্যার পর হেমন্তবাবু—সাবিত্রী ও মালতী একত্রে গল্প হইতেছিল। হেমন্তবাবু কহিলেন,—"চঞ্চলা! তোমাকে অনেক কথা বলিবার ছিল—"

সাবিত্রী। হাঁ—এসব প্রহেলিকা আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

হেমন্ত। বুঝিতে পারিবে না—না বলিলে বুঝিবে কিরূপে? এতদিন সব বলিতাম—কিন্তু আমার সুরমার বড় অসুখ।

সাবিত্রী। সুরমার অসুখ! সে কি?—কি অসুখ?

হেমন্ত। কি অসুখ তা' বলিতে পারি না—কিন্তু মেয়ে এই কয় দিনের মধ্যে কালী হইয়া গিয়াছে; অমন রূপ যেন একখানি প্রতিমা, সে রূপের আর কিছু নাই। আমার সুরমা যদি না বাঁচে, জীবনের সব সাধ আমার অবসান হইল। সুরমা আমার সর্ব্বস্ব,—আমার জীবনের তীব্র যাতনা আমি তার মুখ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম।

সাবিত্রী। চিকিৎসা করাইতেছেন না?

হেমন্ত। কিসের চিকিৎসা করাইব চঞ্চলা? সে রোগের কি ঔষধ আছে? আমার নিজের হৃদয়ে আমি বুঝিতে পারি।

সাবিত্রী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"প্রফুল্লবাবু কি আসেন?"

হেমন্ত। না—বলিতে পারিনা কি হ'য়েছে। কিন্তু প্রফুল্লর কি এটা উচিত হ'য়েছে? আমি হয় ত' এক দিনও তা'দের কিছু উপকার করিয়াছি।

সাবিত্রী। আপনি প্রফুল্লবাবুকে কিছু বলিয়াছিলেন?

হেমন্ত। না,—তবে আমি লোক দ্বারা সুরমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে অস্বীকার করিয়াছে।

সাবিত্রী। আমি কয়দিন সুরমাকে দেখিতে যাই নাই—দিদি একা থাকিতে পারেন না; কাল সকালে আমি যাইব। আপনি কি সুরমার নিকট এ সকল কথা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন?

হেমন্ত। না,—তুমিও কিছু প্রকাশ করিও না; এরূপ অবস্থায় কোনরূপ উত্তেজনা ভাল নয়।

সাবিত্রী। নীহারীকাকে কি একবার বলিয়া দেখিব?

হেমন্ত। দেখিতে পার; তা'রা পাষাণ—কিছুতেই সম্মত হয় না। সুরমা কি প্রফুল্লর অযোগ্য?

সাবিত্রী। সুরমা দেববালা।

হেমন্ত। সুরমাকে একটু প্রফুল্ল দেখিলেই আমি তোমাদের কাছে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ করিব; তোমরা দুই জনেই অবাক হইয়া যাবে।

সাবিত্রী। আমি শীঘ্র কলিকাতা ত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি।

হেমন্ত। কোথায় যাবে?

সাবিত্রী। পল্লীগ্রামে—পৈত্রিক বাড়ীতে গিয়া বাস করিব।

হেমন্ত। না,—এখন না; তুমি নিজেকে একেবারে নিঃসহায় বলিয়া মনে করিও না। আমি ও মালতী থাকিতে তোমার কোন চিন্তা নাই।

সুরমার কাছে তুমি প্রত্যহ একবার গিয়া বসিলে বোধ হয় সে অনেকটা শান্ত হইতে পারে; সে সর্ব্বদাই তোমার নাম করে,—রমণীর প্রাণে রমণীই শান্তি দিতে পারে।

সাবিত্রী। আপনার আদেশ পালন করিব; আপনি আমার পিতা স্বরূপ,—আমার জীবন দান করিয়াছেন—আশ্রয় দান করিয়াছেন।

হেমন্ত। তোমাকে দেখিয়াই আমার কেমন স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, চঞ্চলা? রাগ করিও না—সত্য উত্তর দিও।

সাবিত্রী। বলুন,—মিথ্যা বলিব কেন?

হেমন্ত। তোমার প্রাণে যেন কি বড় আঘাত বাজিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; জীবনেও যেন তোমার স্পৃহা নাই, এই রূপ দেখি।

মালতী। আমিও তা' লক্ষ্য করিয়াছি—আজ তোমাকে তা' বলিতেই হবে, চঞ্চলা। তোমার শুষ্ক মুখ দেখিতে বড় কষ্ট হয়।

সাবিত্রী। আপনাদের অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয়—কিন্তু সে বিষয় প্রকাশ করা আমার সাধ্য নাই। সে অভাবও এ জগতে কেহ পূরণ করিতে পারিবে না।

মালতী। কেন? প্রকাশ করিলে—হয় ত যা' চাও তা' পাইতে পার।

সাবিত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করিয়া কহিল,—"দুরাশা; আমাকে সে বিষয়ে আপনারা অনুরোধ করিবেন না।"

হেমন্তবাবু সাবিত্রীর কাতর দৃষ্টি দেখিলেন—তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না—বিষয়টি মনে গাঁথিয়া রাখিলেন।

কথান্তর গ্রহণের উদ্দেশ্যে হেমন্তবাবু কহিলেন,—"রাইমোহন সে

দশ হাজার টাকা লইয়াছিল—তা'র একরূপ কিনারা হইয়াছে; বোধ হয় দু'এক দিনের মধ্যেই টাকাটা পাওয়া যাবে।"

মালতী। রাইমোহনের কি হবে?

হেমন্ত। বোধ হয় ছয় বৎসরের জেল হবে।

মালতী। সর্ব্বনাশ! এমন কাজ করিও না। রাইমোহনের অভাব হইয়াছিল—লইয়াছে। যখন টাকা পাওয়া গেল, তখন আর কাজ নাই।

হেমন্ত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ছাড়িবে কেন? সে যে জালিয়াত!

মালতী। তুমি বলিও, সে টাকা আমার স্বামী তাহাকে দিয়াছিলেন।

হেমন্ত। দেখা যাক; টাকা ত' আগে আদায় করিয়া লই। মালতি! এ পাষাণ হৃদয়ে তুমি আবার মমতার উৎস ছুটাইলে; আমার চাকরী করা আর হবে না—এ চাকরীতে দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্ঠুর হইতে হয়; এই হাতে এ পর্য্যন্ত কত লোকের ফাঁসী—কত লোকের জেল দিলাম,—একদিনও হৃদয় কাঁদে নাই—আজ কাঁদিতেছে। রাইমোহনের অদৃষ্ট ভাল।

মালতী লজ্জানত মুখে কহিল,—"হৃদয় এত পাষাণ হইয়াছিল কেন?" তাহার নয়ন কোণে ঈষৎ হাসা বাহির হইতেছিল; সে জানিয়া শুনিয়াও প্রশ্ন করিল,—যে ভালবাসে তাহার মুখে প্রণয়ের কথা শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে।

হেমন্তবাবু কহিলেন,—"তা' কি তুমি জান না! যে ফুলটি হৃদয়ে ফুটিয়াছিল—এক দানব তা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল,—হৃদয়ের আর থাকিল কি?"

সাবিত্রীর হৃদয় বিচলিত হইল—তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র আবেগ জাগিয়া উঠিতেছিল;—যে আবেগ চাপিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল, তা' যেন আবার নবীন বেগে স্ফুরিত হইতেছিল। সাবিত্রী হৃদয়ের বেগ দমন

করিতে না পারিয়া বেগে কক্ষ ত্যাগ করিল এবং কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র কৌটা মাঝে মাঝে বুকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল,—যেন সেই কৌটার মধ্যে তাহার সর্ব্বস্ব গচ্ছিত,—তার জীবনের সব আশা—সব সাধ তাহারই অন্তর্নিহিত। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার হৃদয় অবসন্ন হইল—দেহ ভার বোধ হইতে লাগিল এবং সেই কক্ষতলেই সে নিদ্রিতা হইয়া পড়িল।

এদিকে হেমন্তবাবু মালতীকে কহিলেন,—"মালতি! মানুষের সব সুখ একত্রে হয় না; এ সংসারটা এমনই জিনিষ যে কেহই সুখী হইতে পারে না। তোমাকে এতকালের পর পাইলাম ত' সুরমাকে হারাইতে বসিয়াছি।"

মালতী। প্রফুল্লর সঙ্গে ও রকম স্বাধীনভাবে তা'কে মিশিতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

হেমন্ত। এখন ত তা' বুঝিতেছি। প্রফুল্লকে আমি সন্তানের মত মনে করিয়াছিলাম—সুরমা কিছু তার অনুপযুক্তা নয়—এমন যে হবে তা' কি জানি! চঞ্চলাকে কাল একবার পাঠাইয়া দিও।

মালতী। আমি কি যাব?

হেমন্ত। না—এখন সব প্রকাশ হওয়া আমার ইচ্ছা নয়।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সংসারের কাজ শেষ করিয়া সাবিত্রী সুরমাকে দেখিতে গেল। হেমন্তবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না।

ভৃত্য সাবিত্রীকে এক কক্ষ দেখাইয়া দিল; কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষে জল আসিতে লাগিল; একখানি সোফার উপর সুরমা শয়ান রহিয়াছে—তাহার নয়নদ্বয় মুদিত—কিন্তু সে নিদ্রিতা নহে। নয়নদ্বয়ের কোরকনিম্নে কালিমারেখাপাত হইয়াছে—তাহার সেই কুসুমস্তবক তুল্য সুরক্তিম গণ্ড ম্লান ও অস্থিময় হইয়াছে—

তাহার ওষ্ঠাধর শুষ্ক; মৃদুভাবে শ্বাসক্রিয়া হইতেছিল,—যেন তাহার হৃদপিণ্ডের শক্তি লোপ হইয়া আসিতেছিল।

সাবিত্রী ধীরে শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিল। শীতল ক্ষীণ অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ সঞ্চালিত হইল,—সুরমা সেই স্পর্শে চক্ষুঃ উন্মিলীত করিল এবং ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—"চঞ্চলা!"

সাবিত্রী। হাঁ—তোমার এ অবস্থা কেন?

সুরমা। আমার অসুখ—তুমি এসনা কেন?

সাবিত্রী। আসিতে পারি নাই—মথুরবাবুর মৃত্যু হওয়াতে কয়দিন বড় বিঘ্ন গিয়াছে,—কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন?

সুরমা অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল; সাবিত্রী কহিল,—"এরকম ভাবে কয়দিন বাঁচিবে?"

সুরমা। বেঁচে সুখ কি ভাই? এ জীবনের সাধ মিটিয়া গিয়াছে—ভার জীবন বহন করিয়া ফল কি?

সাবিত্রী কি তা বুঝে না? কিন্তু বুঝিয়াও সে জীবনের ভার বহন করিতেছিল। সাবিত্রী কহিল,—"জীবনটা ত' একটা ফেলিবার সামগ্রী নয়।"

সুরমা। দগ্ধ জীবন বহন করা যায় না—নারী হইয়া নারীর হৃদয় বুঝ না কি?

সাবিত্রী ক্ষণেক কি চিন্তা করিল,—ভাবিল,—প্রফুল্ল কি পাষণ্ড! এমন স্বর্ণলতিকা পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না! তৎপরে কহিল,—"সুরমা! তুমি যদি সারিয়া উঠিতে প্রতিশ্রুত হও—আমি শপথ করিতেছি—যেরূপেই হউক তোমার প্রাণের শান্তি যাহাতে হয় তা' করিব।"

সুরমা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি স্থাপনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—কহিল,—"সে কি আর সম্ভব!"

সাবিত্রী। অসম্ভব কিসে? প্রফুল্লবাবু পাষণ্ড নন,—অবশ্যই তাঁকে সম্মত হইতে হবে!

সুরমা। আমি তাঁর দয়ার প্রত্যাশী নই,—তাঁর অসুখের কারণ হইতে চাহি না।

সাবিত্রী। প্রফুল্লবাবু নিজের ভুল বুঝিবেন। আরও আমি তোমাকে এমন সমস্ত আশ্চর্য্য কথা শুনাইব যে তুমি জীবনে খুব শান্তি পাইবে, প্রফুল্লবাবুকে ত' মিলাইয়া দিবই। আমি এখন একবার প্রফুল্লবাবুদের বাড়ী যাইতেছি, ফিরিবার সময় আবার তোমাকে দেখে যাব। তোমার বাবা কোথায়?

সুরমা। কি জানি ভাই—বাবা কোথায় যান কোথায় থাকেন কিছু বুঝিতে পারি না,—যেন তাঁর মনে একটা কি বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে—সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক।

সাবিত্রী। সেও তোমারই জন্য—তোমার অসুখের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। অন্ততঃ তাঁর শান্তির জন্যও তোমার সুস্থ হওয়া উচিত।

সুরমা। বুঝি সবই—পারিয়া উঠিনা; হৃদয়ের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই ত স্মৃতি মুছিতে পারি না।

সাবিত্রী। সব পারিবে—সব হবে; কোন চিন্তা করিও না—তুমি আমার জীবন দিয়াছ—তোমার পিতা আমার পিতার ন্যায় স্নেহ করিয়াছেন,—তোমাকে যাহাতে সুখী করিতে পারি তা' আমি করিবই।

সাবিত্রী বিদায় লইয়া প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল—ভ্রাতাভগ্নী এক কক্ষে বসিয়া আছেন; উভয়েরই মুখ গম্ভীর—যেন একটা কি সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সাবিত্রীকে দেখিয়া উভয়েই বাহ্যিক প্রফুল্লতা

সহকারে তাহাকে সমাদর করিলেন—কিন্তু সংসার চক্রের পেষণে সাবিত্রীর বুদ্ধি এতই তীক্ষ্ণ হইয়াছিল যে, সে বাহ্যিক ভাবে ভুলিল না।

আসন গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী কহিল,—"নীহারীকা! কেমন আছ ভাই?"

নীহারীকা। একটু ভালই ছিলাম; তুমি এতদিন এস নাই কেন?

সাবিত্রী। আমাদের বাড়ীতে একটা বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য আসিতে পারি নাই। আমার বোধ হইতেছে তোমাদেরও কোন একটা দুর্ঘটনা হইয়াছে।

প্রফুল্লবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তোমার অনুমান যথার্থ, চঞ্চলা; আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমাদের পিতা উভয়কেই নাবালক রাখিয়া পরলোক গমন করেন—তিনি যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রাতাভগ্নীকে তুল্যভাবে তাঁহার টাকা ও সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছিলেন; আমরা নাবালক থাকাতে সেই উইলে একজন অছি নিযুক্ত হয়;—সে বেশ বিশ্বস্তভাবে সম্পত্তি এত দিন দেখিয়া আসিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ছিল; হঠাৎ কাল শুনিলাম সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে এবং আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে। আমাদের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত আর আমাদের নাই।"

সাবিত্রী। কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!

প্রফুল্ল। একমাত্র উপায়—আফ্রিকায় যাওয়া। পিতা বহুকাল আফ্রিকায় ইউগণ্ডা প্রদেশের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সেখানে নীহারীর নামে কিছু সম্পত্তি করিয়াছিলেন—আমাদের ভ্রাতাভগ্নীর জীবন নির্ব্বাহের পক্ষে সে সম্পত্তি যথেষ্ট;—এখানে ত আর আমাদের সুখ নাই, কাজেই মনে করিতেছি আফ্রিকায় যাইব। আমাদের একখানি ছোট

ষ্টীমার আছে তাতেই যাওয়া যাবে। সমুদ্রের উপর অত ছোট ষ্টীমার চলা বিপদ জনক—তবে এখন সমুদ্র খুব স্থির, কোন ভয়ের কারণ নাই।

সাবিত্রী। গম্ভীরভাবে—উর্দ্ধদৃষ্টিতে—কি চিন্তা করিয়া কহিল;—"প্রফুল্লবাবু! যদি কিছু মনে না করেন আমি একটা অনুরোধ করিতে চাই।"

প্রফুল্ল। কি বল—

সাবিত্রী। কলিকাতায় থাকা আমার জীবনের বড় অশান্তি হইয়া উঠিয়াছে—কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবারও এমন বিশেষ কোন স্থান নাই। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে লন্—তবে নীহারীকারও সুবিধা হইতে পারে আর আমারও কলিকাতা ত্যাগ করা হয়।

নীহারীকা কহিল,—"এর চেয়ে সুখের বিষয় কি আছে? আমি একজন তোমার মত সঙ্গিনী পাইলে—"

প্রফুল্ল। তবে এই স্থির রহিল; আগামী কল্য প্রাতেই যাত্রা করিতে হইবে। অল্পক্ষণ পরে সাবিত্রী বিদায় লইয়া—পুনরায় সুরমার বাড়ীতে উপস্থিত হইল; দেখিল,—সেই অল্প সময়ের মধ্যে সুরমার একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সে ঈষৎ প্রফুল্লভাবে একখানি পুস্তক পড়িতেছিল।

সাবিত্রীকে দেখিয়া সুরমা কহিল,—"সংবাদ কি চঞ্চলা?"

সাবিত্রী। সংবাদ সব শুভ নয়—অশুভও নয়; তুমি বোধ হয় জান প্রফুল্লবাবুদের আফ্রিকায় একটু সম্পত্তি আছে?

সুরমা। আছে নাকি? তা' আমি জানিতাম না—ওসব খবর কোন দিন লই নাই।

সাবিত্রী। আছে,—তাঁহারা ভাইবোনে কাল আফ্রিকায় যাত্রা করিবেন;—

সুরমা বিষণ্ণভাবে কহিল,—"তবে—"

সাবিত্রী। আমিও তাঁদের সঙ্গে যাব বলিয়া স্থির করিয়াছি; আশা করি আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া তুমি ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিবে।

সুরমা শূন্যদৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—সাবিত্রী হাসিয়া কহিল,—"কি? বিশ্বাস হয় না? তোমার জিনিষ আমি কাড়িয়া লইতেছি না—তোমাকেই ফিরাইয়া আনিয়া দিব। একটা মাস ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। দূতীর ক্ষমতাটাই দেখ না কেন?"

সুরমার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল—কহিল,—"চঞ্চলা! একি সত্য বলিতেছ?"

সাবিত্রী। আশা খুব করি,—তবে এখন তোমার বরাত আর আমার হাত যশঃ।

সুরমা। তোমার হাত যশঃ ভাল হইতে পারে—আমার বরাত ভাল নয়।

সাবিত্রী। দেখা যাক—বরাতের কথা ত কেউ বলিতে পারে না; একমাস তুমি স্থির হইয়া থাকিতে সম্মত হ'লে?

সুরমা। চেষ্টা করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবার সমুদ্রবক্ষে।

আবার সেই অনন্ত নীলজলবিস্তার,—আবার তাহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া বাষ্পীয় অর্ণবপোত ধাবিত; 'গঙ্গা' নামে ক্ষুদ্র বাষ্পীয় পোত স্থির সমুদ্রের জলরাশি মথিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। সাবিত্রী একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা, তাহার সম্মুখে ছোট একখানি টেবিলের উপর একখানি মানচিত্র; মানচিত্রখানি ক্ষুদ্র হইলেও খুব পরিস্ফুট; সাবিত্রী ক্ষণেক সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশি মুগ্ধ নেত্রে দেখিল; সেই জলরাশি সেইরূপই নীলবর্ণ আছে—তাহার উপর সৌরকরসম্পাতে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি সেইরূপই জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া যাইতেছিল,—একটির পর একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সেইরূপই ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিতেছিল—কিন্তু সেই সকলের মধ্যে যেন আজ কি একটা অপূর্ণতা—কি একটা অভাব অনুভূত হইতেছিল, সেটা হৃদয়ের অভাব তাহা সে বুঝিল। সাবিত্রী দৃষ্টি ফিরাইয়া মানচিত্রের উপর স্থাপিত করিল—চিত্রে ভারত মহাসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত অঙ্কিত; সমুদ্রের প্রত্যেক পথ—প্রত্যেক উপসাগর—ক্ষুদ্র বৃহৎ কত দ্বীপ—চিত্রিত। কোথাও পৃথক পৃথক দ্বীপ—কোথাও পুঞ্জীভূত ক্ষুদ্র দ্বীপ সমূহ;—সাবিত্রী একান্ত মনে, নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সেই দ্বীপগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং চিত্রের উপর স্থানে স্থানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। 'সারজন নরেন্দ্র'

যখন এই যায়গায় আসে তখন মেঘ দেখা যায়—যখন এই স্থানে আসে তখন মেঘ খুব গাঢ় হইয়া উঠে—এই স্থানে প্রথম ঝড় আরম্ভ হয়—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হাঁ ঠিক এই স্থানটাই বটে; এই যে সেই আলোক স্তম্ভ—এই স্থানে আসিলে ঝড়ের বেগ খুব প্রবল হয়,—তখন আলোক স্তম্ভটা বাম দিকে ছিল। তারপর জাহাজ যদিও খুব জোরে চলিয়াছিল—ঝড়ের বেগে নিশ্চয় অগ্রগামী হইতে পারে নাই; এখান হইতে জাহাজের গতির পরিবর্ত্তন হয়—ঝড়ের বেগে জাহাজটা এই রকম ভাবে এই দিকে যদি যায়, তবেই আলোক স্তম্ভটা সম্মুখে—ক্রমে ডাইন দিকে আসে। তারপর এই খান হইতে আর ঠিক করিতে পারি না। এদিকে যদি যায় এই দ্বীপগুলি পড়ে, এদিকে যায় ত এই গুলি; এ গুলির ত সবই নাম আছে—অনুমান হয় মানুষও আছে—কিন্তু সে দ্বীপ কৈ? না—এ চিত্রে নাই!”

সাবিত্রীর পশ্চাতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া সাবিত্রীর কার্য্য দেখিতেছিল; সে ব্যক্তি কহিল,—“মা! সে দ্বীপ এ মানচিত্রে নাই; চিত্রে যে সকল দ্বীপ আছে সবই জাহাজের পথের ধারে,—সেরূপ কোন দ্বীপ নাই।”

সাবিত্রী। খৈরু খাঁ! এই মহাসমুদ্রের মধ্যে সে ক্ষুদ্র দ্বীপ কি খুঁজিয়া পাওয়া যাবে?

খৈরু খাঁ পোতের অধ্যক্ষ—অতি বিচক্ষণ পোত চালক—চতুর ও কর্ম্মঠ। প্রফুল্লর পিতার আফ্রিকায় কার্য্য কালে সে অনেকবার ‘গঙ্গা’ লইয়া সমুদ্রে বিচরণ করিয়াছে, সমুদ্রের পথ তাহার অনেক পরিজ্ঞাত।

এদিকে নীহারীকা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা—প্রফুল্ল তাহার পাশে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন।

নীহারীকা কহিল,—“তার মুখখানি দেখে আমার বড় কষ্ট হয়।”

প্রফুল্ল। সে কষ্ট আমরা নিবারণ করিতে পারি না কি?

নীহা। বোধ হয় না—সে এমন করিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকে—যেন তার মধ্যে তার কি হারাইয়াছে।

প্রফুল্ল। থৈরু খাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছে—এতক্ষণ মানচিত্র দেখিয়া কি বাহির করিতেছিল। চল আমরা ঐ দিকে যাই।

ভ্রাতাভগ্নী তখন সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন; সাবিত্রী প্রফুল্লর দিকে চাহিয়া কহিল,—"আমার উপর আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ; কিন্তু—"

প্রফুল্ল। এর আর অনুগ্রহ কি? জাহাজখানা ঠিক মত না গিয়া একটু ঘুরাইয়া লইতেছি—সমুদ্র স্থির; এতে বেশ আনন্দও পাওয়া যাইতেছে।

সাবিত্রী। আমি আপনার স্নেহের অযোগ্যা—আমার জীবন মরু-ভূমি;—আমার জীবনের কথা আপনি যদি জানিতেন!

প্রফুল্ল। জানিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

নীহা। তা'তে আমাদের দরকার কি? তোমাকে আমাদের একজন বলিয়া আমরা মনে করি।

সাবিত্রী। আজ দশ দিন হইয়া গেল—কোনই ফল হইল না; সে দ্বীপ এ চিত্রে নাই। এই অনন্তবিস্তার জলের বুকে কোথায় সে ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু আছে—তা' কিরূপে জানা যাবে? আশা নাই—তবে আর একটা দিন চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাই।

প্রফুল্ল। একটা দিন কেন? একটা বৎসর হইলেও আমার আপত্তি নাই,—পরবর্ত্তী যে বন্দর পাওয়া যাবে সেই বন্দরে আবার প্রচুর পরিমাণে রসদ সংগ্রহ করিয়া লইব।

সাবিত্রী। বৃথা ঘুরিয়া কি হবে—আর একটা দিন দেখি; আমার মনে একটা বড় আশা ছিল—তা' পূর্ণ হইল না।

প্রফুল্ল ও নীহারীকা নীরবে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সাবিত্রী কহিল,—"সেই যে সে দিন আপনি আমার কাছে বলিলেন যে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে—সে কথা মনে আছে?"

নীহা। তা' আর মনে নাই? সে কথা কখন ভুলিয়াছি?

সাবিত্রী। আপনাদের সেই কথা শুনিয়া আমার এক কথা মনে পড়ে; এই যে দ্বীপের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি, সেই দ্বীপে আমি একবার বাস করিয়াছি। যখন 'সার-জন-লরেন্স' ডুবিয়া যায়—তখন আমরা সেই দ্বীপে উঠিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে বাবা ছিলেন, আর একটি ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন—তিনি আমার সহোদর ভ্রাতার মত হইয়াছিলেন; আরও কতকগুলি যাত্রী ও জাহাজের খালাসী সেই দ্বীপে উঠিয়াছিল।"

নকুলেশ্বরের কথা সাবিত্রী কিছুই বলিল না।

নীহারীকা কহিল,—"কি ভয়ঙ্কর!"

সাবিত্রী। সেই দ্বীপে আমার বাবা কিছু আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তাঁহার জিনিষে আমার সম্পূর্ণ অধিকার—নয়?

প্রফুল্ল। সম্পূর্ণ।

সাবিত্রী। তাই মনে করিয়াছিলাম যদি দ্বীপটি পাই, আপনাদের কিছু উপকার হবে।

দিন কাটিয়া গেল—রাত্রি কাটিয়া গেল; সমস্ত রাত্রি জাহাজ চলিল; প্রাতে জাহাজের গতি ফিরাইয়া অন্যদিকে লওয়া হইল। দূরে নিকটে কত দ্বীপ পড়িতে লাগিল কিন্তু সেই স্বর্ণদ্বীপ বাহির হইল না। সাবিত্রী জাহাজের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বেলা আট ঘটিকার সময় একটু কুয়াসা দেখা গেল এবং একটু জোর বাতাস হইল। খৈরু খাঁ নিয়ম অতিক্রম করিয়াও জাহাজ চালাইতে লাগিল।

বিধির নির্ব্বন্ধ।

হঠাৎ সমুদ্র বক্ষে ভাসমান কোন পদার্থে নীহারীকার দৃষ্টি পড়িল। নীহারীকা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সকলকে দেখাইল। খৈরু খাঁ কহিল,—"একটা গাছ। এখানে গাছ আসিল কোথা থেকে? নিশ্চয় তাহা হইলে স্থল আছে।"

কুয়াসা ক্রমেই গাঢ় হইতে লাগিল—সেই কুজ্ঝাটিকাবরণে সমুদ্রের বক্ষ অদৃশ্য হইল। তখন খৈরু খাঁ জাহাজের গতি বন্ধ করিল—কিন্তু নঙ্গর করিল না। জাহাজ জলবেগে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল; ক্রমে কুজ্ঝাটিকা একটু পরিষ্কার হইয়া আসিল এবং দূরে নীল রেখাবৎ কোন পদার্থ দৃষ্টি গোচর হইল; অভিজ্ঞ খৈরু খাঁ কহিল,—"একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ।"

সাবিত্রী সবিস্ময়ে কহিল,—"দ্বীপ!"

জাহাজে স্বল্পগতি প্রদান করা হইল—মন্দগতিতে কুজ্ঝাটিকা ভেদ করিয়া জাহাজ সেই নীল রেখার অভিমুখে চলিতে লাগিল। কতকদূর চলিয়া আসিলে দ্বীপ অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিল। শুভ্র সৈকতের উপর কুজ্ঝাটিকার ছিদ্র দিয়া অতি মৃদু রৌদ্রপাত হইতেছিল। উপরে শ্যামল তরুরাজি কুজ্ঝাটিকায় মস্তক আবৃত করিয়া অন্ধকারময় দেখাইতে-ছিল; সমুদ্রবিহারী পক্ষীগণ সৈকতভূমে কলরব পরায়ণ।

সাবিত্রী অস্ফুট চীৎকার করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল এবং সানন্দে কহিল,—"ঐ সেই দ্বীপ।

জাহাজ সেই স্থানেই হীনগতি করা হইল—শৃঙ্খল শব্দিত হইল এবং নঙ্গর পতনে জলকল্লোল হইল।

সাবিত্রী কহিল,—"এখান থেকে আমরা তিন জনে কেবল নামিয়া যাব; আর সকলেই জাহাজে থাকুক।"

তাহাই স্থির হইল; খৈরু খাঁ জাহাজের ক্ষুদ্র তরণী নামাইয়া দিল;

প্রফুল্ল অগ্রে আরোহণ করিলেন—তৎপরে নীহারীকা এবং সর্ব্বশেষে সাবিত্রী সেই নৌকায় আরোহণ করিল। প্রফুল্ল নৌকা বাহিয়া সৈকতভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া সাবিত্রী একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল—তাহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। তৎপরে পুলিনে উঠিয়া সাবিত্রী কহিল,—"ঐ স্থানে বাবার এবং আমার সেই ব্রাহ্মণ ভ্রাতাটির সৎকার করিয়াছিলাম।"

তিনজনে তখন সেই শ্যামল পুলিনের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পার্শ্বে কোথাও সমুদ্রজাত শঙ্খ শম্বুকাদির শুষ্ক আবরণ পুঞ্জীভূত হইয়া পতিত, কোথাও গিরি শৃঙ্গ স্খলিত উপলখণ্ড বিকীর্ণ। নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষের উন্নত শিরঃ প্রদেশে সমুদ্রবিহারী পক্ষীগণ কলরব নিরত। সাবিত্রী মুগ্ধভাবে সেই সকল দেখিতেছিল—আর তাহার দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া যেন কোন হারাণ জিনিষের অনুসন্ধান করিতেছিল—কিন্তু সে জিনিষ মিলিল না। কুটীরগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে, তবে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে, কোথাও বেষ্টন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কুটীরশ্রেণী প্রাপ্ত হইয়া সাবিত্রী কহিল,—"এখানে আমরা দুই মাস বাস করিয়াছিলাম।"

তাহার হৃদয়ে বিষাদের তরঙ্গ ছুটিল, নীহারীকা তাহা বুঝিল,—প্রফুল্লও কিছু অনুমান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিশাচের অভিনয়।

নকুলেশ্বর তখনও আলিন্দে পদচারণা করিতেছিলেন; মৃদুসঞ্চারী বায়ু তাঁহার উত্তপ্ত ললাট শীতল করিতেছিল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"আর কি পাব? সাবিত্রি—প্রাণাধিকা—প্রাণেশ্বরি,—তখন কি বুঝিয়াছিলাম তোমার জন্য পাগল হব—তোমার স্মৃতি এত দগ্ধকারী! তোমার সুকুমার দেহ একদিন—একবার মাত্র বুকে করিয়াছিলাম, সে সুখের স্মৃতি আমার চিরসঙ্গী—সেই ক্ষুদ্র চুম্বনটুকু! ভগবান! কি করিলে!" স্মৃতি বিদগ্ধ নকুলেশ্বর কয়েকবার প্রবলবেগে পদচারণ করিয়া আলিন্দ ত্যাগ করিলেন এবং কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুরেশ তখন কেবল কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল; নকুলেশ্বর কহিলেন,—"কে ও? সুরেশ? দাঁড়াও—কথা আছে।"

সুরেশ দাঁড়াইল। নকুলেশ্বর কহিলেন,—"রসায়ন ঘরে যাইতেছ নাকি? কি ভয়ানক! অদ্ভুত!—তার পর এদিকে খবর কি?"

সুরেশ নকুলের মুখের দিকে চাহিল; নকুল কহিলেন,—"আরে ভাই আমার কাছে লুকাইয়া ফল কি? আমি কি বুঝি না! তাতে আমি বড় সুখী; লাবণ্য সুন্দরী—লাবণ্যের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয় আমার একান্ত ইচ্ছা। তুমি লাবণ্যের সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, আমি কি তা' দেখি নাই—"

সুরেশ মৃদুস্বরে কহিল,—"হাঁ।"

নকুল। তা' বেশ ভাই ; তা'—আমার কাছে লজ্জা কেন ? লাবণ্য কি বলিল ?

সুরেশ নীরবে রহিল।

নকুলেশ্বর আবার কহিলেন,—"বলই না কেন ছাই,—শুনিলে আমার একটু শান্তি হয়। দেখ, আমার আশা ভরসা সব তুমি। লাবণ্য কি উত্তর দিল ?"

সুরেশ। সম্মতা আছে।

নকুল। বাঃ—কি সুখের কথা ; আমি জানি—হবে।

সুরেশ। কিন্তু লাবণ্য আপনার—

নকুল। হাঁ—হাঁ—আমার সঙ্গে এক সময়ে লাবণ্যের একটু ভালবাসা হইয়াছিল বটে ; আমি মনে করিয়াছিলাম তোমাকে বলিব—তা' ভুলিয়া গিয়াছি ; এমন বিস্মৃত মন হ'য়েছে কিছুই মনে রাখিতে পারি না। যাক্ লাবণ্য যখন নিজেই বলিয়াছে তখন আর আমার বলিবার কষ্টটা ভোগ করিতে হইল না।

সুরেশ। হাঁ—লাবণ্য বলিয়াছে।

নকুল। চল এখন ঘরে যাবে না ?

সুরেশ। না,—আমি একবার পরীক্ষাগারে যাব।

নকুল। কি দুর্ভোগ ! এখন কি করিতে মনস্থ ক'রেছ ? এখানে আর ভাল লাগে না। কিছুদিন বেড়াতে গেলে হয় না ?

সুরেশ। আপত্তি কি ?

নকুল। কোথায় ?—পশ্চিমে না দক্ষিণে ? ত্রৈলোক্যবাবু কলিকাতা হ'য়ে গয়ায় যাবেন—আমরাও গয়ায় যাই চল।

সুরেশ। আপনার যেরূপ ইচ্ছা।

নকুল। আমার ইচ্ছা! আমার কোন ইচ্ছা নাই; তুমি যা' ভাল বুঝ তাই কর, আমি কোন কিছুর মধ্যে থাকিতে চাহি না। তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি একটা সিগারেট টানিয়া পরে আসিতেছি।

* * * *

রসায়নাগারে সুরেশ যখন প্রবেশ করিল—তখন তাহার মুখের ভাব অতি ভীষণ,—তাহার নয়নদ্বয় কুটীলদৃষ্টিপূর্ণ,—তাহার ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত,—নাসিকা এবং ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

কক্ষ মধ্যে আলোক জ্বলিতেছিল,—সুরেশ একবার বায়ুপথগুলি পরীক্ষা করিল। তা'র পর একটি কটাহে কয়েকটি কাচপাত্র হইতে তরল পদার্থ ঢালিয়া একত্র করিল এবং কটাহ অগ্নির উপর স্থাপিত করিয়া একটি আলমারী মুক্ত করিল; তন্মধ্য হইতে একখানি স্থূল কলেবর পুস্তক গ্রহণ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং পুস্তক খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পুস্তকের অক্ষরগুলি তাহার দৃষ্টির উপর নৃত্য করিতে লাগিল।

এই সময় দ্বারে আঘাত হইল এবং নকুল ডাকিলেন,—"সুরেশ!"

সুরেশ মুহূর্ত্তমধ্যে চিত্ত সংযত করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। দ্বারটি অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত, একটু জোরে টানিয়া দিলে একটি স্প্রিং আবদ্ধ হইয়া যাইত এবং চাবি দিয়া খুলিতে হইত। একটি চাবি সুরেশের নিকট ও একটি দেবীর নিকট থাকিত।

নকুলেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দ্বার ঈষৎ মুক্ত রহিল। নকুলেশ্বর কহিলেন,—"আগুণের উপর ও কি?"

সুরেশ। একটা রং-এর পরীক্ষা করিতেছি।

নকুল। জিনিসগুলা এমন ভয়ানক, এর মধ্যে উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে। তোমরা অর্থাৎ এই বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক লোকগুলা

বায়ুশূন্য স্থানে জীবন ধারণ করিতে পারে। সব অভ্যাস,—না?

সুরেশ। হাঁ—

নকুল। এখন পরামর্শ করা যাক্; তবে গয়ার দিকে যাওয়াই সাব্যস্ত? হাঁ,—লাবণ্যেরাও যাবে,—সেখান থেকে এসে তোমাদের বিবাহটা শেষ করিতে পারিলে জীবনের কাজ আমার শেষ হ'য়ে গেল।

সুরেশ। তার পর আপনি কি করিবেন?

নকুল। আমি আর কি করিব? আমার আর কিছুই করিবার নাই। আমি কাশীবাস করিয়া ধর্ম্ম আলোচনা করিব, তুমি কিছু কিছু মাসোহারা দিও।

সুরেশ উঠিল—একটি আলমারী খুলিল; তৎপরে আলমারী বন্ধ করিয়া কটাহের নিকট উপস্থিত হইল। কটাহের তরল পদার্থ তখন কেবল ফুটিয়া উঠিবার মত হইতেছিল।

সুরেশ কহিল,—"দাদা! আপনি এই হাতা দিয়া এইটা আস্তে আস্তে নাড়িতে পারেন? আমার স্পিরিট ফুরাইয়া গিয়াছে, একটু স্পিরিট না আনিলে পরীক্ষা নিষ্ফল হবে।"

নকুল। নাড়িতে পারি কিন্তু অনভ্যস্ত—যদি খারাপ হ'য়ে যায়?

সুরেশ। তা' যাবে না—কেবল নাড়িতে থাকুন।

নকুলেশ্বর সানন্দে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন,—তাঁহার সরল হৃদয়ে অবিশ্বাসের স্থান নাই।

সুরেশ বাহির হইয়া গেল এবং সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল; স্প্রীং-এর শক্তিতে দ্বার অবরুদ্ধ হইল।

কিছুদূর গিয়া সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইল; সুরেশ কহিল,—"সরকার! আমাকে একটু স্পিরিট সংগ্রহ করিয়া দিতে পার?

সর। হাঁ—পারি; আমাদের আলমারীতে দুই বোতল স্পিরিট আছে, এখনই আনিয়া দিতেছি।

সরকার প্রস্থান করিলে সুরেশ পরিক্রমণ করিতে লাগিল; অল্পক্ষণ মধ্যে সরকার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"না—স্পিরিট নাই; কথাটা আমার স্মরণ ছিল না,—এক বোতল কয়েকদিন আগে যেন কে লইয়া গিয়াছে; আর এক বোতল ত্রৈলোক্যবাবুর মেয়ের জন্য তা'র ঝি চাহিয়া লইয়াছিল। তাঁ'র কাছে থাকিতে পাকে—সেখান থেকে আনিব কি?"

সুরেশ। আন।

সরকার প্রস্থান করিল; অল্পক্ষণ পরে রামগতিবাবু সেই স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন; সুরেশকে দেখিয়া কহিলেন,—কি হে! তুমি এখানে যে?"

সুরেশ। আমি! সরকার স্পিরিট আনিতে গিয়াছে তাই অপেক্ষা করিতেছি।

রাম। নকুল কোথায়?

সুরেশ। আমার পরীক্ষা ঘরে পত্র লিখিতেছেন।

রাম। তবু ভাল—অনেকক্ষণ তা'কে দেখি নাই।

রামগতিবাবু প্রস্থান করিলে সরকার স্পিরিট লইয়া উপস্থিত হইল। স্পিরিটের বোতল গ্রহণ করিয়া সুরেশ একটু এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল—সরকাব প্রস্থান করিল।

সুরেশ ভ্রমণ করিতে কবিতে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল; অন্ধকার—পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক... স্থত আলোকরশ্মি সময়ে সময়ে তাহার দেহের উপর পতিত হইতেছিল; লাবণ্য সেই কক্ষের দ্বারে উপনীতা হইল। সুরেশের প্রতি তাহার দৃষ্টিপাত হইল—সে ধীরে ধীরে সুরেশের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেশের চিন্তাভঙ্গ হইল—কহিল,—"লাবণ্য!—"

লাবণ্য। হাঁ; তুমি স্পিরিট আনিতে পাঠাইয়াছিলে?

সুরেশ। হাঁ—

লাবণ্য। নকুল কোথা?

আবার নকুল! এখনও নকুল! নকুলের প্রতি এখনও আসক্তি!

সুরেশ ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—"নকুল আমার পরীক্ষাগারে পত্র লিখিতেছেন।"

লাবণ্য নিশ্চিত হইল এবং ধীরপদে পুনরায় প্রস্থান করিল।

তখন সুরেশ অন্যমনস্কভাবে একটি কক্ষে প্রবেশ করিল,—তথায় রামগতিবাবু একাকী বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সুরেশ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"নকুলকে অনেকক্ষণ দেখি নাই—"

সুরেশ। আমি ফিরিয়া গিয়া পাঠাইয়া দিব।

রাম। দেখ হে—আমার মনটা আজ বড় ভাল বোধ হইতেছে না; যেন কি একটা অন্ধ আশঙ্কা সর্ব্বদাই মনে আসিতেছে—যেন একটা অমঙ্গল হবে মনে হইতেছে।

সুরেশ। আপনারা কালই বিদায় লবেন?

রাম। হাঁ—অনেক দিন আছি আর থাকিলে চলে না। এখানে কয়দিন খুব সুখে থাকা গিয়াছে।

সুরেশ উঠিয়া দ্বারের নিকট গেল, অপর পার্শ্বে লাবণ্য নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল।

সুরেশ কহিল,—"তুমি এখানে?"

লাবণ্য। তুমি এখনও এখানে?

সুরেশ। রামগতিবাবুর সঙ্গে একটু কথা কহিতেছিলাম—এখন যাই।

সুরেশ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল; লাবণ্য অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। সুরেশ কহিল,—"আমাদের চুক্তি মনে করিও।"

লাবণ্য কোন উত্তর করিল না—নীরবে প্রস্থান করিল।

নকুলেশ্বর হাতা দিয়া কটাহের তরল পদার্থ সঞ্চালন করিতেছিলেন আর চিন্তা করিতেছিলেন; চিন্তা সেই অজ্ঞাত দ্বীপে ধাবিত হইতেছিল—আর একটি বালিকার পবিত্র—সুন্দর মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল।

নকুলেশ্বর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—তৎসহ তাঁহার কাশ উপস্থিত হইল—তিনি আপন মনে কহিলেন,—"কি ভয়ানক জিনিষ; এ লোকগুলা বাঁচে কিসে?"

তাঁহার শ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ হইতে লাগিল,—কহিলেন,—"জানালাটা খুলিয়া দেওয়া যাক্।"

নকুলেশ্বর চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। অগ্রসর হওয়া কঠিন হইল—তাঁহার চরণদ্বয় যেন ভয়ানক ভার—যেন কক্ষতলের সহিত সংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বহুকষ্টে টলিতে টলিতে—টেবিল চেয়ার অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছিল—বাতায়ন প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না—ভিত্তিগাত্রে হস্তার্পণ করিয়া পতন হইতে রক্ষা পাইলেন; তৎপরে টলিতে টলিতে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বাতায়ন প্রাপ্তির জন্য হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন—কিন্তু সন্ধান নিষ্ফল হইল। তখন ব্যাকুলভাবে দ্বার লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধচেতন অবস্থায় টলিতে টলিতে চলিলেন কিন্তু দ্বারের নিকট অগ্রসর হইতে পারিলেন না। দেহভার রক্ষা করিবার জন্য পর্দ্দা ধরিলেন এবং ঘণ্টার রজ্জু প্রাপ্ত হইয়া আকর্ষণ

করিলেন। রজ্জু খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং তৎসহ নকুলেশ্বর অচেতন হইয়া পতিত হইলেন; তখনও তাঁহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য ছিল—তিনি ভাবিতেছিলেন,—"একি মৃত্যু!" সাবিত্রীর সুন্দর মূর্ত্তি যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এমন সময় দ্বার মোচনের শব্দ হইল—নকুলেশ্বর ভাবিলেন আর সময় নাই।

বাহিরের শীতল নির্ম্মল বায়ু বেগে প্রবেশ করিল; নকুলেশ্বরের চেতনা সঞ্চার হইল,—তিনি চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিলেন, এক নারীমূর্ত্তি কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাধ্যের অতীত চেষ্টা করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—দেহ টলিতে লাগিল,—চারিদিকে ঘোর কুজ্ঝটিকা-বরণবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল; নকুলেশ্বর দেখিলেন—দেবীর ছায়ামূর্ত্তি কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছে। দেবী দ্রুতপদে বাতায়ন সন্নিহিত হইয়া মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল,—পারিল না; হঠাৎ তাহার কি স্মরণ হইল,—সে ছুটিয়া যে স্থানে অগ্নির উপর ফুটন্ত তরল পদার্থ হইতে নীলবর্ণ ধূম বাহির হইতেছিল তথায় উপস্থিত হইল এবং একটা লৌহদণ্ড দ্বারা কটাহের পদার্থ অগ্নির পার্শ্বে ঢালিয়া ফেলিল। সেইরূপ করিতে কয়েকবিন্দু তরল পদার্থ অগ্নিতে পতিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং উচ্চ শিখা বিস্তার করিয়া দেবীর বস্ত্রাঞ্চলে সঞ্চারিত হইল,—অঞ্চল জ্বলিয়া উঠিল। নকুলেশ্বর এই সকল দেখিলেন,—ছায়ার ন্যায় তাঁহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতে লাগিল,—সকলই যেন অনৈসর্গিক কাণ্ড বোধ হইতে লাগিল। তথাপি নকুলেশ্বর বেশ বুঝিলেন দেবী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত; তিনি অসীম অধ্যবসায় সহকারে টলিতে টলিতে দেবীর দিকে অগ্রসর হইলেন,—নিজের গায়ের কোটটি ছিঁড়িয়া উন্মুক্ত করিলেন এবং তদ্দ্বারা দেবীকে বেষ্টন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চলচ্ছক্তি রহিতপ্রায়, তথাপি বিপন্মুক্ত হইবার—

দুজনের জীবন রক্ষার প্রবল আকাঙ্খায় নকুলেশ্বর অনেক চেষ্টা করিয়া অস্থির চরণে টলিতে টলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; এই সময় প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা কক্ষতলে পতিত তরলপদার্থের এক পার্শ্বে সংযুক্ত হইয়া প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল এবং বাতায়ন সন্নিহিত পর্দ্দায় সংলগ্ন হইয়া সমুদয় কক্ষ আক্রমণ করিল।

নকুলেশ্বর দেবীকে সবলে টানিয়া লইয়া ক্রমে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বার অর্দ্ধমুক্ত ছিল—নকুলেশ্বর বাম হস্তে দেবীর বাহু আকর্ষণ করতঃ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তে দ্বার মুক্ত করিলেন—কিন্তু তাঁহার ক্ষীণবল হস্ত হইতে দেবী স্খলিতা হইয়া কক্ষমধ্যে পতিতা হইল,—নকুলেশ্বর কক্ষের বাহিরে পতিত হইলেন। দ্বারটি অগ্নি ও বায়ুবেগে প্রহৃত হইয়া সবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। নকুলেশ্বর সোপানে পতিত হইয়া মস্তকে আহত হইলেন—আর অভাগিনী দেবী প্রভুকে রক্ষা করিতে, প্রভুর পাপচিহ্ন গোপন করিতে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিময় গৃহে অবরুদ্ধা হইল।

এই সময় রামগতিবাবু কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—রসায়নাগারে বহ্নিশিখার জ্যোতিঃ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল; রামগতিবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন,—"ও কি?"

শিখা যতই প্রবলভাব ধারণ করিতে লাগিল—ততই সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। তখন রামগতিবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আগুন—আগুন!"

সুরেশ ছুটিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিল,—তাহার হৃদয় ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—"আগুন! কই আগুন—কোথায়?"

রামগতিবাবু "ঐ যে—তোমার পরীক্ষা-ঘরের দিকে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিলেন। বাটীর সকলেই সমাগত

হইয়া "আগুন—আগুন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। লাবণ্য ব্যাকুলভাবে কহিল,—"নকুল—নকুল যে ঐ ঘরে ছিলেন!"

সুরেশ একবার লাবণ্যের দিকে চাহিল, উভয়ের দৃষ্টিবিনিময় হইল; লাবণ্য দেখিল—সুরেশের সে দৃষ্টি পৈশাচিকজ্যোতিঃপূর্ণ। তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

সকলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিময় গৃহের দিকে ধাবিত হইলেন; অগ্নি নির্ব্বাণোপযোগী যন্ত্রাদি বাটীতে রক্ষিত ছিল, ভৃত্যেরা ছুটাছুটি করিয়া সেই সকল যন্ত্রাদি আনয়ন করিল—কিন্তু কক্ষ তখন সর্ব্বস্থানে অগ্নিময় হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সুরেশ ভৃত্যবর্গ লইয়া অসীম উৎসাহে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না—কক্ষের এক অংশের ছাদ পড়িয়া গেল এবং তৎসহ বাটীর অপর অংশে অগ্নি সংযুক্ত হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল।

বহু পরিশ্রমে তিন ঘণ্টা অসীম চেষ্টায় অগ্নির বেগ কমিয়া আসিল এবং আরও একঘণ্টা পরে অগ্নি শীতল হইয়া গেল। রামগতিবাবু তারা ও লাবণ্য সমস্বরে ব্যাকুলভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"নকুল! নকুল যে এই ঘরে ছিলেন!"

সুরেশের কৃষ্ণনয়নদ্বয় একবার ঘূর্ণিত হইল,—সে ওষ্ঠ দংশন করিল—ভাবিল,—"এখনও নকুল!"

বৃদ্ধ সরকার উচ্চঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিত ইষ্টক স্তূপের উপর উঠিয়া দুই হস্তে ইষ্টক অপসৃত করিতে লাগিল। রামগতিবাবু ও সুরেশ তখন সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সুরেশ অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে সেই সকল পতিত ইষ্টকাদি অপসৃত করিতে লাগিল।

হঠাৎ রামগতিবাবু উচ্চঃরবে কাঁদিয়া উঠিলেন; সকলে ব্যস্তভাবে

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রামগতিবাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে এক দগ্ধ-বিকৃত শবদেহ নির্দ্দেশ করিলেন।

সরকার ছুটিয়া সেই প্রাণহীন দেহের নিকট উপস্থিত হইয়া "বাবু—বাবু" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রামগতিবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"হায়—নকুলের মত পুণ্যবান লোকের এমন পরিণাম হবে কে জানিত! সব অদৃষ্ট!"

নকুলেশ্বর একটি ক্ষুদ্র নিকুঞ্জান্তরালে পতিত হইয়াছিলেন; যদিও তাঁহার চেতনা ছিল—তাঁহার মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। কতকক্ষণ পর্য্যন্ত শীতলবায়ু সংস্পর্শে তাঁহার মস্তিষ্ক ক্রমে শীতল হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন; তখন অগ্নি প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তিনি শুনি-লেন, রামগতিবাবু প্রভৃতি তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিতেছেন; নকুলেশ্বর তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মনে একটা সংকল্প স্থির হইল এবং তিনি সেই দগ্ধ কক্ষের দিকে না গিয়া উদ্যানের মধ্য দিয়া বাটির দিকে চলিলেন। বাটীস্থ সমুদয় লোক সেই দগ্ধ কক্ষে সমাগত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন। নকুলেশ্বর ক্ষিপ্রপদে এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন—তথায় মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা করিয়া একখানি বস্ত্র ও একটি কোট গ্রহণ করিয়া সত্বর বাহির হইয়া পড়িলেন।

লাবণ্য যথায় দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, সুরেশ তথায় উপস্থিত হইল,—লাবণ্য তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সুরেশের দৃষ্টিতে সে এক ভীষণ জ্যোতিঃ দেখিল,—তাহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল,—একটি মৃদু চীৎকার করিয়া সে মূৰ্চ্ছিতা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

০৯৫০

সুবর্ণ দ্বীপে।

তিনজনে কুটীরগুলি পরিস্কার করিলেন; নীহারীকার শারীরিক বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল,—প্রফুল্লবাবু ও সাবিত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও সে কুটীর পরিস্করণে সাহায্য করিল। কুটীর পরিস্কৃত হইলে আহারাদি শেষ হইল; বৈকালে প্রফুল্ল ও নীহারীকাকে কুটীরে রাখিয়া সাবিত্রী বাহির হইল,—কুটীরের অদূরবর্ত্তী একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। সবই পূর্ব্বের ন্যায় আছে; পাখীগুলি পূর্ব্বের ন্যায় কলরব করিতেছে,—গাছগুলি বায়ুভরে শব্দিত হইতেছে,—ললিত লবঙ্গলতিকাগুলি সেইরূপই বায়ুভরে দুলিতেছে—কিন্তু সকলের মধ্যে যেন কেমন একটু অভাব—কেমন একটু বিষাদ রহিয়া গিয়াছে; সকলে যেন সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে,—"তুমি ত' ফিরিয়া এসেছ কিন্তু আমাদের প্রভু কোথায়!"

সাবিত্রীর অবস্থা অতি শোচনীয়; সে হৃদয়ের বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া "নকুল—নকুলেশ্বর!" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—"আশা যখন গিয়াছে তখন আর কাঁদিয়া কি করিব! বুকে পাষাণ বাঁধিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হ'বে।"

সাবিত্রী তখন তথা হইতে কুটীরের পশ্চাৎভাগে উপনীতা হইল এবং এক স্থানের মৃত্তিকা অল্প খনন করিয়া ফেলিল, তাহার পিতার

সংগৃহীত সুবর্ণখণ্ডগুলি তথায় নিহিত ছিল। তৎপরে প্রফুল্ল ও নীহারী-কাকে আহ্বান করিল; উভয়ে ব্যস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে সাবিত্রী সুবর্ণরাশির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

প্রফুল্ল ও নীহারীকা সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন; সাবিত্রী প্রফুল্লভাবে কহিল,—"বুঝিতে পারিতেছেন না?"

প্রফুল্ল। না! এ কি—

সাবিত্রী। সোণা—সব সোণা।

প্রফুল্লর মুখমণ্ডল বিষাদাছন্ন হইল। তিনি কহিলেন,—"আমি খুব সুখী হইলাম,—তুমি খুব বড়লোক হইতে পারিবে।"

সাবিত্রী। আমি! আমার জন্য—আমি এ সকল চাহি না—

প্রফুল্ল। কিন্তু—

নীহা। তোমার ঐ বড় দোষ দাদা; সাবিত্রীর কথা শেষ করিতে দাও।

সাবিত্রী। আমি এই সোণা সব আপনাদিগকে দিতে পারি না,—এর অর্দ্ধেক আমার। তবে এই দ্বীপে প্রচুর সোণা আছে বাবার মুখে শুনিয়াছি,—আর সেই সোণা পাওয়ার জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। পাহাড়ের গায়ে অনেক সোণা আছে আর ঝরণার পাশেও আছে,—সে সকল অল্প একটু খুঁড়িলেই পাওয়া যায়। সেই সোণা আপনি সংগ্রহ করিয়া লইলে খুব বড়লোক হইতে পারিবেন।

নীহা। তুমি ভিন্ন আর কেহ সে সকল জানে না?

সাবিত্রী। আমি! না—আর একজন যাঁর এই সোণার অর্দ্ধেক অংশ আছে তিনি জানেন।

প্রফুল্ল ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন; আকস্মিক পর্য্যাপ্ত সুবর্ণ প্রাপ্তিতে তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"সে কে?—কোথায়?—এখানে নাই কেন?"

সাবিত্রীর গণ্ডস্থল পাংশুবর্ণ হইল—দৃষ্টি অবনত হইল; কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"বলিতে পারি না,—তাঁর হয় ত মৃত্যু হইয়াছে।"

প্রফুল্ল। তোমার সঙ্গে তিনি যান নাই?

সাবিত্রী যাতনাক্লিষ্ট হৃদয়ে কহিল,—"না—আমি তাঁকে এই দ্বীপে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

নীহারীকা সস্নেহে সাবিত্রীর কর গ্রহণ করিয়া কহিল,—"না—না; দাদার ঐ এক স্বভাব। আমরা কি বুঝি না! সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ ডুবি হওয়া,—এত কষ্ট সহ্য করা—পিতৃহীন বন্ধুহীন হওয়া! আহা! বোনটি আমার, কত কষ্ট সহিয়াছ! না—ও সম্বন্ধে আর কোন কথা নয়।"

প্রফুল্ল কুটীরের একটী খুঁটী ধরিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন,—"আর আমাদের জন্য তোমার আবার এত কষ্ট! এখন বুঝিলাম, তুমি নিজের জন্য আমাদের সঙ্গে এস নাই,—আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে দেবীরূপিনী তুমি আমাদের সঙ্গ লইয়াছ।"

সাবিত্রী। তাতে কি? আপনার ক্ষমতা থাকিলে কি আমার জন্য করিবেন না? আপনার মত বন্ধুর যদি উপকার না হইল তবে—কিন্তু —আমার একটি প্রার্থনা আছে—

প্রফুল্ল। তোমাকে অদেয় কিছুই নাই, জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নহি। কি?—বল।

সাবিত্রী। এখন না—সময়ে বলিব।

প্রফুল্ল। তুমি নিজের কথা একদিনও মনে কর নাই,—তুমি ত বড় লোকের মেয়ে নও?

সাবিত্রী। না—আমি যতদূর গরিব হইতে হয়—

প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি এই সুবর্ণময় দ্বীপে পুনরায় আসিবার চেষ্টা কর নাই কেন? .

সাবিত্রী। না—আমার আবশ্যক কি? এত সুবর্ণ লইয়া আমি কি করিব? যখন—আরও আমার ত কোন অভাব হয় নাই।

প্রফুল্ল। আমি তোমার দান গ্রহণ করিব; তুমি দেবী—তোমার দান কেন না লইব? কিন্তু এই সুবর্ণরাশি অপেক্ষা যাহা আমি অধিক মূল্যবান—অধিক আদরের—না—নীহারীকা, তোমার এখন অতুল ঐশ্বর্য্য হবে।

নীহা। হাঁ—নিশ্চয়ই; দরিদ্র হওয়া আমি বড় ঘৃণা করি—বড় অসহ্য। দুদিন বাদ এত সখের 'গঙ্গাকে' বিক্রয় করিতে হইত! এখন আমরা বাড়ী ফিরিয়া গিয়া যা' যা' গিয়াছে সব উদ্ধার করিতে পারিব।

তৎপরে সাবিত্রীকে দক্ষিণ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া কহিল,—"তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে?"

সাবিত্রী হাসিয়া কহিল,—"আমি! আমি আর কি করিব,—একটা অতিথিশালা খুলিয়া দিব। অর্থে আমার কোন স্পৃহা নাই। দেখুন প্রফুলবাবু, এই জন্যই আমি জাহাজের অন্য লোক আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

প্রফুল্ল। এখন এখানে আমাদের কিছুদিন থাকিতে হবে,—কি বল নীহার?

নীহা। নিশ্চয়ই; স্থানটি আমার এত আরামপ্রদ বোধ হইতেছে, যেন আরব্য উপন্যাসের কল্পনা—যেন স্বপ্ন!

প্রফুল্ল। তা' এখন 'গঙ্গা' বাঁধিয়া রেখে কি করিব?

নীহার। না—'গঙ্গা' লইয়া নৈরু কোন বন্দরে যাক্, সাতদিন পরে আবার আসিবে।

প্রফুল্ল। তবে তোমরা থাক, আমি আসি।

প্রফুল্ল প্রস্থান করিলেন ; উপকূলে উপস্থিত হইয়া অদূরবর্ত্তী 'গঙ্গা' জাহাজের অধ্যক্ষকে ইঙ্গিত করিলেন। জাহাজ হইতে ক্ষুদ্র নৌকা নামিয়া পড়িল এবং দুইটি খালাসী উঁহাকে বাহিয়া তীরে আনিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"আমাদের বিছানা, বাসন ও খাবার জিনিষ সব নিয়ে এস।"

নৌকা পুনরায় জাহাজের গায়ে গিয়া লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে আদিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া আসিল। খৈরু খাঁ সেবার সেই নৌকায় আসিল।

প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী নামাইয়া লইয়া কহিলেন,—"খৈরু! আমাদের এখানে কয়েকদিন বিলম্ব হবে,—তুমি নিকটবর্ত্তী কোন বন্দরে 'গঙ্গাকে' লইয়া যাও ; সাতদিন পরে ঠিক এই স্থানে আসিবে।"

খৈরু সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রফুল্ল তখন দ্রব্য সামগ্রী বহন করিয়া কুটীরে উপস্থিত হইলেন ; নীহারীকা এদিক ওদিক বেড়াইতেছিল এবং সাবিত্রী একটি পাত্রে উষ্ণজল করিয়া চা প্রস্তুত করিতেছিল।

সে দিন আহারাদি সম্পন্ন হইল এবং তিনজনে নিকটবর্ত্তী একটি গিরি সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ গৈরিক-ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় নির্গত হইয়া গিরিগাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে,—নিম্নভূমিতেও সুবর্ণের চূর্ণ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে।

প্রফুল্ল আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সুবর্ণ খনন করিতে লাগিলেন ; খানিক খনন করিয়া তাঁহার একটু ক্লান্তি বোধ হইল—সাবিত্রী কহিল,—"আমি একটু খুঁড়ি, এ সকল কাজ আমার অভ্যাস আছে।"

নীহারীকা কহিল,—"আমি তোমাদের সাহায্য করিতে পারি না কেন?

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিলেন,—"তুমিও পার; মাটির সঙ্গে যে সোণা রহিয়াছে তুমি উহাই বাছিয়া বাহির কর।"

তিনজনে তখন কার্য্য আরম্ভ করিলেন; অল্পক্ষণ মধ্যে প্রচুর সুবর্ণ সংগৃহীত হইল। নীহারীকা যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল কিন্তু তাহার সুবর্ণ অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কার্য্য বন্ধ হইল; সাবিত্রী কহিল,—"কাল আমি আপনাকে আর একটা স্থান দেখাইয়া দিব, সেস্থান উপত্যকা এবং সোণাও বাহির করা সহজ। এখন এই সব সোণা জাহাজে লওয়ার উপায় কি?"

প্রফুল্ল। বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া নিলে হয়!

নীহা। এত বাক্স কোথায় পাওয়া যাবে?

সাবিত্রী। তা' নয়—কাপড় দিয়া ছোট ছোট থলি প্রস্তুত করিয়া তার মধ্যে করিয়া লওয়া যাবে।

প্রফুল্ল। যাই হোক একটা কিছু করিতে হবে; শেরু খাঁ ও তাহার লোকজন যদিও খুব বিশ্বাসী কিন্তু এত ধনলোভে লোকে সবই করিতে পারে।

সকলে কুটীরে আসিলেন—সুবর্ণ তথায় পতিত রহিল; দস্যুতস্করের আশঙ্কা ছিল না।

রাত্রে আহারাদির পর প্রফুল্ল একাকী এক কুটীরে এবং যুবতীদ্বয় অপর কুটীরে শয়ন করিলেন; প্রফুল্লর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি রাশিকৃত সুবর্ণ পাইয়াছেন বটে কিন্তু সুখ কোথায়? নিদ্রা হইল না,—প্রফুল্ল শয্যাত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন। জল স্থল কৌমুদী-প্লাবিত হইয়া হাসিতেছিল; এক সময় নকুলেশ্বর যেমন মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির সেই নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিতেন আজ প্রফুল্ল ঠিক সেই ভাবে দেখিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ শীতল বাতাস স্পর্শে তাঁহার দেহ ঈষৎ অবসন্ন বোধ হইল। নিদ্রা যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তখন কুটীরের দিকে ফিরিলেন ; যে কুটীরে নীহার ও সাবিত্রী শয়ন করিয়াছিল—সেটি অন্ধকার ; কিন্তু তাহার পার্শ্ববর্ত্তী এক কুটীরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। প্রফুল্ল বিশেষ কৌতূহলী হইয়া নিঃশব্দে কুটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; দেখিলেন, কক্ষ মধ্যে একটি মঞ্চ,—তাহার উপর এক সময় শয্যা বিস্তার করিয়া কেহ নিদ্রা যাইত।

সাবিত্রী অর্দ্ধোপবিষ্টা হইয়া সেই মঞ্চের উপর উভয় বাহু বিস্তার করিয়া দিয়াছে এবং মঞ্চের পার্শ্বে মুখ গুঁজিয়া মৃদুরবে কাঁদিতেছে ; তাহার দক্ষিণ হস্ত একখানি কাগজ ও একটি অঙ্গুরীয়ের উপর স্থাপিত।

প্রফুল্লর হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল—তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না ; ধীরে ধীরে সাবিত্রীর পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হইয়া মিষ্টস্বরে ডাকিলেন, —"চঞ্চল !"

সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিল ; সিক্তনয়নে প্রফুল্লর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং বিচলিতভাবে সেই কাগজ ও অঙ্গুরী গোপন করিয়া ফেলিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"চঞ্চলা ! তোমার এত দুঃখ কিসের ? অবশ্য আমার জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ অধিকার নাই ; কিন্তু চঞ্চলা, তুমি জাননা—তুমি আমার কি !—তুমি আমার হৃদয়ের দেবী, আমার প্রাণের সর্ব্বস্ব !—"

সাবিত্রী অশ্রুমুক্ত হইল ; সে সবিস্ময়ে প্রফুল্লর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"আপনি—আমি—আমি স্বপ্নেও এরূপ মনে করি নাই !"

প্রফুল্ল। কিন্তু চঞ্চল—আমি আত্মহারা হইয়া তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি ; তুমি এ হতভাগ্যের জন্য এত কষ্ট করিয়াছ—

সাবিত্রী কাতরস্বরে কহিল,—"আপনি সে কথা ভুলিয়া যান। আপনি জানেন না যে আমার জীবন কি? যখন শুনিবেন তখন সব বুঝিবেন।"

প্রফুল্ল। আমি বুঝিতে চাহি না; হয় ত' তুমি আর এক জনের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলে—হয় ত' সেও তোমাকে ভালবাসিয়াছিল, তা'তে আমার কি—তা'তে—

সাবিত্রী। না—না—সে অনেক কথা; আমার এত দিন সে সব কথা আপনাকে বলা উচিত ছিল, কিন্তু—না—আপনাকে মিনতি করি-তেছি—হৃদয়ের সন্তাপ বাড়াইবেন না—আমি—

প্রফুল্ল। তোমার যদি কষ্ট হয় বলিও না। কিন্তু সে লোকটি কে?

সাবিত্রী। তা' আমি বলিতে অক্ষম।

ইহার পর উভয়ে স্ব স্ব শয্যা গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হইলেন; প্রভাতে প্রফুল্ল সুবর্ণ খনন করিতে বাহির হইলেন। সাবিত্রী ও নীহারীকা একত্রে কথোপকথন করিতেছিল ও রন্ধন করিতেছিল। সাবিত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর—নীহারীকা যেন তাহার মনের কথা বুঝিয়া লইল; কহিল,—"চঞ্চল! দাদা কি কিছু বলিয়াছেন?"

সাবিত্রী। হাঁ—কিন্তু আমি সে অনুগ্রহের অযোগ্যা।

নীহা। তুমি অপরের অনুরাগিনী?

সাবিত্রী। হাঁ—কিন্তু—

নীহা। এই সোণার অর্দ্ধেক যাঁর—তিনি কি?

সাবিত্রী। হাঁ—আমি কিছুই গোপন করিব না।

নীহা। আমাদের দ্বারা তোমার সাহায্য হইতে পারে—তিনি কোথায়?

সাবিত্রী। তিনি অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত।

নীহা। তবু তুমি তাঁ'কে ভালবাস?

সাবিত্রী। হাঁ—কখন ভুলিতে পারিব না। সকলই বিধির নির্ব্বন্ধ!

নীহা। এ সংবাদ দাদাকে বলিতে পারি?

সাবিত্রী। হাঁ—আমি নিজেই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু পারি নাই।

প্রফুল্ল বেলা নয় ঘটিকার সময় শ্রান্তদেহে কুটীরে সমাগত হইলেন, তাঁহার মুখে প্রফুল্লতা বিরাজমান; সাবিত্রীর প্রত্যাখ্যান যেন তাঁহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারে নাই। নীহারীকা সাবিত্রীর সমুদায় কথা প্রফুল্লর গোচর করিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"কি পাষণ্ড! সেই হতভাগা চঞ্চলার কোমল হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। একদিন না একদিন তার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হ'বে—তখন—"

নীহা। মনে রাখিও, চঞ্চলা এখনও তা'কে ভালবাসে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হেমন্তবাবু।

একমাস! অতি দীর্ঘকাল! দীর্ঘকাল হইলেও একমাস কাটিয়া গেল; এই একমাস প্রত্যেক দিবস গণনা করিয়া সুরমা কাটাইল। আশা তাহার কর্ণে যে মধুর ঝঙ্কার প্রবেশ করাইতেছিল—তাহাতেই তাহার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিতেছিল, তাহাতেই সে পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল হইয়াছিল; কিন্তু সে ঝঙ্কার আবার নীরব হইয়া আসিতে লাগিল,—হৃদয়ের তন্ত্রী আবার বেসুরা বাজিতে লাগিল,—শ্লথ হইতে লাগিল। একমাস ত' কাটিয়া গেল, কিন্তু কৈ? কেহ ত' ফিরিল না! প্রফুল্ল তার বাল্য সখা,—প্রফুল্লকে বিস্মৃত হওয়ার শক্তি তাহার ছিল না। সুরমার হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করিবার লোক ছিল না—চঞ্চলা যত দিন ছিল, ততদিন তাহার নিকট প্রাণের বেদনা জানাইয়া কতকটা শান্তি পাইত,—সেও নাই। হেমন্তবাবুও যেন ইদানীং কেমন হইয়া গিয়াছেন; তিনি বাটীতে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকেন—যেন তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই অশান্ত।

সুরমা ভাবিল,—"আজ একমাস চার দিন হইল—সব আশাই নিষ্ফল হইল। চঞ্চলা কি মিথ্যা কথা বলিল? না—প্রাণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। তবে কি কোন বিপদ হইল? ভগবান না করুন—আমি প্রফুল্লকে চাই না, তিনি সুখী হউন। আমি মনে করিতাম আমার ভালবাসায় তিনি সুখী—তাই ভালবাসিতে গিয়াছিলাম,—তাই ভালবাসা প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম; যদি জানিতাম তিনি সুখী হইবেন না—এ ক্ষুদ্র জীবন দিয়া তাঁহাকে সুখী করিতাম, তবু প্রাণের কথা প্রকাশ

করিতাম না। ভগবান! তাঁকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া দাও। বাবা বলিয়াছেন প্রফুল্ল ফিরিয়া আসিলে বাড়ী এবং সমুদায় সম্পত্তি পাইবে। বিক্রয় অসিদ্ধ প্রমাণ হইয়াছে।"

হেমন্তবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কোমলকণ্ঠে কহিলেন,—"মা! আজ কয়দিন হইতে দেখিতেছি আবার তুমি কি ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছ; প্রফুল্ল পাষণ্ড—নিষ্ঠুর,—তার জন্য ভাব কেন? সে কি তোমার মত রত্নের মূল্য বুঝে—যদি বুঝিত অযত্ন করিত না।"

সুরমা। আর ভাবিব না; বাবা, চলুন না কেন—আমরা কিছুদিন বেড়াইয়া আসি!

হেমন্ত। তোমার যদি ইচ্ছা হয় চল; আমি কালই ছুটির দরখাস্ত করিব।

সেইদিন হেমন্তবাবু মালতীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; মালতী তখন গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল—

"আমার দুখের সময় এলেনা বঁধু সুখের সময় এলে,
আমার সুখের সাধনা পুরিতে বঁধু দুঃখ বাড়িয়ে গেলে।
এক ফুলের ভ্রমর নও ত' বঁধু বেড়াও ফুলে ফুলে,
এক ফুলের প্রাণ কেড়ে নিয়ে (যাও) অন্য ফুলে চলে॥
যখন যে ফুল ফুটে ওঠে তখন যাও তার কোলে
(আবার) দেখনা তার পানে চেয়ে মধু শূন্য হ'লে॥"

মালতী গৃহ কর্ম্ম করিতে করিতে গাহিতেছিল—তাহার ওষ্ঠাধরপ্রান্তে একটু হাসির ছটা,—তাহার অপাঙ্গে কুটীল দৃষ্টি। মালতীর বিধবার বেশ কিছুই ছিল না—কেবল সীমন্ত সিন্দুরহীন করিয়াছিল এবং বামহস্তের কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিয়াছিল মাত্র। পাছা পেড়ে সাড়ী,

অলঙ্কার প্রভৃতি কিছুই সে ত্যাগ করে নাই; তাহার সুদীর্ঘ চঞ্চল নয়নদ্বয় কজ্জল রঞ্জিত,—ওষ্ঠাধরে তাম্বুলরাগ,—তাহার নিবিড় কৃষ্ণ অলকাদাম বেণীসম্বন্ধ হইয়া নিতম্বচুম্বন করিতেছিল। নাতিবৃহৎ কক্ষ মালতীর রূপ তরঙ্গে ভাসিতেছিল; দ্বার পার্শ্বে হেমন্তবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। বাতায়ন পার্শ্বে একটা বৃহৎ বকুল বৃক্ষে বসিয়া এই সময় একটা দুষ্ট কোকিল তীব্ররবে ডাকিয়া উঠিল,—'কু—উ।' মালতী শিহরিয়া কহিল,—"পোড়ার মুখো, তোমার আর বুঝি কাজ নাই তাই এখানে 'কু' করিতে এসেছ? আমি কু হই সু হই তোর তা'তে কিরে?" মালতী যেমন বাতায়ন মুক্ত করিয়া ফেলিল, অমনি দুষ্ট কোকিল উচ্চরবে 'কু—কু' করিতে করিতে উড়িয়া গেল। মালতী একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইল অমনি হেমন্তবাবুর সহিত তার দৃষ্টি বিনিময় হইল; তাহার গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল—তাহার নয়নদ্বয় হাসিয়া উঠিল; মালতী একটু অভিমানস্বরে কহিল,—"যাও তুমি বড় দুষ্ট!"

হেমন্ত। কোকিলটাও দুষ্ট।

মালতী হাসিল—বড় লজ্জিতা হইল। হেমন্তবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—মালতীর সেই তরঙ্গায়িত পূর্ণযৌবনের রূপরাশি হেমন্তবাবুর হৃদয় উন্মত্ত করিল—তিনি আকুল আবেগে মালতীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার অর্দ্ধস্ফুরিত কুসুমকোমল ওষ্ঠাধরে উত্তপ্ত চুম্বন করিলেন।

হেমন্তবাবু কহিলেন,—"মালতী! আমার অদৃষ্টে বুঝি সুখ নাই।"

মালতী বিচলিতভাবে কহিল,—"কেন—কেন—আবার কি?"

হেমন্ত। সুরমা একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে যে আশা দিয়া গিয়াছিল—সে আশা পূরণের কোনই সম্ভাবনা নাই; এতদিন আশায় বুক বাঁধিয়া সুরমা একটু প্রফুল্ল ছিল—কিন্তু—

মালতী। সুরমার একটুও ধৈর্য্য নাই—নারীর প্রাণ অত অসহ্য হইলে কি চলে! নারীর বুকে বজ্রাঘাত পাতিয়া লইতে হয়।

হেমন্ত। মালতি! তুমি দেবী; এই দেবী যদি আমি সুরমার কাছে লইতে পারিতাম!

মালতী। হানি কি? আমি কাল সকালে সুরমার কাছে যাব।

হেমন্ত। পাছে—

মালতী হেমন্তবাবুর প্রতি এক কটাক্ষ হানিয়া কহিল,—"পুরুষ মানুষ গুলা নিতান্ত অপদার্থ! সকল কাজেই ভয়;—আচ্ছা আমি যদি সুরমাকে শান্ত করিতে পারি কি দিবে?"

হেমন্ত। কি দিব? দেওয়ার সবইত' দিয়াছি!

মালতী। আরও একটু দিবার আছে—

হেমন্ত। বল—তোমাকে অদেয় আমার কি আছে?

মালতী। তোমার ঐ ছাই চাকরীটা ছাড়িতে হবে—ভারি অসভ্য চাকরী, যেন বহুরূপী সাজা—কখন বা একটা ফকির, কখন সন্ন্যাসী, কখন বাঁদর—কখন হনুমান—

হেমন্তবাবু এত দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া উঠিলেন—কহিলেন,—"তুমি সত্য বলিয়াছ। বহুরূপী সাজিতে হয় বটে কিন্তু আনন্দ আছে; যখন আমার হৃদয় শ্মশান করিয়া তুমি চলিয়া আসিলে—তখন এই কার্য্যই আমার একমাত্র শান্তির উপায় হইয়াছিল।"

মালতী। তা' এখন ত আর সে শান্তির দরকার নাই, এখন ছাড়—

হেমন্ত। মালতি! চাকুরিটুকু আমার বড় প্রিয়—বড় আনন্দ পাই।

মালতী। বেশ—তুমি তবে চাকরী নিয়ে থাক; আমি সুরমাকে নিয়ে পশ্চিমে যাই। এক হৃদয়ে দুটীর উপর প্রেম হইতে পারে না।

হেমন্ত। তবে সম্মত হইলাম।

মালতী। কাল প্রাতেই যেন শুনি চাকরী ত্যাগ করিয়াছ।

হেমন্ত। না—এক সপ্তাহ মধ্যে ত্যাগ করিব।

মালতী বড় রাগিল—সে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া চোখ ঘুরাইয়া কহিল,—"কি—শ্রীমতী মালতীসুন্দরী দাসীর হুকুম অমান্য করা!"

হেমন্ত। আমি ত' হুকুম অমান্য করিতেছি না—আমার হাতে একটা বড় গুরুতর কাজ আছে; সে কাজে আমাদের সকলেরই সংশ্রব আছে।

মালতী। কি কাজ তা' বোধ হয় এখন বলিবে না—আমি শুনিতেও চাহি না। তবে যদি নিতান্ত গুরুতর কাজ হয়, সাত দিনের সময় দেওয়া গেল।

হেমন্ত। সুরমা কিছুদিন পশ্চিমে বেড়াইতে যায়; প্রফুল্লরা বোধ হয় শীঘ্র ফিরিবেন না। আচ্ছা মালতি, চঞ্চলাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

মালতী। চঞ্চলার তুলনা হয় না; চঞ্চলা তাহার হৃদয়ের কোন নিগূঢ়ভাব আমার নিকট প্রকাশ করে নাই—কিন্তু শ্রীমতী মালতীসুন্দরীর তা' বুঝিতে বাকী নাই। সে প্রণয়ে হতাশ হইয়াছে—একজনকে সে ভালবাসিয়াছিল, প্রতিদান পায় নাই,—তথাপি সে এখনও ভালবাসে।

হেমন্ত। তাহা হইলে সুরমার দশা তাহারও—

মালতী। হাঁ—কিন্তু তার হৃদয়ের অসীম বল। পুরুষগুলা কি নিষ্ঠুর!

হেমন্ত। আর সব নারীই বুঝি তোমার মত প্রেমময়ী?

মালতী হাসিয়া হেমন্তবাবুর দিকে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল; হেমন্তবাবু আবার তাহাকে বাহুবেষ্টিতা করিয়া ওষ্ঠে—ললাটে—নয়নে চুম্বন করিলেন। মালতী আত্মহারা হইয়া হেমন্তবাবুর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া রহিল।

পঞ্চম খণ্ড।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অকস্মাৎ।

সন্ধ্যার সময় প্রফুল্ল ক্ষুদ্র থলি পূর্ণ করিয়া লইয়া কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং উপত্যকায় যে প্রচুর স্বুবর্ণ আছে তাহা বলিলেন।

সাবিত্রী কহিল,—"আমরা কাল আপনার সঙ্গে যাব।"

প্রফুল্ল। না—সে অনেক দূর—তা' ছাড়া আর অধিক স্বুবর্ণ সংগ্রহ করিবার দরকার নাই; বরং আর একবার আসা যাবে।

একাকী হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করাই প্রফুল্লর প্রধান উদ্দেশ্য; তাই তিনি সাবিত্রী ও নীহারীকাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না।

উপত্যকা অতি মনোহর—নীরব—নির্জ্জন। ইতস্ততঃ বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের পক্ষীসকল বিচরণ ও কলরব করিতেছিল—মাঝে মাঝে গিরিগাত্রস্খলিত উপলখণ্ডপাতের শব্দ হইতেছিল আর বৃক্ষপত্রের শব্দের সহিত ক্ষীণা তটিনীর মৃদু শব্দ মিশিতেছিল।

প্রফুল্ল একমনে স্বুবর্ণ খনন করিতেছিলেন। খনন করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার চিন্তা কোথায়, কতদূরে, কত উচ্চে ভ্রমণ করিতেছিল কে বলিতে পারে? কখন বা চিন্তা তরঙ্গে ভাসমান হইয়া গভীর খাদ

উৎপাদন করিতেছিলেন এবং স্নুবর্ণচূর্ণ মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছিলেন—কখন বা খনন বিস্মৃত হইয়া কেবল স্বর্ণ নির্ব্বাচনই করিতেছিলেন।

বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইল—তিনি খননাস্ত্র রক্ষা করিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিলেন—নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলে হস্ত পদ ধৌত করিলেন—তৎপরে সাবিত্রী যে খাদ্য বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহা ভক্ষণ করিলেন। আহারান্তে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন; এই সময় উর্দ্ধ প্রদেশ হইতে বিষাদময় গীতিধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; গায়ক বিশেষ সুকণ্ঠ না হইলেও গীত যেন তাঁহার মর্ম্মোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছিল আর সেই গীত যেন প্রফুল্লর হৃদয়েও বাজিতেছিল।

প্রফুল্ল চমকিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, জনপ্রাণী নাই; গীতি-ধ্বনি তখন বায়ুতে মিশিয়া সেই দিকে আসিতেছিল।

প্রফুল্ল ভাবিলেন,—"শুনেছি এই সকল দ্বীপে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতির আবাস ভূমি। মানুষে তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। সে সব পুরাতন কথা এখন আর কেহ বিশ্বাস করে না।"

প্রফুল্ল সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন—ক্রমেই সঙ্গীত স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল;—প্রফুল্ল দেখিলেন—গিরিশৃঙ্গে বসিয়া এক মনুষ্য মূর্ত্তি,—এক যুবা পুরুষ করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া গাহিতেছিলেন—

"স্তব্ধ জীবনে স্তব্ধ নয়নে চেয়ে থাকি দূর অতীতের পানে।
স্মৃতিগুলি ভেসে ভেসে একে একে উঠে প্রাণে॥
অশান্ত হৃদয়ের তীব্র যাতনায় ছুটে যেতে চাই তাহার পানে।
অমনি যেন এক অশরীরি বাণী ভবিষ্যের কথা বলে কানে কানে॥

যেদিকে তাকাই প্রাণের জ্বালায় স্মৃতিমাখা দেখি সকল স্থানে।
কি যেন কি এক দুরন্ত তরঙ্গ টেনে নিয়ে যায় অতল পানে॥"

প্রফুল্ল দেখিলেন সে ব্যক্তি যুবক—সুন্দর—বলিষ্ঠ; ক্রমে প্রফুল্ল পর্ব্বত শৃঙ্গোপবিষ্ট সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কি মহাশয়?"

অপরিচিত ব্যক্তি মাথা উঠাইলেন এবং কহিলেন,—"আপনি কে?"

প্রফুল্ল। আপনি কোথা থেকে আসিতেছেন? আপনি ওখানে বসে আছেন আমি তা' দেখি নাই।

অপরিচিত। আমি আধ ঘণ্টা হইল নৌকা হইতে এই দ্বীপে নামিয়াছি। আপনি বুঝি সুবর্ণ বাহির করিতেছেন?

প্রফুল্ল। হাঁ।

অপরিচিত। আপনি যথেষ্ট সুবর্ণ পাইয়াছেন—বুঝিতেছি।

প্রফুল্ল। হাঁ—প্রচুর।

অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন,—"আপনি যদি উপত্যকার আরও উপরে খুঁড়িতেন আরও প্রচুর সুবর্ণ পাইতেন।"

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে কহিলেন,—"এ দ্বীপ আপনার পরিচিত?"

অপরিচিত ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"হাঁ—দ্বীপ আমি চিনি; এখানে আমি পূর্ব্বে আর একবার এসেছিলাম। আপনি বোধ হয় এই প্রথম এখানে এসেছেন?"

প্রফুল্ল। হাঁ। আপনি একাকী নাকি?

অপরিচিত। হাঁ—আমার সঙ্গে কেহ নাই; আপনার ভয়ের কারণ নাই। আমি কাহাকেও বলিব না বা আপনার নিকট সুবর্ণের অংশ চাহিব না। ধন সম্পদে আমার কোন আবশ্যকতা নাই।

প্রফুল্ল। বড় আশ্চর্য্য! মানুষের অর্থের আবশ্যকতা নাই!

অপরিচিত। আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্য বলিয়া জানিবেন; অর্থের আবশ্যকতা—বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয়ের জন্য; অর্থ আমাকে কিছুই ক্রয় করিয়া দিতে পারে না। ভাল কথা—আপনার নামটি কি?

প্রফুল্ল। আমার নাম প্রফুল্লবিহারী ঘোষ।

অপরিচিত। বাড়ী বোধ হয় কলিকাতায়?

প্রফুল্ল। হাঁ—ছিল বটে; বাড়ী বিক্রয় করিয়াছি।

অপরিচিত। ইচ্ছা করিলে এখন আবার কিনিতে পারিবেন; আপনি এখন কোটীপতি। আমার নাম কার্ত্তিক বর্ম্মণ; আমি মাছ ধরিবার ও শীকার করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি—ঘুরিতে ঘুরিতে এই দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। আপনার নিকট দেশালাই আছে?

প্রফুল দেশালাইএর বাক্স দিলেন।

কার্ত্তিক। আমি কয়েকটা কাঠি লইতে পারি? যাই—আমি নৌকায় যাই।

কার্ত্তিক পতিত বন্দুকটি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান মানসে উঠিলেন; কিন্তু প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে বাহু বিস্তার করিয়া দিয়া কহিলেন,—"দাঁড়ান কার্ত্তিকবাবু, আপনি এই দ্বীপ এবং ইহার গুপ্ত ব্যাপার সব জানেন আর কেহ জানে বলিতে পারেন কি? সন্ধানটা জানিয়া রাখা ভাল।"

কার্ত্তিক। আর—আর একজন মাত্র জানিত। তা'—আপনা আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাকেও ভয় নাই—আপনি ইচ্ছানুরূপ সুখ লইয়া যান, আমি এখন আসি।

প্রফুল্লর মুখমণ্ডল ম্লান হইল—দৃষ্টি প্রোজ্জ্বল হইল; তিনি কহিলে —"দাঁড়ান, সেই আর একজনের নামটী বলিবেন কি?"

কার্ত্তিক ঈষৎ নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন,—"না—আপত্তি আছে।"

প্রফুল্ল। স্ত্রীলোক?

কার্ত্তিকের ম্লান মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; কহিলেন,—"আপনি যেরূপ ইচ্ছা অনুমান করিতে পারেন।"

প্রফুল্ল খনিত্র নিক্ষেপ করিয়া আর কয়েকপদ কার্ত্তিকের দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং কার্ত্তিকের মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন,—"আর একজন মাত্র এই দ্বীপের সংবাদ জ্ঞাত আছেন তিনি স্ত্রীলোক।"

কার্ত্তিক। এবং তাঁর নিকট আপনি এই সংবাদ প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞ।

প্রফুল্ল গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"সত্য; তাঁহার নাম চঞ্চলা; আপনি তাঁকে চিনেন?

কার্ত্তিক মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—"আমি ও নামের কাহাকেও চিনিনা। ওঃ—হয় ত নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। দেখিতে কেমন?"

প্রফুল্ল। কাল চুল—কাল চোখ—রং খুব সুন্দর—মুখখানি ছাঁচে ঢালা,—বয়স পনর কি কিছু বেশী।

কার্ত্তিক চমকিয়া উঠিলেন—হৃদয়ের উদ্বেগ গোপনের জন্য ভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

কার্ত্তিক। আপনি যে চমকিয়া উঠিলেন! আরও বলিতে হবে কি যে, আপনি তাঁকে চিনেন এবং কুক্ষণে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হইয়াছিল?

প্রফুল্ল দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন—এই ব্যক্তিই চঞ্চলার অসুখের কারণ।

তিনি আবার কহিলেন,—"আপনি 'সার-জন-লরেন্সে' মগ্ন হইয়াছিলেন —অস্বীকার করেন নাকি ?"

কার্ত্তিক। না—স্বীকার করিতেছি। আপনি যদি সেই সুন্দরীর সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারেন—

প্রফুল্ল। হাঁ—নিশ্চয়ই ; তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন ; তিনি বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিতা, সেই বন্ধুরা তাঁ'র সুখের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নহে।

কার্ত্তিক। আপনি বোধ হয় তাঁর একজন বিশেষ বন্ধু ?

প্রফু। হাঁ ; এবং সেই জন্যই যখন আপনার সম্মুখীন হইয়াছি তখন বলিতেছি আপনি হৃদয়হীন পশু।

কার্ত্তিক অবিচলিত ভাবে কহিলেন,—"প্রফুল্লবাবু, সেই সুন্দরী যে জীবিত আছেন এই সংবাদই যথেষ্ট ; আমি আর কিছুই শুনিতে চাহিনা তিনি জীবিত আছেন এবং সুখে আছেন। আমাকে আপনি যা ইচ্ছা মনে করিতে বা বলিতে পারেন; আমার গ্রাহ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তিনি সুখে আছেন—সেই যথেষ্ট ; ঈশ্বর তাঁকে চিরসুখী করুন আপনি যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এ কথাটি তাঁকে বলিবেন না। আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই এ স্থান, এ দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যাইব এবং আর কখন এখানে আসিব না—কখন আপনাদের সম্মুখে আসিব না। এখন আসি।"

প্রফুল্ল কোন কথা কহিলেন না ; নিজের বিরল গুম্ফ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে চিন্তা করিতেলাগিলেন। হঠাৎ তিনি ছুটিয়া কার্ত্তিকের পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কাপড় টানিয়া ধরিলেন।

কার্ত্তিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"আবার কি ?"

প্রফুল্ল। দাঁড়ান ; এরূপ ভাবে আপনাকে বিদায় দিতে পারি না।

ভগবান আপনাকে এ দ্বীপে না আনিতেন!—আপনার সঙ্গে কখন আমার দেখা না হইত! কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে, সুতরাং আপনার সঙ্গে দেখা হইল। আমি আপনার নিকট একটা ঘৃণিত মিথ্যা কথা কহিয়াছি; চঞ্চলা একটুও সুখী নহে, তাহার মত দুঃখিনী কেহ নাই। অতীতে আপনার সঙ্গে তা'র কি হইয়াছে বলিতে পারি না, তাই তা'র জীবনে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আপনার উচিত তা'র সঙ্গে দেখা করা; সে এই দ্বীপেই আছে।"

কার্ত্তিক। দেখা হওয়া অধিক যন্ত্রণার কারণ মাত্র—

প্রফুল্ল। মোটের উপর আপনি সাক্ষাৎ করিতে সাহস করেন না। আপনি তা'র প্রতি এতই দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন যে সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। হাঁ—হাঁ—কার্ত্তিকচন্দ্র, আমি যা' ভাবিয়াছি! আপনি কাপুরুষ—পিশাচ! আপনার মত পাষণ্ড কাপুরুষ বেত্রাঘাতের উপযুক্ত।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, এই ব্যক্তি আমাদের পরিচিত নকুলেশ্বর। নকুলেশ্বরের ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল—তিনি অধর দংশন করিলেন।

ক্রোধে অজ্ঞান হইয়া প্রফুল্ল একটি বল্লরী ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা নকুলেশ্বরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলেশ্বর অগ্রসর হইয়া বজ্র মুষ্টিতে প্রফুল্লর হস্ত ধারণ করিলেন। উভয়েই তুল্য বলশালী সুতরাং প্রফুল্ল হস্ত ছাড়াইয়া লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভূপতিত বন্দুকের উপর কাহারও চরণ স্পর্শ হইল, বন্দুক সজ্জিত অবস্থায় ছিল, উপযুক্ত স্থানে পদদলন হওয়াতে ভীষণ শব্দ করিয়া টোটা বাহির হইয়া পড়িল এবং বিক্ষিপ্ত গুলি নকুলের গুল্ফদেশে বিধিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

০;৯;০

অবশেষে।

প্রফুল্ল ব্যাকুলভাবে কহিলেন,—"আঘাত পাইয়াছেন না কি ?"

নকুলেশ্বর প্রফুল্লভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সক্ষম হইলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল তাঁহার পতিতপ্রায় দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তৎপরে নিজ গাত্রবস্ত্র উপাধান করিয়া তাহার উপর নকুলেশ্বরের মস্তক স্থাপন করতঃ জল আনিবার জন্য নির্ঝরের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার নিকট জলপাত্র ছিল অবিলম্বে জল লইয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত নকুলেশ্বরের মস্তকে—ললাটে—নেত্রে মুখে ও ক্ষত স্থানে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ করাতে নকুলেশ্বরের চৈতন্য হইল, তিনি মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"প্রফুল্লবাবু !"

প্রফুল্ল অপরাধীর ন্যায় অপ্রতিভভাবে কহিল,—"বেশী আঘাত পাইয়াছেন কি ? আমার—"

নকুল। আপনার কোনই দোষ নাই,—আপনি ত' আর ইচ্ছা করিয়া আমায় আঘাত করেন নাই ; বন্দুকটা সজ্জিত ছিল—আমাদের একজন উহা পদদলিত করিয়াছি। তা' যাই হ'ক আঘাত বেশী হয় নাই শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। গুলি ভিতরে ঢুকিয়াছে কি না বলিতে পারি না, তবে আমার এখন নৌকায় যাওয়া আবশ্যক।

প্রফুল্ল। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন—

নকুল। না—না—অনাবশ্যক; আপনি একটু সাহায্য করিলেই আমি যাইতে পারিব।

প্রফুল্লবাবু নকুলকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন; অল্পক্ষণ মধ্যে সমুদ্র-তটে উপনীত হইলেন। একখানি সুবৃহৎ পোতবৎ সমাস্তল নৌকা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল; প্রফুল্লর সাহায্যে নকুলেশ্বর তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন কিন্তু আর অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া সৈকতভূমে বসিয়া পড়িলেন এবং তথায় ক্লান্তভাবে শয়ন করিলেন। তৎপরে প্রফুল্লকে কহিলেন,—"গুলি যদি মাংস ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে বাহির করার আবশ্যক, নৌকার মধ্যে অস্ত্র আছে আর ছিন্ন বস্ত্র আছে লইয়া আসুন।"

যে স্থানে ঐ সকল দ্রব্য রক্ষিত ছিল, নকুলেশ্বর সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিলেন।

প্রফুল্ল নৌকায় উঠিলেন; বৃহৎ নৌকা—আকারে তাঁহার 'গঙ্গার' সমান। কক্ষগুলি বৃহৎ—সুনির্ম্মিত—সুসজ্জিত। দ্রব্যাদি লইয়া প্রফুল্ল প্রত্যাগত হইলেন এবং নকুলেশ্বরের অনুরোধ মতে সাবধানে মাংস কাটিয়া গুলি বাহির করিয়া ফেলিলেন; বেগে শোণিত ধারা ছুটিল। প্রফুল্ল ছিন্নবস্ত্র সিক্ত করিয়া আহতস্থান উত্তমরূপে বন্ধন করিলেন; শোণিত-স্রাব বন্ধ হইল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"আর আমার কোন কষ্ট নাই—তবে আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। আপনি আর একবার নৌকায় যান—রুটী, মাখম, চিনি আছে লইয়া আসুন; আর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, যদি একটু চা প্রস্তুত করিতে পারেন—চা আমি বড় বেশী ব্যবহার করি,—আপনি?"

প্রফুল্ল। আমি চা খাই—তবে বশীভূত নই।

প্রফুল্ল পুনরায় নৌকায় উঠিলেন—নকুলের নির্দ্দেশমত খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে একটি গ্যাসষ্টোভ জ্বালিয়া উষ্ণ জল প্রস্তুত করতঃ চা প্রস্তুত করিলেন। রুটী দগ্ধ করিলেন এবং তাহাতে মাখম মাখাইয়া একটা পাত্রে লইয়া নকুলের নিকট প্রত্যাগত হইলেন।

নকুল কহিলেন,—"আপনাকেও খাইতে হইতেছে; একত্রে খাইলে দুজনে ভাব হইয়া যাইবে আর কখন ঝগড়া হইবে না। আমি ভাবিতেছি এ দ্বীপে আসিবার আমার কি আবশ্যক বা অধিকার ছিল—"

প্রফুল্ল। আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার—আর—

নকুল। আপনি যাকে চঞ্চলা বলেন—তা'র। কেমন?

নকুলেশ্বরের হৃদয়ে ঈষৎ যাতনা অনুভূত হইতেছিল,—ঈষৎ কাতর স্বরে কহিলেন,—"চঞ্চলা আপনাকে কতদূর বলিয়াছে জানি না। আপ-নাকে এই দ্বীপের ঘটনা সংক্রান্ত কথা কিরূপ বলিয়াছে?"

প্রফুল্ল। বলিয়াছে—'সার-জন-লরেন্স' ডুবিলে আপনি, চঞ্চলা, চঞ্চ-লার পিতা আর একজন বন্ধু এবং আরও কয়েকজন লোক এই দ্বীপে উঠেন। এখানে তা'র পিতার ও সেই বন্ধুর মৃত্যু হয়; তা'র পিতা সোণা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

নকুল। হুঁ—আপনি যেরূপ সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন,—আমি যদি সব কথা সেইরূপ সরলভাবে বলিতে পারিতাম! কিন্তু আমার সে শক্তি নাই, আমার সে সম্বন্ধে বাকশক্তি রুদ্ধ। সে কথার আর আবশ্যক নাই।"

উভয়ে আহার করিলেন; তৎপরে নকুলেশ্বর কহিলেন,—"এখন আমি খুব সুস্থ হইয়াছি, আপনি যাইতে পারেন। কুটীরে তা'রা হয়ত' আপনার জন্য বিশেষ চিন্তিতা হইয়াছেন।"

প্রফুল্ল। এমন চিন্তার কারণ কি আছে—আমি এখনই যাইতেছি।

নকুল। একটা প্রতিজ্ঞা করুন—আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে একথা আপনি কাহাকেও বলিবেন না।

প্রফুল্ল ঈষৎ চিন্তিতভাবে কহিলেন,—"সম্মত আছি; কিন্তু আপনি চঞ্চলার প্রতি কোন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই—বলুন।"

নকুল। না,—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, চঞ্চলার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার আমি কোন দিনই করি নাই।

প্রফুল্ল। তবে আমি সম্মত হইলাম।

প্রফুল্ল প্রস্থান করিলেন।

বেলা তখন পাঁচটা; সাবিত্রী ও নীহারীকা কুটীর মধ্যে বসিয়া প্রফুল্লর প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রফুল্লর অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া নীহারিকা কহিল,—"দাদা এখনও আসিলেন না কেন?"

সাবি। তাইত' ভাই; তোমার দাদাকে কোন অপ্সরা ধরিয়া রাখিল না ত?

নীহা। দাদা আমার অপ্সরার অযোগ্য নন।

সাবি। আমি একবার দেখিয়া আসি।

নীহা। তুমি একা যাবে?

সাবি। আমার ভয় নাই, এ দ্বীপ আমার ঘরবাড়ী; এখানে কোন হিংস্র জন্তু নাই।

সাবিত্রী প্রস্থান করিল; প্রফুল্ল সৈকত ত্যাগ করিয়া উপত্যকার উপর দিয়া কুটীরের দিকে আসিতেছিলেন—সাবিত্রী উপকূলভাগ বহিয়া যাইতেছিল। তাহার পদতলে শ্যামল উপকূল, পার্শ্বে শুভ্র সৈকতভূমি, অদূরে নীল বিস্তার অনন্ত জলরাশি; মাঝে মাঝে বিকীর্ণ গিরিশ্রেণী

—নির্ঝরিণী! সাবিত্রীর আকুল হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ের উৎস সঙ্গীতে বাহির হইল—সে গাহিতে লাগিল,—

"অভিনব দ্বীপে, অভিনব রূপে, প্রকাশিছে প্রকৃতি অভিনব মূরতি,
ফুটিয়াছে ফুলকুল, সৌরভে আকুল, অলিকুল ধায় দ্রুতগতি।
ললিত লবঙ্গলতা, দুলিতেছে পররতা, মৃদুমন্দ পবন সংহতি,
শুভ্র সিকতা পরে, স্বর্ণবর্ণ সৌরকরে, তরঙ্গের হইছে নিয়তি।
বিহগ-মিথুনগণ মহানন্দে নিমগণ, গাইতেছে মনোহর গীতি—
তার সনে নির্ঝরিণী, মিলাইয়া কুলুধ্বনি, পাইতেছে পরমা সম্প্রীতি।"

গাহিতে গাহিতে সাবিত্রী ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল—সমুদয় জগৎ যেন সেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতে লাগিল। গান থামিল, সাবিত্রী প্রফুল্লর উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল—হঠাৎ দেখিল, তটান্তভাগে একখানি বৃহৎ নৌকা আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিল; সে ভাবিল, এ কি দস্যু তরণী! তবে কি প্রফুল্লকে তাহারা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে সে বৃক্ষান্তরালে, কখন বা ক্ষুদ্র নিকুঞ্জান্তরালে গা ঢাকিয়া সেই নৌকার দিকে অগ্রসর হইল। সৈকতে নামিল—দৃষ্টি নৌকার উপর। নৌকায় কোন জীবন্ত প্রাণীর অবস্থান চিহ্ন দৃষ্ট হইল না, তথাপি সাবিত্রী সাবধানে অগ্রসর হইল। তখন জগৎ কেবল ধূসরবর্ণে আচ্ছন্ন হইতেছিল। কতকদূর আসিয়া সাবিত্রী দেখিল একব্যক্তি পূর্ণ লম্বমান অবস্থায় সৈকতভূমে শয়ান আছে—তাহার পৃষ্ঠদেশ সাবিত্রীর দিকে স্থাপিত। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সাবিত্রীর হৃদয় যেন নাচিয়া উঠিল, কি যেন কি এক ভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল—সে মূর্ত্তি যেন তাহার পরিচিত বোধ হইল,—যেন সুদূর অতীতের কোন নিভৃতস্থানে সেইরূপ এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সাবিত্রী ইন্দ্রজাল-বিমুগ্ধার ন্যায় সেই মূর্ত্তির দিকে

অগ্রসর হইল। মূর্ত্তির প্রায় সন্নিহিত হইয়া সে আর পদ সঞ্চালনে সক্ষম হইল না—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া সে সেই সৈকতসুপ্ত প্রিয় মূর্ত্তির পদতলে উপস্থিত হইল। যাহার রূপ সে হৃদয়ে স্থাপনা করিয়া দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত, যাহাকে এক মুহূর্ত্ত ভুলিতে পারে নাই—স্মৃতির অগাধ জলধি মথিত করিয়া যে রূপ সর্ব্বদাই তাহার হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল, সেই রূপ—বিশাল ভুজদ্বয় অযত্ন সংন্যস্তভাবে পতিত—নয়নদ্বয় মুদিত—নাসিকা শ্বাস প্রশ্বাস ভরে ঈষৎ স্ফীত। সাবিত্রী নকুলেশ্বরের পাদমূলে বসিল—তাঁহার গুল্‌ফে বস্ত্রাচ্ছাদন ও শোণিত চিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া কহিল,—"নকুল এখানে আহত!"

দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু নকুলের চরণপ্রান্তে পতিত হইল; নকুলেশ্বর জৃম্ভন ত্যাগ করিয়া জাগরিত হইলেন এবং পাদমূলোপবিষ্টা সাবিত্রীকে বিস্মিতনেত্রে দেখিয়া কহিলেন,—"সাবিত্রী—"

প্রবল উত্তেজনায় উভয়ে দণ্ডায়মান; সাবিত্রীর দেহ নকুলেশ্বরের দিকে ঈষৎ হেলিয়া যেন নকুলেশ্বরের বক্ষে পতিত হইবার জন্য অগ্রসর হইল; নকুলেশ্বরের বাহু ঈষৎ বিস্তার হইল। কিন্তু পরক্ষণে কি চিন্তা করিয়া নকুলেশ্বর বাহু সঙ্কুচিত করিলেন এবং অবিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"সাবিত্রি! তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম; তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

সাবিত্রী বক্ষে হস্তস্থাপনা করিয়া দণ্ডায়মানা, তাহার দৃষ্টি নকুলেশ্বরের মুখের উপর স্থাপিত। এত দিনের ধ্যানে গঠিত লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি সম্মুখাগত —সেই ললিত দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য নকুলেশ্বরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। হঠাৎ প্রফুল্লর কথা স্মরণ হইল; প্রফুল্ল তাহাকে ভালবাসে, হয়ত' সাবিত্রীও প্রফুল্লকে ভালবাসে। নকুলের হৃদয়ে ঈষৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইল—তিনি কহিলেন,—"এমন ভাবে যে দেখা হইবে ইহা কল্পনার অতীত। তোমার সঙ্গে যে বাবুটি এসেছেন তিনি এইমাত্র এখান হইতে বিদায় লইয়াছেন—"

সাবিত্রীর দৃষ্টি নকুলের পাদমূলে আহত স্থানে পতিত হইল—নকুলেশ্বর কহিলেন,—"একটা দৈব ঘটনা মাত্র! সামান্য বিষয়। প্রফুলবাবু আহত হন নাই।"

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল ঈষৎ প্রসন্ন হইল, নকুলের হৃদয় আহত হইল তিনি কহিলেন,—"প্রফুল্লবাবু আমাকে সব বলিয়াছেন। তোমরা কেন এই দ্বীপে আসিয়াছ সব শুনিয়াছি। প্রফুল্লবাবুর স্বুবর্ণ প্রাপ্তিতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। আমার সোণার কিছুই আবশ্যক নাই; তুমি জীবিত আছ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তোমাকে অনেক সন্ধান করিয়াছি তুমি কিরূপে রক্ষা পাইলে?"

সাবিত্রী সাধ্যমত স্থিরভাবে আনুপূর্ব্বিক তাহার রক্ষার বিষয় বিবৃত করিল। নকুলেশ্বরের প্রথম দর্শনে তাহার হৃদয়ে যে আশা, যে সুখ স্বপ্নের উদয় হইয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে,—হৃদয়ে এক তীব্র যাতনা অনুভব হইতেছিল মাত্র। নকুলেশ্বর অবনত দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান হইয়া সাবিত্রীর দুঃখের কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় ছিন্ন হইতে লাগিল। যখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের উপর বসিয়া সুখভোগ করিতেছিলেন তখন সাবিত্রী কাঙ্গালিনীর মত পরদ্বারস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। সাবিত্রীর বক্তব্য শেষ হইলে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল;—দ্বীপ হইতে নকুল কিরূপে মুক্ত হইলেন—কিরূপে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন অতিবাহিত হইয়াছে তাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। নকুলেশ্বর ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইলেন,—ভাবিলেন সাবিত্রী তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন বিষয় গ্রাহ্য করে না।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"সাবিত্রী! ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তোমার দুঃখের নিশি শেষ হইয়াছে। এখন তোমার কোন কষ্ট নাই—কিন্তু—কিন্তু তুমি সুখী হইতে পার নাই, সাবিত্রী!"

সাবিত্রী আবার পূর্ণদৃষ্টিতে নকুলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নকুলের দৃষ্টি অবনত; তিনি কহিলেন,—"তোমার সুখের পথে যাহা অন্তরায় তা' আমি জানি। আমাদের মধ্যে আর কোন বিষয় গোপন থাকা উচিত নয়। তোমার আমার মধ্যে এই দ্বীপে যে ঘটনা হইয়াছিল আমি তাহার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ। যাই হ'ক, আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।"

সাবিত্রী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"আমিও করিয়াছি।"

নকুল। আমি জানি তুমি করিবে—তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য।

কিন্তু—প্রতাপের কি খেয়াল চাপিল। প্রতাপের উপর আমার কোন রূপ রাগ নাই তবে আমি সে সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম; সে বলিল,—"বিধির নির্ব্বন্ধ।"

সাবিত্রী। আমি এই একটু আগে কুটীরে বসিয়া সেই কথা ভাবিতেছিলাম; ভাবিয়া দেখিলাম সে বিবাহ ন্যায়, ধর্ম্ম ও আইন সঙ্গত হয় নাই।

নকুল। হাঁ,—তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, প্রতাপ বলিয়াছিলেন যদি আমরা দ্বীপ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, পুনরায় রীতিমত বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে—

সাবিত্রী ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিল।

নকুল। সুতরাং সেই সামান্য ক্ষীণ সূত্র দ্বারা কেন তুমি আমার সঙ্গে আবদ্ধ থাকিবে? তুমি স্বাধীনতা পাইবার জন্য স্বভাবতঃই ব্যাকুল হইতে পার—স্বাধীনতা প্রদান আমারও ইচ্ছা—

সাবিত্রী ভ্রুকুঞ্চিত করিল।

নকুলেশ্বর কহিতে থাকিলেন,—"স্বাধীনতা পাইবার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই ক্ষীণ সূত্রে তোমাকে কেন আমি আবদ্ধ রাখিব?"

সাবিত্রী নিশ্চল—পাষাণ প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

নকুল। প্রতাপ বিবাহের প্রমাণ স্বরূপ একখানি দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেখানি তোমার কাছেই আছে।

সাবিত্রী মস্তক সঞ্চালনে স্বীকার করিল।

নকুলেশ্বর বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন,—"তবে সেখানি নষ্ট করিয়া ফেল

সাবিত্রী কোন উত্তর করিল না; নকুলেশ্বর আবার কহিলেন,—"তা হইলেই সব চুকিয়া গেল—তোমার আমার মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল।"

সাবিত্রী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

নকুলেশ্বর উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন,—"সে কাগজখানি আমার কাছে দাও, আমি স্বহস্তে নষ্ট করিয়া দিতেছি।"

সাবিত্রী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় নকুলেশ্বরের হস্তে একটি কৌটা প্রদান করিল; কৌটাটি তাহার অঞ্চলাবদ্ধ হইয়া হৃদ্দেশে লম্বমান ছিল।

নকুলেশ্বরের হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল—ললাটে স্বেদোচ্ছ্বাস হইল। তিনি উন্মাদ আবেগে কৌটাটি মুক্ত করিলেন এবং উহার মধ্য হইতে একখানি কাগজ ও একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয় বাহির করিলেন। তৎপরে কাগজখানি বামহস্তে ধারণ করিয়া দিয়াশালাই সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করতঃ উহার কোণৈক দেশে ধারণ করিলেন। অগ্নি কাগজের কোণ দেশ স্পর্শ করিবামাত্র নকুলেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ একবার কম্পিত হইল—তাহার শিরায় শিরায়—প্রতি ধমণীতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রীড়া করিয়া গেল,—সমুদায় দেহের শোণিত উষ্ণ হইয়া শিরঃপ্রদেশে ধাবিত হইল। নকুলেশ্বর প্রজ্বলিত শলাকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং কাগজখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পেষণ করিলেন।

সাবিত্রীর চক্ষু অশ্রুসমাকুল ও বাষ্পময় হইল; সে নকুলেশ্বরের কার্য্যাবলী যেন কুজ্ঝটিকাবরণের মধ্য দিয়া দেখিতেছিল।

নকুলেশ্বর কাগজখানি নিক্ষেপ করিয়া সাবিত্রীকে বাহুবেষ্টিত করিলেন এবং আকুল আবেগে কহিলেন,—"না—আমি এ বন্ধন নষ্ট করিতে পারি না,—অসম্ভব! এ বন্ধনের সঙ্গে জীবনের বন্ধন গ্রথিত। 'বন্ধন ক্ষীণই হ'ক আর দৃঢ়ই হ'ক, আমি তোমাকে ইহা হইতে মুক্তি দিতে অক্ষম। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী,—আমার সাবিত্রী,—আমার জীবন সর্ব্বস্ব,—আমার ধ্যানের ছবি!"

বিধির নির্ব্বন্ধ।

সাবিত্রীর অবরুদ্ধ অশ্রু প্রবল বেগে ছুটিল; ক্ষণেক সে বাহ্যজ্ঞান পরিরহিতার ন্যায় নকুলেশ্বরের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বর্গের স্বপ্ন দেখিল; কিন্তু পরক্ষণে তাহার মনে হইল,—"লাবণ্য!" অমনি যেন শত-বৃশ্চিক তাহার হৃদয়ে দংশন করিল,—সে নকুলেশ্বরের লৌহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নকুলেশ্বর কিন্তু সে প্রিয়তম বস্তু ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; সাবিত্রীকে বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি কহি-লেন,—"তুমি আমার নিকট হইতে পলায়ন করিলে কেন? নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সমুদ্রের উপর আত্মসমর্পণ করিলে! আমার প্রতি কি তোমার এতই অশ্রদ্ধা! আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতে না? আমাকে কি তোমার ভয় করিত? যাই হ'ক, আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে অক্ষম। তুমি আমাকে যে ভাবেই দেখ, আমি তোমাকে ভালবাসি,—তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত ভালবাসিয়াছি,—যত দিন জগৎ থাকিবে ততদিন ভালবাসিব। তোমাকে আমি ত্যাগ করিতে অক্ষম। পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্নও তোমার অভাব পূরণ করিতে পারে না।"

কে যেন অতি মধুরস্বরে সাবিত্রীর কর্ণে কহিল,—"আর কেন, তোমার প্রাণেশ্বর তোমার পদানত,—তোমার জন্য পাগল।"

নিজের অজ্ঞাতসারে সাবিত্রীর মুখ হইতে বাহির হইল,—"লাবণ্য!"

নকুলেশ্বর বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সাবিত্রীর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপনা করিয়া প্রতিধ্বনিবৎ কহিলেন,—"লাবণ্য?"

সাবিত্রী। হাঁ—লাবণ্য। তোমার কোটের বুক পকেটে লাবণ্যের একখানি ছোট ফটোগ্রাফ ছিল আমি দেখিয়াছিলাম। সুন্দরী বটে!

নকুলেশ্বর ঈষদুচ্চ সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন,—"লাবণ্যের ফটো-

গ্রাফ তুমি দেখিয়াছিলে! আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—আমি তা'কেও ভুলিয়া গিয়াছি।"

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল,—তাহার হৃদয় হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

নকুল কহিলেন,—"আমি মনে করিতাম বটে যে লাবণ্যকে ভালবাসি। ভালবাসা—তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে ভালবাসা কি, প্রকৃতই আমি তাহা জানি নাই; সাবিত্রী—আমার প্রিয়তমা পত্নী সাবিত্রী। লাবণ্যের কথা আমার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। লাবণ্যের বিবাহ হইবে, বোধ হয় এতদিন হইয়া গিয়াছে। তুমি এতদিন মনে করিয়াছ যে—"

সাবিত্রীর নয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল; সে অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল,—"না,—মনে করিয়া কি করিব! তু—মি—তুমি আর লাবণ্যের—"

নকুল। লাবণ্যের কথা আমার মনেও নাই।

সাবিত্রী কথা কহিল না; নকুলেশ্বর পুনরায় সুমিষ্ট হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি এতদিনেও তা' বুঝিতে পার নাই! সাবিত্রি! প্রিয়তমে! যখন তুমি সমুদ্রের উপর ভাসিলে তখন যদি আমার অবস্থা দেখিতে! আমি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলাম, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। তোমার অভাব পৃথিবীর কোন সম্পদে পূরণ করিতে পারে নাই। আর তুমি এতদিন ভাবিয়া আসিতেছ আমি লাবণ্যকে ভালবাসি!"

সাবিত্রী নকুলের বক্ষে অধিকতর সংলগ্না হইয়া কহিল,—"আমাকে ক্ষমা কর; আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্যা নহি,—তুমি দয়া করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছ,—বুকে তুলিয়া লইয়াছ—"

সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল; নকুলেশ্বর সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সেই সিক্ত নয়নে চুম্বন করিলেন এবং কহিলেন,—"আমি তোমাকে

প্রথম দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিলাম—কিন্তু পাছে তুমি অসুখী হও সেই জন্য প্রতাপের প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহি নাই,—সেই জন্য তোমায় স্বাধীনতা দিবার এত ইচ্ছা হইয়াছিল।"

সাবিত্রী। দুজনেই অন্ধ—দুজনেই ভুল বুঝিয়াছি; বিধির নির্ব্বন্ধ।

সাবিত্রী তখন নকুলের আলিঙ্গিনচ্যুত হইয়া তাঁহার গুল্‌ফ প্রদেশের ক্ষত-স্থান উত্তমরূপে সিক্তবস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল। নকুল কহিলেন,—"আজ আমার বহু দিনের অতীত বিস্মৃতপ্রায় এক ঘটনা মনে জাগিয়া উঠিল—

সাবিত্রী সলজ্জভাবে কহিল,—"যে দিন বিশ্বনাথের ছুরির আঘাতে তোমার হস্ত কাটিয়া গিয়াছিল?"

নকুল। সে একদিন সুখের দিন। সাবিত্রী! এখনও আমাকে চুম্বন কর নাই?

সাবিত্রী মরমে মরিয়া নকুলের ওষ্ঠে চুম্বন করিল,—উভয়েরই দেহ শিহরিয়া উঠিল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"এখন ভবিষ্যতে কথা—"

ভবিষ্যতের কথা! নকুলেশ্বর ভবিষ্যতের কি রাখিয়াছেন! তাঁহার সম্পত্তি—মর্য্যাদা—নাম সব তিনি ডুবাইয়া দিয়া আসিয়াছেন! উন্মাদের কাজ—কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর প্রতিকার কি?

সাবিত্রী কহিল,—"আমার আবার ভবিষ্যত কি? ঐ পাদুখানি সেবা করিতে পারিলেই—"

নকুল। সাবিত্রী! দরিদ্রের পত্নী হওয়া কষ্টকর মনে হইবে না ত? আমি অতি দরিদ্র—

সাবিত্রী। দরিদ্র! সোণার কথা ভুলিয়া গিয়াছ না কি! এখানে এত সোণা আছে!

নকুলেশ্বর প্রবল আনন্দে প্রকৃতই সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে স্মরণ হওয়াতে কহিলেন,—"ঠিক কথা; ঐ দেখ তোমার মুখ দেখিয়া আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি, জগতের সকল ঐশ্বর্য্য ঐ মুখখানিতে। এখন দেশে ফিরিয়া গিয়া কোথায় স্থির হওয়া যাবে, তাহার পরামর্শ করার আবশ্যক।"

দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কথায় সাবিত্রীর একটা বড় গুরুতর কথা মনে পড়িয়া গেল; সুরমার রোগক্লিষ্ট কাতর মুখখানি যেন তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

সাবিত্রী কহিল,—"আমার উপর একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সুরমা নামে এক সুন্দরী আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুরমা প্রফুল্লবাবুর অনুরাগিনী—কিন্তু—"

নকুল। প্রফুল্লবাবু নহে; তাহার কারণ তোমার সুন্দর মুখখানি—

সাবিত্রী সলজ্জভাবে কহিল,—"ঠিক কথা; কিন্তু প্রফুল্লবাবুকে আমি তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিয়াছি। আমি সুরমার ও প্রফুল্লবাবুর হিতার্থেই প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে এই দ্বীপে আসিয়াছিলাম—সুরমার নিকট আমি প্রতিশ্রুত আছি যে প্রফুল্লবাবুকে তাহার করিয়া দিব!"

নকুলেশ্বর একটু ম্লানমুখে কহিলেন,—"তাই ত! কিরূপে হইবে?"

সাবিত্রী। আমি প্রফুল্লবাবুকে ক্রয় করিব—করিব কি করিয়াছি। যখন প্রফুল্লবাবুকে প্রথম এই সকল সুবর্ণের রাশি দেখাইয়া দিই তখন তিনি আমাকে যে কোন একটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; তিনি ভদ্রলোক—সম্ভ্রান্ত লোক,—তাঁহার বাক্য অন্যথা হইবে না।

এই সময় কে ডাকিল,—"চঞ্চল—চঞ্চলা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

সাবিত্রী চাহিয়া দেখিল, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল ক্রমে তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন, কাতর দৃষ্টিতে পর্য্যায়ক্রমে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন। নকুলেশ্বরের হৃদয় আহত হইল; তিনি কহিলেন,—"প্রফুল্লবাবু! আমার সাবিত্রী—আপনাদের চঞ্চলা—আমার

প্রফুল্ল অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন,—"সাবিত্রী!"

নকুল। হাঁ—আমার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী—চঞ্চলা মিথ্যা নাম।

প্রফুল্ল। আমি—আমি বড় সুখী হইলাম।

সাবিত্রী কহিল,—"প্রফুল্লবাবু! আপনাদের জন্যই আজ আমরা সুখের মুখ দেখিলাম,—আপনাদের ঋণ শোধ করিতে পারিব না; কিন্তু তাই বলিয়া আমার দাবী ছাড়িতেছি না।"

প্রফুল্ল বিস্ফারিত নয়নে সাবিত্রীর দিকে চাহিলেন; সাবিত্রী ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"আপনি আমাকে একটি বর দিতে প্রতিশ্রুত আছেন!"

প্রফুল্লও একটু ম্লান হাস্য করিয়া করিয়া কহিলেন,—"হাঁ—আছি। তুমি যা' চাহিবে—সম্ভব হইলে বিনা আপত্তিতে দিব—তোমাকে অদেয় আমার কি আছে?"

সাবিত্রী। আপনি প্রতিজ্ঞা করিলেন?

নকুলেশ্বর হাসিলেন। প্রফুল্ল কহিলেন,—"হাঁ।"

সাবিত্রী। সুরমাকে আপনি বিবাহ করিবেন বলুন।

প্রফুল্লর মুখ গম্ভীর হইল,—সুরমার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি বুঝি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"হাঁ—যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

সাবিত্রী। স্ব ইচ্ছায় করিবেন ত?

প্রফুল্ল। সুরমা কি সম্মতা হইবে? তাহার প্রতি আমি সদ্ব্যবহার করি নাই।

সাবিত্রী। সে ব্যবস্থা আমি করিব। আপনি তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবেন বলুন।

প্রফুল্ল একটু সম্মতিসূচক হাস্য করিলেন; তৎপরে কহিলেন,—"চল এখন আমরা কুটীরে যাই। নীহারীকা একাকিনী রহিয়াছে।"

নকুলেশ্বর সানন্দে সম্মত হইলেন।

তিন জনে তখন কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সাবিত্রী নকুলেশ্বরকে কহিল,—"তুমি নীহারকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বল—আমার বড় লজ্জা করে।"

নীহারীকা নকুলেশ্বরকে দেখিয়া বড় বিস্মিতা হইল। নকুলেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহার নিকবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"ভগ্নি! প্রফুল্লবাবু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্বরূপ জানিও। আর এই সাবিত্রী—তোমাদের চপলা—আমার ধর্ম্মপত্নী। এই দ্বীপেই আমাদের বিবাহ হইয়াছিল। আমার নাম নকুলেশ্বর রায়।"

নিজের নাম জিহ্বাস্খলিত হওয়াতে নকুলেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন; ভ্রাতাভগ্নী পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তৎপরে প্রফুল্ল কহিলেন,—"আপনার নাম নকুলেশ্বর রায়! আপনি ভবানীপুরের রায়েদের বংশীয়

এবং তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু—কিন্তু আপনি না দগ্ধ হইয়া—"

সকলে আসন গ্রহণ করিলে নকুলেশ্বর তাঁহার জীবনের কতকাংশ বলিতে আরম্ভ করিলেন। 'সার-জন-লরেন্স' মগ্ন হওয়া—দ্বীপে উদ্ধার হওয়া—সাবিত্রীর সহিত বিবাহ—পলায়ন প্রভৃতি সকল কথা বলিলেন। সাবিত্রী আনত মস্তকে শুনিতে লাগিল। প্রফুল্লবাবু ও নীহারীকা সোৎসাহে শুনিতেছিলেন। অবশেষে নকুলেশ্বর কহিলেন,—"হাঁ, আমি ভবানীপুরের রায় বাড়ীর একমাত্র বংশধর এবং অগ্নিদগ্ধ হইয়া আমার মৃত্যু হইয়াছে লোকের এইরূপই বিশ্বাস।"

প্রফুল্ল। আমরা কাগজে সে ঘটনা দেখিয়াছিলাম।

নকুল। হাঁ,—আমার সম্পদে কোন আবশ্যক ছিল না; সাবিত্রীকে হারাইয়া জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ধূলিমুষ্টির মত বোধ হইতে লাগিল। দূর সম্পর্কের এক ভাই আছে, তাহার নাম সুরেশ। আমি এ জগতে লোকের সুখের পথে অন্তরায় হইতে জন্মাইয়াছিলাম—কাজেই সুরেশের দুইটি পথে আমি অন্তরায় হইয়া উঠিলাম। একটি রায় পরিবারের সম্পদ, অপর একটি রূপবতী যুবতী, নাম লাবণ্য; লাবণ্যের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে একটু প্রণয়ের মত কিছু হইয়াছিল—কিন্তু সে সব আমি শেষে মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার হৃদয় শ্মশান—জীবনে কোন সুখ ছিল না; ঐশ্বর্য্য সম্পদ আমার যেন কণ্টকের মত হইয়া উঠিল। দেখিলাম সুরেশ যদি আমার স্থানাভিষিক্ত হয়, তবে বেশ সুন্দর হয়; কাজেই আমি একটু কৌশল খেলিলাম। সেই কৌশল আমাকে আজ পরম সুখ প্রদান করিয়াছে,—আমি সাবিত্রীকে বুকে পাইয়াছি। সাবিত্রীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তা' আপনি ত' শুনিলেন; সে বিবাহ আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে ত'?

প্রফুল্ল। আইনসঙ্গত কি না তাহার উত্তর আমি দিতে পারি; আমি একজন উকীল, আমার পিতাও উকীল ছিলেন,—যদিও আমি ব্যবসা পরিচালনা করি নাই। বিবাহ আইনসঙ্গত সিদ্ধ হইয়াছে।

নীহারিকা সাবিত্রীর গা টিপিল; সাবিত্রী তাহার অর্থ বুঝিল এবং দুইজনে কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নকুল কহিলেন,—"সাবিত্রীর মুখ দেখিয়া বোধ হয়, এরূপ বিবাহে সে সন্তোষ লাভ করে নাই।"

প্রফুল্ল। স্বাভাবিক; আপনি দেশে গিয়া পুনরায় বিবাহ করিবেন—

"আর সেই সঙ্গে আরও একটি বিবাহ হবে" বলিয়া নকুলেশ্বর হাসিলেন।

প্রফুল্ল। সাবিত্রীকে ত' পারিবার উপায় নাই,—মন্দ কথা নয়, এক সঙ্গেই দুই বিবাহ হবে—

নকুল। এবং এক স্থানে।

প্রফুল্ল। সম্মত আছি; এখন আপনি যে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সেই অগ্নিকাণ্ডটার বিষয় আমাকে বলিবেন কি?"

নকুল। কেন বলিব না!

নকুলেশ্বর সুরেশের রসায়ন পরীক্ষাগারের অগ্নিকাণ্ডের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। প্রফুল্লর ভ্রু কুঞ্চিত হইল—মুখ গম্ভীর হইল; তিনি কহিলেন,—"ইহাকে আপনি দৈব ঘটনা বলেন!"

নকুল। আর কি বলিব! দেবী কড়াটা উল্‌টাইয়া না ফেলিলে এ কাণ্ড হইত না।

প্রফুল্ল। হাঁ—তা বটে; কিন্তু সেই কড়া উল্‌টাইয়া না ফেলিলে আপনার মৃত্যু হইত নিশ্চিত। সেই ঔষধ হইতে যে ধূম উঠিতেছিল—ধূমটা কি! তারপর দ্বার দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ—

নকুল। দ্বারটা একটা স্প্রিংএ আটকাইয়া যাইত; চাবি না লাগাইলে খুলিত না।

প্রফুল্ল। বুঝিলাম; কিন্তু—তারপর ঘণ্টার দড়ি আপনার হাতে ছিঁড়িয়া পড়িল—এ সকল—তারপর সুরেশ ফিরিয়া আসিল না—”

নকুলেশ্বর মহাবিস্ময়ে কহিলেন,—“সর্ব্বনাশ! প্রফুল্ল! তুমি বলিতে চাও কি!” নকুলেশ্বর মুখ ভস্মের ন্যায় পাংশু হইয়া উঠিল,—তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—“হত্যা—খুন!”

নকুল। হত্যা! খুন! সর্ব্বনাশ! সুরেশ আমাকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করিবে!

প্রফুল্ল। অসম্ভব কিসে? আপনি এটর্ণী ভূবনবাবুর বাটীতে যেদিন সুরেশকে দেখেন, তার পূর্ব্বে আর কখন তাহাকে দেখেন নাই; তা'র চরিত্র সম্বন্ধে, তা'র গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না—তথাপি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমি তা'র সম্বন্ধে আপনা অপেক্ষা অধিক জানি।

নকুল। আপনি!

প্রফুল্ল। হাঁ—আমি; কারণ আপনি যে মোহে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন আমার সে মোহ নাই। মোহ আপনার নয়ন অন্ধ করিয়াছিল,—মোহ এই জগতের নয়ন অন্ধ করিয়াছে—কিন্তু আপনার ন্যায় আমার সুরেশের প্রতি মোহাকৃষ্ট হইবার কোন কারণ নাই; সুতরাং আমি তাহার চরিত্র, তাহার কার্য্য কলাপ সুস্পষ্ট দেখিতেছি।

নকুল। উকীলের বুদ্ধি—

প্রফুল্ল। হইতে পারে; আপনাকে পথ হইতে সরাইতে পারিলে সুরেশের অনেক লাভ, একটা বিশাল সম্পত্তি—একটা মর্য্যাদা এবং সুন্দরী যুবতী

নকুল। কিন্তু—আমি ত' তাহার পথের বাধা ছিলাম না; লাবণ্য আমার কথা মনে করিত না,—আমি তাহার চিন্তাও করিতাম না।

প্রফুল্ল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"হইতে পারে,—কিন্তু লাবণ্য আপনার চিন্তা করিত,—এবং সমুদয় শুনিয়া বেশ বুঝিয়াছি এখনও আপনার কথা মনে করে। যেরূপই হউক, সুরেশ অন্তরে আমার মতই ভাবিয়াছিল। আপনি তা'র পথের কঠিন বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছিলেন, নকুলবাবু—তাই সে আপনাকে সরাইতে চাহিয়াছিল। নহিলে হতভাগিনী দেবী পুনরায় ফিরিয়া আসিবে কেন? সে তাহার প্রভুর প্রতি সন্দিহান হইয়াছিল,—যেমন আমার হইতেছে সেই রূপ তাহারও সন্দেহ হইয়াছিল, তাই সে আপনাকে মৃত্যু হইতে এবং প্রভুকে নরহত্যার পাতক হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছিল।"

নকুলেশ্বর লাফাইয়া উঠিলেন; উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—"জগদীশ্বর! একি সর্ব্বনেশে সন্দেহ! না—না—আমি বিশ্বাস করিতে পারি না—বিশ্বাস করিব না। সুরেশ—সুরেশ আমার নিজের রক্তমাংস!"

প্রফুল্ল। আত্মীয়—হুঁ, তা' বটে। ঈশ্বর করুন আমারই ধারণা ভ্রান্ত হউক। আপনি দেশে ফিরিয়া গিয়া সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন।

নকুল। নিশ্চয়ই; আমি প্রমাণ করিব যে আপনার ভুল হইয়াছে।

নকুলেশ্বর উচ্চ হাস্য করিলেন,—সে হাস্য যেন বিকট।

নকুল। আমি এখন নৌকায় চলিলাম। একত্রেই দেশে যাওয়া যাবে—কি বলুন?

প্রফুল্ল। হাঁ—তার আর কথা কি।

নকুলেশ্বর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নীহারীকার কৌশল।

সুবর্ণদ্বীপে প্রভাত হইয়াছে; বিমল শোভা বিস্তার করিয়া সেই নীল সমুদ্রের অন্তবর্ত্তী শ্যামল দ্বীপ হাসিতেছে।

নীহারিকা প্রভাতে সৈকতভূমির উপর বসিয়া সমুদ্র বিস্তারের উপরে দূরে দৃষ্টি স্থাপনা করিয়াছিল; তাহার প্রাণে কত কথা তোলাপাড়া হইতেছিল,—কত সুখের কথা—কত দুঃখের কথা—সে চিন্তা অনন্তমুখী। নীহারিকার দেহের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল; দীর্ঘকাল চিকিৎসায় যে ফল হয় নাই—সমুদ্র ভ্রমণে ততোধিক ফল হইয়াছে। তাহার প্রাণে কত সুখের তরঙ্গ ছুটিতেছিল; সকল চিন্তার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার স্নেহময়—দয়াময় দাদা।

প্রফুল্ল তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নীহারীকাকে আহ্বান করিলেন। নীহারীকা নিকটে আসিলে কহিলেন,—"সাবিত্রী কোথায়?"

নীহা। বেশী চেঁচাইয়া কথা কহিওনা দাদা; সাবিত্রী অকাতরে ঘুমাইতেছে, ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে। অভাগিনী কত রাত্রি ঘুমায় নাই। সাবিত্রী আজ কত সুখী, ভগবানের অসীম অনুগ্রহ। আমরাও তা'র সুখে সুখী,— নয় দাদা?

প্রফুল্ল। হাঁ,—সাবিত্রী দেবী; সাবিত্রীর দয়াতে আমরা রক্ষা পাইলাম। এমন উচ্চ প্রাণ,—এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্বীকার!

নীহা। ঠিক কথা। আচ্ছা দাদা! বিবাহ ঠিক নিয়ম সঙ্গত হইয়াছে কি?

প্রফুল্ল। নিশ্চয়ই—

নীহা। তবে—শুন; আরও মাথা নীচু কর, আমি একটা যুক্তি স্থির করিয়াছি।

প্রফুল্ল নীহারীকার মুখের নিকট কর্ণ স্থাপনা করিলেন; নীহারীকা তাঁহার কর্ণে কি বলিল।

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে কহিল,—"বা!—বেশ যুক্তি ত! তুই এ বুদ্ধি কোথায় পাইলি!"

নীহারীকা হাসিল—কহিল,—"দাদা! তুমি বিবাহ করিবে?"

প্রফুল্ল। হাঁ,—তুমি জানিলে কিরূপে?

নীহা। সাবিত্রী বলিয়াছে—তুমি সুরমাকে বিবাহ করিবে। আমি আগেই তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম—সুরমা বেশ বউ হবে। আহা বেচারা বড় হতাশ হইয়াছে।

প্রফুল্ল। আমি বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি—সুরমা আমাকে ভাল-বাসে; সুরমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আগে তোর একটা বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।

নীহারিকা সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল,—"আমি বিবাহ করিব না—বিবাহ করিলে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তোমার হয়ত' কত কষ্ট হইবে।"

প্রফুল্লর নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল; নীহারীকা তাঁহার স্নেহময় ভগ্নী—স্বপ্নের ছবি।

বেলা অধিক হইলে সাবিত্রীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল; নীহারীকা তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভৎসনাসূচক স্বরে কহিল,—"কুড়ে—আলসে—

এমন কুড়ে আমি আর দেখি নাই। এত ঘুম—নাওয়া খাওয়ার বেলা হ'ল, আমাদের চা খাওয়া হ'য়ে গেল—ওঁর এখন ঘুম ভাঙ্গিল!"

সাবিত্রী হাসিল—নীহারিকাও হাসিল; হাসিমুখে নীহারীকা সাবিত্রীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল,—"সাবিত্রি! বোন! তুমি যে আজ সুখে ঘুমাইয়াছ, ইহাতে আমরা বড় সুখী। কত রাত্রি ঘুমাও নাই।"

আহারাদি সমাপ্ত হইলে প্রফুল্ল সুবর্ণ খনন করিতে বাহির হইলেন; নীহারীকা ও সাবিত্রী কিছুক্ষণ গল্প করিল।

নীহারীকা কহিল,—"আমি একখানা উপন্যাস লিখিব—কেমন ভাল হবে না?"

সাবিত্রী। তুমি বড় দুষ্ট—

নীহা। আমি—না নকুলবাবু?

সাবিত্রী। দুজনেই সমান—তোমার ভাইও ত তেমনি।

নীহা। ভাল কেবল তুমি। বেশ—বেশ—চল আগে কলিকাতায়। ভাল কথা সাবিত্রি—কয়েকটা থলি প্রস্তুত করিতে হবে।

সাবিত্রী। তিনি—

নীহা। ওগো ভয় নেই গো ভয় নেই; রাধে ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং কুরু—তোমার শ্যামচাঁদ আর মথুরায় যাইতেছে না। তোমার তিনি নৌকায় গিয়াছেন—নৌকার পাইল নাকি ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তাই তোমার শ্যামচাঁদ এখন ঝাউগাছের উপর—নয় নৌকার উপর—নয় বালুকাভূমে বসিয়া পাইল সেলাই করিতেছেন।

সাবিত্রী। আর তাঁর রাধা কবে মরিবে, তাই ভাবিতেছেন।

নীহা। ষাট্‌ ও কথা বলিও না ভাই। চল এখন থলি সেলাই করিবে চল—কুটীরের পিছনে বসিয়া সেলাই করিবে—না—

সাবিত্রী। হাঁ—চল বাহিরে যাই।

উভয়ে থলি প্রস্তুতোপযোগী বস্ত্র গ্রহণ করিয়া বাহির হইল। এবার কুটীরের অনতিদূরবর্ত্তী একটি কিংশুক বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট হইল।

সাবিত্রী নিম্ন দৃষ্টিতে সীবন করিতে লাগিল,—নীহারীকাও সীবন করিতে চেষ্টা করিল।

নীহারীকা কহিল,—"দাদা সুরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে।"

সাবিত্রী। হওয়ারই কথা, এখন শীঘ্র আমাদের কলিকাতায় যাওয়ার আবশ্যক। সুরমার শারিরীক অবস্থা ভাল দেখিয়া আসি নাই।

পশ্চাতে পদশব্দ শ্রুত হইল,—যে পদশব্দে সাবিত্রীর হৃদয় প্রফুল্ল ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে, সে শব্দ নয়; সাবিত্রী পদশব্দেই বুঝিল—প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"থলি সেলাই হইতেছে? বেশ—কয়েকটা থলির আবশ্যক। ঘরের সোণাগুলা গুছাইয়া রাখার আবশ্যক। নীহার! তুমি একটু অল্পক্ষণের জন্য আসিবে?"

নীহারিকা উঠিল এবং সাবিত্রীকে অবশিষ্ট থলি কয়টি শেষ করিতে বলিয়া প্রফুল্লর অনুগমন করিল; গমনকালে প্রফুল্ল বারম্বার সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন—নীহারীকাও বড় বিচলিত হইল। কিছু-দূর গিয়া নীহারীকা ফিরিল এবং সাবিত্রীর নিকট আসিয়া বাহুদ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করতঃ চুম্বন করিল; সাবিত্রীও হাসিয়া প্রতিচুম্বন করিল।

"এ চুম্বন তেমন মিষ্ট নয়" বলিয়া অশ্রুসিক্ত সহাস্য নয়নে নীহারিকা সাবিত্রীর দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিল।

সীবন কার্য্য সমাপ্ত হইল—সাবিত্রী উঠিল; অনেকক্ষণ নিম্ন মস্তকে সীবন করিয়া তাহার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছিল। তখন সে

বিশ্রাম ও গল্পের আশায় কুটীরে উপস্থিত হইল। কুটীর বহির্ভাগে উপনীতা হইলে সাবিত্রীর হৃদয়ে একরূপ অব্যক্ত আশঙ্কার উদয় হইল; সে কম্পিত হৃদয়ে কুটীরে প্রবেশ করিল—কুটীর শূন্য। সাবিত্রী শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণেক শূন্য কুটীরের মধ্যে চাহিয়া রহিল, তৎপরে দ্রুতপদে বাহির হইয়া সৈকতভূমের দিকে ধাবিত হইল।

সৈকতে উপস্থিত হইয়া সাবিত্রী চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—কাহাকেও দেখিল না; অবশেষে সমুদ্রবক্ষে দৃষ্টি পড়িল—দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ বেগে সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া ছুটিতেছে। সাবিত্রীর বোধ হইল—সে প্রফুল্লর 'গঙ্গা'। সে উদ্বিগ্নভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়া সৈকতভূমে নামিল এবং যথায় 'গঙ্গার' ক্ষুদ্র নৌকাখানি আবদ্ধ ছিল তথায় আসিয়া দেখিল নৌকা নাই। আবার দূরে সমুদ্রবক্ষে দেখিল—সেই পোত ক্রমে উপকূল হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে দুইখানি সুদৃঢ় বাহু তাহাকে বেষ্টন করিল,—সাবিত্রী সে স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

নকুলেশ্বর কহিলেন,—"কি দেখিতেছ?"

সাবিত্রী। দেখিতেছি—প্রফুল্লবাবু ও নীহার আমাকে ফাঁকি দিয়া গেলেন।

সাবিত্রীর বড় দুঃখ হইতেছিল।

নকুলেশ্বর একখণ্ড পত্র সাবিত্রীর সম্মুখে ধারণ করিয়া কহিলেন,—"এই খানি কুটীরের মধ্যে পাইলাম; পড় দেখি!"

নীহারীকা লিখিয়াছিল—সাবিত্রী পড়িল,—

"ভগ্নি! তোমার ঋণ আমরা জন্ম জন্মান্তরেও শোধ দিতে পারিব না এ যুক্তি আমার দুষ্ট বুদ্ধি জাত; আমি রুগ্না হওয়াতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়াছিল

তা' তুমি জান। দাদা সরল—তিনি এ সকল দুষ্ট বুদ্ধি জানেন না। তুমি সুখী হইয়াছ, এ অপেক্ষা সুখ আমাদের কি আছে! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—স্বামীসোহাগিনী হইয়া সুখে সংসার কর। আমরা আফ্রিকায় যাইতেছি—শীঘ্রই ফিরিব। যদি ততদিন তুমি এখানে থাক যাইবার সময় একত্রে যাইব। তোমার স্বামী রূপবান, গুণবান, বলবান,—তাঁহার আশ্রয়ে তোমার দুঃখের কারণ কিছুই নাই। আর এর মধ্যে যদি চলিয়া যাও, কলিকাতায় দেখা হইবে,—নকুলবাবুর নৌকা আছে, তিনি একজন সুদক্ষ নাবিক। যদি আমাদের পূর্ব্বে যাও, কলিকাতার সেই পুরাতন বাড়ীতে দেখা করিও অথবা আমরা ভবানীপুরের বাড়ীতে গিয়া দেখা করিব।"

"তোমার স্নেহের নীহার।"

সাবিত্রী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"নীহার আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহালক্ষ্মীর প্রশ্ন।

ভবানীপুরের বৃহৎ অট্টালিকার এক কক্ষে বর্ত্তমান অধিস্বামী সুরেশ-চন্দ্র একাকী উপবিষ্ট; তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা অঙ্কিত, মুখমণ্ডল কালিমা পরিব্যাপ্ত—নয়নদ্বয় স্তিমিতজ্যোতিঃবিশিষ্ট। সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি পত্র পতিত; সুরেশ বাম হস্ত দ্বারা অন্যমনস্কভাবে সময় সময় পত্রখানি সঞ্চালিত করিতেছিলেন। কাল—অপরাহ্ন। পশ্চিম গগণ বিহারী সূর্য্যের রশ্মিজাল বাতায়নের কাচাবরণ ভেদ করিয়া কক্ষ মধ্যে পতিত হইতেছিল—সেই কাচ-প্রতিহত কিরণ সুরেশের পাংশুল মুখমণ্ডলে পতিত হইতেছিল।

কক্ষান্তরে এ্যাটর্ণী ভুবনবাবু ও বৃদ্ধ সরকার কথোপকথন করিতে-ছিলেন। ভুবনবাবু কহিলেন,—"রায় পরিবারের যেন কি অভিসম্পাত আছে—"

সরকার। হাঁ—আমি এই তিন পুরুষ এক ভাবে দেখিয়া আসি-তেছি। নকুলবাবুর পিতাকে দেখিয়াছি, শ্রীনিবাসবাবুকে দেখিয়াছি—নকুলবাবুকে দেখিয়াছি—আবার বর্ত্তমানে সুরেশবাবুকেও দেখিতেছি। সকলেরই এক অবস্থা—সকলেই যেন কেমন কেমন—যেন এ জগতের লোক নহেন—যেন স্বপ্নে চলাফেরা করেন।

ভুবনবাবুর চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিল; তিনি কাতরভাবে কহিলেন,—"নকুলবাবু কি উচ্চ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন!"

সরকার। হাঁ—তার আর ভুল কি। আমার উপর তাঁহার সর্ব্বস্ব ন্যস্ত করিয়াও অবিশ্বাস ছিল না।

ভুবন। হৃদয়ে অবিশ্বাসের স্থান ছিল না।

ভুবনবাবু সম্প্রতি পুরাতন জীর্ণ ভাড়াটিয়া বাড়ী ত্যাগ করিয়াছেন। নকুলেশ্বরের প্রদত্ত পঞ্চসহস্র মুদ্রা এবং তাহার উপর নিজে দুই হাজার দিয়া তিনি বহুবাজারে বড় রাস্তার উপর একটি সুন্দর বাটী ক্রয় করিয়াছেন। নকুলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ; নকুলেশ্বরের শোচনীয় পরিণাম শ্রবণে বৃদ্ধ ভুবনবাবু দুই দিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—দুইদিন শয্যাগত ছিলেন।

ভুবনবাবু আবার কহিলেন,—"নকুলেশ্বর দেবতা বিশেষ ছিলেন; কে জানিত তাঁ'র এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু হবে।"

সরকার। যা হবার তা' ত হইয়া গিয়াছে; এখন সুরেশবাবুর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে কতটা মঙ্গল।

ভুবন। অদ্ভুত প্রকৃতি!

সর। হাঁ—সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক—সর্ব্বদাই চিন্তাকুল। দৃষ্টি যেন সর্ব্বদাই শূন্যে স্থাপিত। আরও—রামরূপের কাছে শুনিয়াছি—রাত্রে না কি আদৌ নিদ্রা যান না—কোন কোন দিন একদম শয্যায় শয়নই করেন না—সমস্ত রাত্রি বারাণ্ডায় বেড়াইয়া বেড়ান।

ভুবন। নকুলের শোচনীয় মৃত্যুই তাহার কারণ।

এদিকে সুরেশ কতকক্ষণ পত্রখানি নাড়াচাড়া করিয়া উঠাইয়া লইল। কয়েকবার পাঠ করিয়াছিলেন, তথাপি পুনরায় পাঠ করিলেন,—"আমার

সহিত দেখা করিতে আসিও না। আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ—সুস্থ হইলে সংবাদ দিব।” “লাবণ্য।”

সুরেশ পত্রখানি খণ্ডখণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া এবং উত্তেজিতভাবে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যে কক্ষে ভুবনবাবু ও সরকার আসীন ছিলেন তথায় প্রবেশ করিলেন।

সুরেশ কহিলেন,—“ভুবনবাবু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন?”

ভুবন। হাঁ,—সুরেশ—আহা না—হুজুর—আপনাকে কয়েকখানি কাগজে সাক্ষর করিতে হইবে।

সুরেশ। সব—ঠিক ত? সব সম্পন্ন হইয়াছে?

ভুবন। সম্পন্ন!—হাঁ—না সম্পূর্ণ হয় নাই; বড় বিঘ্ন ঘটিতেছে—আদালত নকুলবাবুর মৃত্যুর সন্তোষ জনক প্রমাণ চাহেন—সেটা প্রমাণ করা—

সুরেশ। কঠিন কিসে? দাদা—আমার পরীক্ষাগারে ছিলেন—যদিও তাঁর দগ্ধ কঙ্কাল সনাক্ত হয় নাই—তাঁর কোট সনাক্ত হইয়াছে।

ভুবন। ঠিক কথা—হুজুর—বড় ঠিক কথা; কিন্তু কি জানেন, আইন আদালতের কাজ, বিচারকগুলা এমনই সন্দিগ্ধ যে রীতিমত প্রমাণ ব্যতীত কিছু গ্রাহ্য করিতে চাহে না; এখন—সম্প্রতি তাহারা গ্রাহ্য করিতে চাহিতেছে না—বটে—পরে গ্রাহ্য করিতেই হবে। ইতি মধ্যে আমি উইলের প্রবেট লওয়ার জন্য আবার দরখাস্ত করিব—দরখাস্ত যদি গ্রাহ্য হয়, আপনার সত্ত্ব ও দখল অবিসম্বাদিত হইবে। এই কাগজ খানিতে সহি করুন।

সুরেশ দণ্ডায়মান অবস্থায় লেখনী গ্রহণ করিয়া কাগজে মোটা মোটা করিয়া নিজের নাম সহি করিলেন। তৎপরে কাগজখানি এ্যাটর্ণীর হস্তে

দান করিয়া কহিলেন,—"আর কোন আবশুক আছে? আমি একটু াহিরে যাব।"

ভুবন। না—উপস্থিত হুজুরের আর কোন কাজ নাই; পরে আব-ক হইবে। কয়েকটা পাট্টা লেখা পড়া করিবার আছে, তা' কয়েকদিন রে হইতে পারিবে।

সুরেশ বাহির হইয়া গেল; নিম্নতলে গাড়ী বারাণ্ডার নিম্নে বৃহৎ শ্বতাশ্বদ্বয় সংযুক্ত উন্মুক্ত শকট প্রস্তুত ছিল, সুরেশ তাহাতে আরোহণ রিলেন। শকট উদ্যান বেষ্টন করিয়া চলিল; উদ্যানের সন্নিহিত হইলে রেশ গাড়ী রাখিতে আদেশ করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় অবরোহণ রিলেন। উদ্যান পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহার রসায়ন পরীক্ষাগার ইষ্টক দ্বারা অছিদ্রভাবে অবরুদ্ধ করা হইতেছিল—রাজমিস্ত্রীরা কার্য্য করিতেছিল। সুরেশ ক্ষণকাল সেই কক্ষের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে পুনরায় শকটারোহণ করতঃ চালাইবার আদেশ করিলেন।

শকট বৃহৎ সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া রাজপথে যেমন বাহির হইল, সেই সময় অপর একখানি উন্মুক্ত শকট দ্বার মধ্যে প্রবেশপরায়ণ হইতে-ছিল; উভয় শকট সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ই স্থির হইল।

সুরেশ কহিলেন,—"শিবপ্রসাদবাবু যে!"

শিব। হ্যাঁ—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাইতে-ছিলাম। তা' আপনি বাহির হইয়াছেন—

সুরেশ। কেন?

শিব। সেই কুকুর কয়টার জন্য; আপনি যদি কুকুর তিনটাকে রাখেন ভালই, নহিলে আমি লইয়া যাইতে পারি; হতভাগ্য নকুল কুকুর-গুলাকে বড় ভালবাসিতেন।

সুরেশ। আমি সেগুলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকি। আপনি আসিবেন না কি? আসেন ত ফিরি।

শিব। না—আমার এখন বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, একট কাজ আছে।

সুরেশ। তবে আমি যাইতে পারি—

শিব। হাঁ—

এই সময় মহালক্ষ্মী কহিলেন,—"সুরেশবাবু! আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কিছু মনে করিবেন না। আমরা বুড়া হইয়াছি, কত রকম উৎকণ্ঠা হয়—সবই আমাদের এখন অদ্ভুত! আপনার সেই মূক বধির পরিচারিকা দেবী কোথায় গেল?"

সুরেশ। দেবী!

মহা। হাঁ—সেই দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে সে যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

সুরেশ। হাঁ—হাঁ—তা'র একটা ভগ্নী আছে, অসুখের সংবাদ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিল—আমি সর্ব্বদাই তা'র প্রত্যাগমনের আশা করিতেছি।

সুরেশের শকট বায়ুবেগে প্রস্থান করিল; শিবপ্রসাদবাবু কহিলেন,—"মেয়ে মানুষ জাতটাই এক অদ্ভুত! কি কথায় কোন কথা! দেবীতে তোমার আবশ্যক কি?"

মহালক্ষ্মী হাসিয়া কহিলেন,—"আবশ্যক এমন কিছু নয়, সে কোথায় তাই জানিতে চাই।"

শিব। কেন? তোমার কি—

মহা। কিছুই না—সামান্য কৌতূহল মাত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পীড়িতা।

সুরমার যদিও কোন শারীরিক পীড়া ছিল না—তথাপি সে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দময়ী ছিল না; সর্ব্বদাই কি চিন্তা করে—সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে। মালতী সুরমার নিকট আসা যাওয়া করিতেছে—সুরমাকে সযত্নে সান্ত্বনা করিয়া থাকে। মালতীর সান্ত্বনায় অবশ্য বিশেষ সুফল হইয়াছিল বলিতে হইবে—কারণ সুরমা আত্মসংযম করিতে সক্ষম হইল। হেমন্তবাবু তখনও কার্য্য ত্যাগ করেন নাই—কি একটা গুরুতর কার্য্যভার হস্তে থাকাতে তিনি তখনও পর্য্যন্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই।

একদিন বৈকালে সুরমা ও মালতী দ্বিতলের বারাণ্ডায় বসিয়া স্তিমিতপ্রায় সূর্য্যালোকাভাসিত নগর দেখিতেছিল—পথে কত লোক যাতায়াত করিতেছে—কত গাড়ীঘোড়া ছুটিতেছে। মালতী কহিল,—"মা! নারীর হৃদয় কুসুমবিরচিত কিন্তু আবশ্যক হইলে বজ্রের মত দৃঢ় করিতে হয়,—আবশ্যক হইলে বজ্রাঘাত নীরবে বুকে পাতিয়া লইতে হয়। নহিলে দেখ, প্রিয়তম স্বামী—গর্ভজাত পুত্র প্রভৃতি যমের হাতে তুলিয়া দিয়া অবারিত সংসার করিতে হয়!"

সুরমা। এখন আমি বুঝিয়াছি—মনকে বুঝাইয়াছি। মা! আপনি

আমার সত্যই মায়ের মত। আপনার মিষ্ট কথায় সৎ উপদেশে আমার প্রাণে শান্তি হইয়াছে।

মালতী। হিন্দু নারীর ধর্ম্ম অতি কঠিন মা; যে স্বামীকে হৃৎপিণ্ড উপাড়িয়া দিয়াও বুঝি তৃপ্তি হয় না,—যাঁহার চরণে জীবন যৌবন মন প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিলাম, সেই স্বামী হয় ত' দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল; তা'ও ত সহ্য করিতে হয়। হিন্দু নারীর প্রাণ এমনই পুষ্পময় যে, যদি সেই স্বামী আর একবার মিষ্ট কথা বলে,—একবার অন্যায় স্বীকার করে, সাধ্বী সব ভুলিয়া যায়—স্বামীকে দেবতা বলিয়া হৃদয়ে স্থান দেয়। এও ত সহ্য করিতে হয়!

সুরমা। তা' হয় বৈকি!

মালতী। প্রেম যাহাকে বলে, তাহা অতি পবিত্র জিনিষ; প্রেম সর্ব্বতোমুখী—প্রেম সর্ব্বদর্শী—প্রেম সাধনার জিনিষ—প্রেম স্বার্থশূন্য। ভালবাসিয়া সুখ—যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সুখ; তা'কে পাই বা না পাই উভয়ই তুল্য। এ সকল কথা আমি সময়ে একদিন তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এখন—তোমার বাবা আসিতেছেন।

হেমন্তবাবু উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করিলেন,—তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন।

মালতী কহিল,—"ব্যাপারখানা কি? কিছু সংবাদ আছে বোধ হইতেছে।"

হেমন্ত। হাঁ—আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে; কাল আমি কার্য্য ত্যাগ করিব।

সুরমা পিতার কথা শুনিতেছিল এবং সময়ে সময়ে নিম্নস্থ পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল,—কত লোক যাতায়াত করিতেছে; সুরমা যেন সেই জন কোলাহল মধ্যে কাহাকে দেখিবার জন্য আকুল দৃষ্টিপাত

করিতেছিল,—তাঁ'র হৃদয় আজ বড় অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মালতীর উপদেশে তাহার হৃদয় শান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজ সে শান্তির বাঁধ টুটিয়া তাহার প্রাণ যেন কোন অতীতের স্মৃতিতে মগ্ন হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, আজ তিনি বুঝি আসিবেন,—বুঝি আগেকার মত সুরমা বলিয়া ডাকিবেন,—বুঝি চঞ্চলা তাঁ'র চোক ফুটাইয়া দিয়াছে, তিনি সুরমার নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে আসিতেছেন,—যেন তিনি কাতর দৃষ্টিতে সুরমার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতেছেন,—সুরমা অভিমান করিয়াছিল, অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার বক্ষে পতিত হইয়া কহিল,—"তোমার অপরাধ কি প্রিয়তম! আমি হয় ত কি ভুল করিয়াছিলাম, তাই তোমাকে হারাইয়াছিলাম।"

সুরমা অচৈতন্য—একটি শয্যার উপর ছিন্ন লতিকার ন্যায় শায়িতা; প্রফুল্লর অঙ্কে তাহার মস্তক স্থাপিত—অদূরে মালতী ও হেমন্তবাবু চিন্তামগ্নভাবে উপবিষ্ট। চিকিৎসক আসিয়াছে,—সুরমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন,—কহিলেন,—"ভয়ানক জ্বর, একশ পাঁচ ডিগ্রী—মাথাও খুব গরম; তবে চিন্তার কারণ নাই, সাবধানে শুশ্রূষা করা আবশ্যক।"

সেই রাত্রেই সুরমার বিকার লক্ষণ দেখা দিল, ঘোর প্রলাপ উপস্থিত হইল। প্রলাপে অভাগিনী প্রফুল্লর নাম ও চঞ্চলার নামই করিত এবং সময় সময় 'বাবা—বাবা' বলিয়া উঠিত।

প্রফুল্ল নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট—হেমন্তবাবু অধিকাংশ সময় তাহার নিকট থাকেন; তবে প্রফুল্ল সর্ব্বদা থাকেন বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইতে হয়। মালতীর ত কথাই নাই—সুরমা যেন তাহার নিজের গর্ভজাতা কন্যা, এইরূপ ভাবে শুশ্রূষা করিতে

ছিল; ঘরে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না—মালতী সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

হেমন্তবাবু অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,—“মালতী! তুমি দেবী। যদি আমার সুর বাঁচে—তোমার ও প্রফুল্লর গুণেই বাঁচিবে।”

প্রফুল্ল একপ্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল—নীহারীকা সময় সময় আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইত; তখন ভ্রাতাভগ্নী একত্রে অশ্রু মিশাইয়া সুরমার শয্যা সিক্ত করিতেন।

গভীর রাত্রে প্রফুল্ল অনিদ্র অবস্থায় সেই কঙ্কালময় দেহখানি বুকে করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন,—নিদ্রা তাঁহার চক্ষু ত্যাগ করিয়াছিল। কচিৎ ঈষৎ নিদ্রাবেশ হইলে সুরমার পার্শ্বে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া লইতেন; নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত মালতীর বা হেমন্তবাবুর নিদ্রাভঙ্গ করিতেন না। মালতী সমস্ত দিন সংসারে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িত, হেমন্তবাবু কখন কখন নিদ্রা যাইতেন। হেমন্তবাবু নিজে সুরমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া প্রফুল্লকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রফুল্ল কোনক্রমেই সন্মত হইলেন না; তিনি ম্লান হাস্য করিয়া কহিলেন,—“সুরমাই যদি না বাঁচে, আমার বাঁচিয়া সুখ কি? এ সকলই আমার অপরাধ—আমার দোষ।”

দারুণ পরিশ্রমে প্রফুল্লর নয়নদ্বয় কোটরাবিষ্ট হইল—গণ্ডের অস্থি দেখা দিল—মুখমণ্ডল শোণিতহীন হইয়া উঠিল, তথাপি অকুতোভাবে সুরমার শয্যাপার্শ্বে দিবারাত্রি উপবিষ্ট থাকিয়া নিয়মিত সময়ে ঔষধ, পথ্য দেওয়া এবং আইসব্যাগ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া সমস্তই করিতে লাগিলেন; কোন পথ্যের অভাব হইলেই তিনি মালতীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

তিন জন বিখ্যাত চিকিৎসক চিকিৎসায় নিযুক্ত,—পর্য্যায়ক্রমে দিবা রাত্রি একজন চিকিৎসক বাটীতে থাকেন। রাত্রে সুরমার প্রলাপ-বৃদ্ধি হয়—প্রলাপ ঘোরে সে কখন আত্মজীবনে ধিক্কার দেয়—কখন প্রফুল্লকে নিষ্ঠুর—পাষাণ বলিয়া তিরস্কার করে, কখন চঞ্চলাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য গালাগালি করে, কখন মালতীর সহিত গম্ভীরভাবে কথা কয়,—আর প্রফুল্ল ব্যাকুল হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া মনে মনে আক্ষেপ করেন; সেই চুম্বনে অজ্ঞান অবস্থাতেও সুরমা শিহরিয়া উঠে,—তাহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হয়,—শুষ্ক ওষ্ঠাধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যচ্ছটা বিকশিত হয়। অচেতন অবস্থাতেও সে প্রফুল্লর সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারে; তাই যখনই প্রফুল্ল সযত্নে তাহার ওষ্ঠ চুম্বন করেন, তখনই সে বলে,—"এত ভালবাস! এত আদর! আর আমি তোমাকে ছাড়িতেছি না,—তোমাকে ত আমি একদিনও ভুলিতে পারি নাই!"

তখন হেমন্তবাবুর মুখ গম্ভীর হয়, তাঁহার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে; তিনি বিকৃতকণ্ঠে ডাকেন,—"প্রফুল্ল! ইহার নাম কি প্রত্যুপকার! এরই নাম কি কৃতজ্ঞতা!"

প্রফুল্ল অপরাধীর ন্যায় শুষ্ক মুখে বলেন,—"আমি মহাপাপী,—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আপনি অনেক উপকার করিয়াছেন, নীহারীকাকে দেখিবেন।"

নীহারীকা ও মালতী গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করে আর ভগবানকে একপ্রাণে ডাকিতে থাকে। একাদশ দিনে বৈকালে সুরমার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল; মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম হইতে লাগিল,—প্রলাপ সমধিক বৃদ্ধি হইল,—পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল এবং বিকার ঘোরে সুরমা 'প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল', কখন 'বাবা—বাবা' প্রভৃতি উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শয্যার উপর হেমন্তবাবু ও প্রফুল্ল উপবিষ্ট। প্রফুল্লর ক্রোড়ে সুরমা; তিনি একদিনও সুরমাকে ক্রোড়চ্যুতা করেন নাই। শয্যা নিম্নে মালতী ও নীহারীকা বিরস বদনে উপবিষ্টা, পার্শ্বে একখানি চেয়ারে শয্যার উপর হস্ত সংস্থাপন করিয়া চিকিৎসক উপবিষ্ট।

সুরমার অধীরতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল,—হেমন্তবাবু সাশ্রুনয়নে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তারবাবু! আমার দরিদ্রের ধন কি রক্ষা পাবে ?"

চিকিৎসক ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"আশঙ্কার কিছু কারণ হইয়াছে বটে, আপনি প্রতাপবাবুর নিকটে লোক পাঠান; দুজনে যুক্তি করিয়া দেখি।"

তখনই ভৃত্য গাড়ী লইয়া প্রতাপবাবুকে আনিতে ছুটিল।

চিকিৎসক কহিলেন,—"যদিও আশঙ্কার কিছু কারণ হইয়াছে, তব জীবনের যে হানি হইবেই এমন কথা বলিতে পারি না। আজ জ্বর ত্যাগের দিন,—রাত্রি নয়টার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হইবে; জ্বর ত্যাগের সময় যদি কোন বিপদ না হয়, আর কোন ভয় থাকিবে না।"

প্রতাপবাবু আসিলেন—রোগীর নাড়ী টিপিলেন—তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাপ পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে যদুবাবুকে ডাকিয়া লইয়া কক্ষান্তরে পরামর্শার্থে গমন করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল; সুরমার চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি হইল,—অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। চিকিৎসকদ্বয় শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া উত্তেজক ঔষধাদি প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্ল শুষ্ককণ্ঠে হতাশভাবে কহিলেন,—"ডাক্তারবাবু! অবস্থা কেমন ?"

প্রতাপ। কোন চিন্তা নাই—রোগী আরোগ্য হইবে।,

রাত্রি সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময় সুরমার অবস্থা এতই শোচনীয় হইল যে মালতী ও নীহারীকা কাঁদিয়া উঠিল; হেমন্তবাবু নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কেবল প্রফুল্ল সেই কঙ্কালময় দেহখানি ক্রোড়ে লইয়া শুষ্ক নয়নে স্থির দৃষ্টিতে অবস্থান্তর লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকদ্বয় যথোপযুক্ত সময়ে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন, অতি কষ্টে ঔষধ গলাধঃকরণ করাইতে হইতেছিল। ঘর্ম্ম প্রাচুর্য্যে সুরমার ও প্রফুল্লর পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হইয়া উঠিল। সুরমার বাম হস্তের মণিবন্ধ প্রতাপবাবু দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া একমনে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন,—তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র একটি ঘড়ি উন্মুক্ত। নয়টার পাঁচ মিনিট অবশিষ্ট থাকিতে প্রতাপবাবুর মুখ প্রসন্ন হইল। হেমন্তবাবু বাতুলের ন্যায়—'ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু' বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; প্রতাপবাবু তাঁহার মুখে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—"চুপ—চুপ, কোন চিন্তা নাই, জ্বর ত্যাগ হইয়াছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ।

সন্ধ্যার সময় প্রফুল্ল বাটী আসিলেন,—নীহারীকা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া কি যেন সংগ্রহ করিতেছিল। প্রফুল্লকে দেখিয়া কহিল,—"সুরমা কেমন আছে ?"

প্রফুল্ল। ভাল আছে,—প্রতিদিন তাহার দেহের উন্নতি হইতেছে; নীহার! সুরমাকে আমি এত ভালবাসি!

নীহার হাসিয়া কহিল,—"সাবিত্রী ?"

প্রফুল্ল সলজ্জভাবে কহিলেন,—"তুই ভারি দুষ্ট! সাবিত্রী আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী।

নীহা। সুরমাও ত এক সময় তাই হইয়াছিল,—তোমার মর্ম্ম তুমিই জান।

প্রফুল্ল। সেটা আমার ভুল—মহাভুল হইয়াছিল; আমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল। যাই হউক, তা'তে সাবিত্রীর সুখ হইয়াছে; ঈশ্বর যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই; আমরা অন্ধ, তাই তাঁ'র কাজে দোষ দেখি। নীহার! কোন সংবাদ পেয়েছ কি ?

নীহারীকা বুঝিল, প্রফুল্লর কথার অর্থ কি; কহিল,—"না—সংবাদ কিছুই পাই নাই।"

প্রফু। তাই ত, বড়ই চিন্তার বিষয়; একখানি নৌকায় সমুদ্র পথে চলা!

নীহা। কোন চিন্তা নাই দাদা; ঈশ্বর তাঁহাদের রক্ষক। একখান শামুকের খোলায় উঠিয়া যদি তাঁহারা সমুদ্র পার হন, তাহাও ডুবিবে না। আমার প্রাণ ডাকিয়া বলিতেছে, তাঁহারা নিরাপদে আছেন। তবে কি জান দাদা—বুঝিয়া দেখ না কেন—দুজনে কিরূপ সুখী হইয়াছেন, সেই সুখে তাঁহারা সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রফু। সাবিত্রীকে যে সুখী দেখিলাম, ইহাই আমারও সুখ; সাবিত্রীর দয়াতে আমাদের সর্ব্বস্ব রক্ষা হইয়াছে।

নীহা। তা'র আর কথা কি—আমরা সাবিত্রীর নিকট বিক্রীত। যাও তুমি এখন কাপড় ছাড়; রামগতিবাবু ও তারা দিদি আসিবেন ত?

প্রফু। হাঁ; তাঁরা বড় অমায়িক লোক, আমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে এত আনন্দিত হইয়াছেন!

নীহা। তা'দের কথা কিছু ব'লেছ না কি?

প্রফু। না—তবে কিছু বলার আবশ্যক।

নীহা। তালুই মহাশয় আসিবেন না?

প্রফুল্ল পুনরায় সলজ্জভাবে কহিলেন,—"আসিবেন; তুই যে আগে থেকেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে রেখেছিস!"

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই রামগতিবাবু ও তারাসুন্দরী দ্বি-অশ্বযান হইতে প্রফুল্লর বাটীর দ্বারে অবতরণ করিলেন; প্রফুল্ল সত্বর নামিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে হেমন্তবাবু উপস্থিত হইলেন। গল্প চলিতে লাগিল—সুরমার কথা কিছুক্ষণ হইল—প্রফুল্লর সহিত সুরমার

ভাবী পরিণয়ের কথা হইল ; ক্রমে ভবানীপুরের রায় পরিবারের কথ উঠিল,—নকুলবাবুর শোচনীয় মৃত্যুর কথা উঠিল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে প্রফুল্ল ! ত্রৈলোক্যবাবুকে জান।"

প্রফু। বিশেষ পরিচয় নাই—তবে চিনি।

রাম। বেচারা বড়ই ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িয়াছে,—চেহারা এমন খারাপ হইয়াছে, দেখিলে চেনা যায় না ; আর তাঁর মেয়ে লাবণ্য—

প্রফু। কেমন আছে ?

রাম। বড় খারাপ—পীড়িতা। বোধ হয় নকুলেশ্বরের শোচনীয় পরিণামই লাবণ্যের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার কারণ। তুমি নকুলকে চেন ?

প্রফু। হাঁ—তাঁ'কে দেখেছি।

হেম। শোচনীয় পরিণাম কিরূপ ?

রামগতিবাবু তখন নকুলেশ্বরের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা যতদূর জানিতে বর্ণন করিলেন।

হেমন্তবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল—তিনি আপন মনে কহিয়া ফেলিলেন "ব্যাপারটা সহজ নয় ; আমি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম !"

রাম। আপনি ? কেন—কি হইত ?

হেম। কি হইত বলিতে পারি না—তবে—

প্রফু। শুনেছিলাম সুরেশের সহিত লাবণ্যের বিবাহ হবে ?

রাম। হাঁ—সকলেই তাই মনে করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু—

হেমন্তবাবু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এমন কোন কথা হইয়াছি না কি ?"

রাম। হাঁ ; লাবণ্যের সহিত প্রণয়ে নকুলেশ্বরের একটু ভালবাস

হইয়াছিল—তারপর নানা ঘটনা হইয়া যায়, পরিণামে নকুল তা'কে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সুরেশের সহিত লাবণ্যের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করেন। সুরেশ লাবণ্যের অনুরাগী।

হেম। কিন্তু লাবণ্য এখনও নকুলেশ্বরকে ভালবাসে।

রাম। এইরূপই ত দেখা যায়।

হেম। নকুলেশ্বর যদি সমুদ্রমগ্ন হইতেন—সম্পত্তির অধিকারী হইত কে?

রাম। কেন,—সুরেশ; উইলে সেইরূপ ছিল।

হেম। বটে! হুঁ।

হেমন্তবাবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে কহিলেন,—"নকুলেশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয়?"

তারাসুন্দরী পশ্চাদ্ভাগ হইতে হেমন্তবাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশক মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন,—তাঁহার মুখের ভাব মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"সুরেশবাবু কেমন লোক?"

রাম। বলিতে পারি না; যেন কেমন—কেমন।

প্রফু। আপনি তা'কে পছন্দ করেন না?

রাম। না—একটুও না; আহা—নকুলেশ্বরের জন্য বুকটা ফাটিয়া যায়; তারাও সুরেশকে দেখিতে পারে না।

রামগতিবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; নকুলেশ্বরের কমনীয় মুখখানি তাঁহার মনে পড়িল—বাল্যকাল হইতে তিনি নকুলকে স্নেহ করিতেন।

হেমন্তবাবু আর কোন প্রশ্ন করিলেন না; নীরবে শুনিতে লাগিলেন।

প্রফুল্ল কহিলেন,—"নকুলেশ্বরের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কোন

সন্দেহ নাই?" নকুলেশ্বরের দর্শন বিষয়ে রামগতিবাবুকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই প্রফুল্ল এই প্রশ্ন করিলেন।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"না—নিশ্চয়ই না; আশ্চর্য্য প্রশ্ন! কি সন্দেহ থাকিবে! আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু এ জগতে এক জন এ কথা বিশ্বাস করিতে সম্মতা নহেন, তিনি শিবপ্রসাদবাবুর পত্নী মহালক্ষ্মী। তাঁ'র কথাটা একটু খারাপ বোধ হয়।"

তারাসুন্দরী মৃদুস্বরে কহিলেন,—"তোমার চেয়েও?"

রাম। হাঁ—তারা, মহালক্ষ্মীর নিশ্চয় মাথা খারাপ।

প্রফু। কিন্তু এ বিষয়ে মাথা খারাপের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

রাম। আর মাথা খারাপ বলে কা'কে? চক্ষের উপর যে কাণ্ড দেখিলাম—তা' অবিশ্বাস করিতে পারি না—

প্রফু। আপনি নকুলের মৃতদেহ দেখিয়াছেন কি?

রাম। না—তবে একটা দগ্ধ কঙ্কাল দেখিয়াছি।

হেমন্তবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"সেটা যে নকুলের দেহ, তা'র প্রমাণ কি?"

রাম। আর কা'র হইতে পারে? তা' ছাড়া নকুলের কোটের এক অংশ পাওয়া গিয়াছে—কয়েকটা বোতামও পাওয়া গিয়াছে—

হেম। কোট হয়ত তিনি ছিঁড়িয়া খুলিয়াছেন, এমনও ত হইতে পারে?

প্রফু। অথবা অন্য কাহারও সাহায্যার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন—

রাম। তর্ক করিয়া কোনই লাভ নাই বাপু; তর্ক করিয়া যদি নকুলকে পাওয়া যাইত—সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি তা'কে পাওয়া যাইত। কিন্তু না, সে আশা একটুও নাই! যদি নকুল জীবিত থাকিত, অবশ্যই সংবাদ পাওয়া যাইত।

প্রফু। দেখুন—রামগতিবাবু,—আমি একজন উকীল; যদিও কখন ব্যবসা করি নাই—ওকালতীতে আমার মাথা আছে, আইনে জ্ঞান আছে; সুতরাং এ সকল ঘটনা আপনারা যত সহজভাবে দেখেন, আমি তাহা পারি না আর ইনিও তা' পারেন না।

প্রফুল্ল হেমন্তবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

রামগতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হেমন্তবাবুও উকীল নাকি?"

প্রফু। না—কিন্তু উকীলের অপেক্ষাও এ সকল বিষয়ে উঁহার অভিজ্ঞতা অধিক। উনি একজন প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ।

রাম। ডিটেক্‌টিভ! কই ওঁর নামত পূর্ব্বে শুনি নাই; এই সে দিন আলাপ হওয়াতে উঁহার নাম জানিয়াছি।

প্রফু। উনি কার্য্যক্ষেত্রে কখন প্রকৃত নাম ব্যবহার করেন নাই। যাক্ এখন আপনারা উভয়েই আমার মন্তব্য শুনুন। কতকগুলি বিষয়ের সংযোগ পরম্পরায় ব্যাপারটা বড় জটিল করিয়া তুলিতেছে। নকুলেশ্বর একবার নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন—সম্পদে তাঁহার স্পৃহা ছিল না—তাঁহার জীবনে অন্তর্নিহিত কোন গভীর দুঃখের কারণ ছিল—সুরেশকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ-চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। লাবণ্য নকুলকে ভালবাসিত,—নকুল তাহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, সুরেশের সহিত তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার পর ঐ সম্পত্তির উপর সুরেশের লালসা ছিল; লাবণ্যকে সুরেশ প্রীতি-চক্ষে দেখিয়াছিল,—লাবণ্য নকুলকে ভালবাসিত তাহাও সুরেশ জানিয়াছিল। এই সকল ব্যবহার সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে নানারূপ সন্দেহের উদয় হয়।

তারাসুন্দরী বিস্ফারিতনয়নে প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! তুমি তা' হইলে কিছু শুনিয়াছ!

প্রফু। আমি—না—আমি—

ভৃত্য প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লকে কহিল,—"বাবু! একবার বাহিরের ঘরে আসিবেন।"

প্রফুল্লর হৃদয় নাচিয়া উঠিল—তিনি লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"হাঁ—এখনই।"

প্রফুল্ল বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দালানের দ্বার মুক্ত ছিল, যেমন তিনি প্রবেশ করিলেন, অমনি এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপনা করিলেন।

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে কহিলেন,—"নকুলেশ্বর!"

নকু। হাঁ—

প্রফু। কখন আসিলেন?

প্রফুল্লর দৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া আর একজনের অনুসন্ধান করিতেছিল।

নকুলেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"এই মাত্র কলিকাতায় পৌছিয়াছি; সাবিত্রী জিনিষপত্র লইয়া হেমন্তবাবুর বাড়ী উঠিয়াছে।"

প্রফু। কি সুখের বিষয়। নীহার কত সুখী হবে—আমরা এইমাত্র আপনাদের কথা কহিতেছিলাম।

নকু। তোমাদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে নাকি!

প্রফু। না—এখনও হয় নাই। আজ আমাদের বাড়ীতে একটু ব্যাপার আছে—রামগতিবাবু সপরিবারে ও হেমন্তবাবু উপস্থিত আছেন। রামগতিবাবুর বিশ্বাস আপনার মৃত্যু হইয়াছে।

নকুলেশ্বর হাস্য করিলেন—কহিলেন,—"চল।"

উভয়ে দ্বিতলে উঠিলেন; প্রফুল্ল কহিলেন,—"আপনি একটু বাহিরে থাকুন।"

প্রফুল্ল কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"রামগতিবাবু! আপনি একটু পূর্ব্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—নকুল যদি জীবিত থাকেন তবে কোথায় আছেন, সংবাদ দেন না কেন এবং আমি তাঁর কোন সংবাদ রাখি কি না?"

রামগতিবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন,—"হাঁ।"

প্রফু। আমি সংবাদ রাখি।

রাম। কোথায়—কোথায়—নকুল—কোথায়!

নীহারীকা ব্যাকুলভাবে কহিল,—"দাদা—দাদা—তিনি কোথায়!"

"এই যে আমি" বলিয়া নকুলেশ্বর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামগতিবাবু ও তারাসুন্দরী অতিমাত্র বিস্ময়ে কহিলেন,—"নকুল!"

নকু। হাঁ—আমি।

রাম। জগদীশ্বর ধন্য।

সকলে আবার স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন; প্রফুল্ল কহিলেন,—"এখন কথা এই—সুরেশ সত্য ঘটনা জ্ঞাত কি না।"

নকু। না—নিশ্চয়ই না।

রাম। আমিই কি ছাই এত জানিতাম! যা' হোক বাপু, আমার মতামত তোমরা গ্রাহ্য করিও না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বিশেষতঃ এই ঘটনায় আমার যেন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। সুরেশকে আমরা কোন দিনই সুদৃষ্টিতে দেখি নাই।

হেমন্তবাবু কহিলেন,—"সুরেশ মহাপাপী; আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি,

সুরেশ এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কামিনী ও কাঞ্চনের জন্য মানুষ কি না করিতে পারে?"

নকু। আপনারও সেই বিশ্বাস?

হেম। নিশ্চয়ই—আর বুঝি প্রফুল্লরও এইরূপ বিশ্বাস।

নকু। হাঁ; কিন্তু আপনাদের ভুল হইয়াছে দেখিবেন। আপনার নাম কি?

হেমন্তবাবুর পরিচয় দিতে হইল না—প্রফুল্ল ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন,—"হেমন্তকুমার ঘোষ, ইনি সুরমার পিতা।"

নকুল হাসিয়া কহিলেন,—"আমার বড়ই সৌভাগ্য। তা'র পর সুরমার সঙ্গে প্রফুল্লর বিবাহ সম্বন্ধটা এখনই স্থির হইয়া যাক্।"

প্রফু। সে স্থির হইয়া গিয়াছে; সুরমা বড় অসুস্থ—মরিতে বসিয়াছিল।

নকু। তুমি বড় নিষ্ঠুর; তা' তোমারই দোষ কি?

প্রফুল্ল হেমন্তবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এখন নকুল দাদার কর্ত্তব্য কি? আপনি সাহায্য—"

হেম। অনাবশ্যক; পাপ গোপন থাকিতে পারে না। আমি যত পাপী দেখিয়াছি, পরিণামে তাহাদের পাপ কথা নিজ মুখেই ব্যক্ত হয় নকুলবাবু হঠাৎ ভবানীপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সুরেশের সম্মুখীন হইবে সব জানিতে পারিবেন।

নকু। সব ভুল—সব ভুল।

হেম। স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে; ভুল আপনারই।

নকু। যদি ঘটনা সত্য হয়—সুরেশের আমি মুখ দর্শন করিব না; যদি মিথ্যা হয়—সুরেশকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিব।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রেতাত্মা।

লাইব্রেরী কক্ষে সুরেশ একাকী উপবিষ্ট,—দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপিত; মুখমণ্ডলে অশান্তি ও হতাশের চিহ্ন প্রকটিত হইতেছিল। তাহার হৃদয়ে অনুতাপের স্থান ছিল না; যে পৈশাচিক কার্য্যে সে আত্মা বিক্রীত করিয়াছিল, তাহাতে তাহার অণুমাত্রও অনুতাপ জন্মে নাই,—কিন্তু তার সে পৈশাচিক কার্য্যের পুরস্কার কই? যে প্রবল আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় সে শয়তানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—যে আকাঙ্ক্ষা-বহ্নি তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, কিন্তু তা'র নিবৃত্তি হইল কই,—তা'র চরিতার্থের আশা কোথায়? লাবণ্য প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিলেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা ও অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে—তাহাই যথেষ্ট। লাবণ্য তাহাকে প্রত্যাখ্যাম করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। লাবণ্য যে তাহাকে ঘৃণা করিত তাহা সে বুঝিয়াছিল, তথাপি ঈর্ষা, গর্ব্ব প্রভৃতির সমন্বয়ে আকুল হইয়া সে যেরূপেই হউক লাবণ্যকে লাভ করিতে বাসনা করিল। লাবণ্য তাহাকে পিশাচ করিয়াছে—আর এখন তাহাকে ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত!

তাহার হৃদয় লাবণ্যের চিন্তাতেই পূর্ণ, অন্য চিন্তার স্থান ছিল না। নকুলের কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল; নকুল তাহার সুখের পথের কণ্টক

হইয়াছিল—তাহার সম্পদ ও প্রেমের প্রবল লালসার পথে নকুল বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছিল,—তাহাকে সরাইয়া সে তাহার পথ পরিষ্কার করিয়াছে।

হতভাগিনী পরিচারিকা দেবী যে তাহাকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না; দেবীর কথা সে একবারও ভাবে নাই, দেবীর জীবন সে অতি তুচ্ছ মনে করিল।

লাবণ্য!—সুরেশের একমাত্র চিন্তা লাবণ্য। লাবণ্যকে চুক্তি রক্ষা করিতে বাধ্য করিবার উপায় কি? সুরেশ এখন ভবানীপূরের অবি-সম্বাদিত প্রভু অথবা দুদিন পরে হইবে; যেখানে সে অধীনভাবে বাস করিতেছিল, তথায় আজ সে স্বাধীন—সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন। সে তাহার অংশ পূর্ণভাবে অভিনয় করিয়াছে,—লাবণ্যকে বাধ্য করিবার উপায় কি? প্রতিদিন—প্রতিনিয়ত তাহার পিশাচাধিকৃত হৃদয় কেবল সেই একই চিন্তায় নিরত—লাবণ্য!

সুরেশ চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিল; একটি আলমারী খুলিয়া একটি বোতল ও গ্লাস বাহির করিল। বোতল হইতে হুইস্কি ঢালিয়া এক নিশ্বাসে এক গ্লাস পান করিয়া ফেলিল এবং পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিল। লাবণ্য!—লাবণ্যকে যে কোন উপায়ে বাধ্য করিতে হইবে। সুরার ক্রিয়া আরম্ভ হইল,—সুরেশ যেন লাবণ্যকে সম্মুখভাগে দেখিল—অনুচ্চবাক্যে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সুরার ক্রিয়া ঈষৎ হ্রাস হইয়া আসিলে সে একবার কক্ষের চারিদিক চাহিয়া দেখিল তৎপরে পুনরায় উঠিয়া আর একপাত্র সুরা পান করিল। গ্লাস নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিল, এই সময় সেখানে পদশব্দ শ্রুত হইল।

সুরেশ উৎকর্ণভাবে সেই শব্দ শ্রবণ করিল,—শিহরিয়া উঠিয়া আপনা-পনি কহিল,—"ঠিক যেন নকুলের পায়ের শব্দ!—আশ্চর্য্য!"

সুরেশ চেয়ারে বসিয়া পড়িল; তাহার মুখ শ্বেতবর্ণ—নয়নদ্বয় বিস্ফারিত। হঠাৎ তাহার নয়নপল্লব কম্পিত হইল; দ্বার মুক্ত হইল এবং ঠিক যেন নকুলেশ্বরের ন্যায় পদশব্দ কক্ষমধ্যে শ্রুত হইল।

নকুলেশ্বর সুরেশের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"সুরেশ! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি নকুল।"

সুরেশ যেন কোন প্রেতাত্মা দেখিতেছিল,—যেন কোন অপার্থিব ছায়ামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সে মৃদুস্বরে কহিল,—"ঠিক! যা মনে করিয়াছি তাই! বেশী নেশা হইয়া গিয়াছে, ঘুম হয় নাই। ঠিক যেন নকুলের মত!"

নকুল। সুরেশ! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি নকুল—এই মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছি; আমি জীবিত—রক্ত মাংসের শরীরে উপস্থিত। তোমার হাত দাও,—আমাকে আদর কর। ব্যাপার কি সুরেশ? তোমার কি অসুখ হইয়াছে?

সুরেশ। ছায়ামূর্ত্তি—প্রেতমূর্ত্তি! বড় আশ্চর্য্য!—বড় অদ্ভুত!

সুরেশ আবার উঠিয়া আলমারীর নিকট উপস্থিত হইল; পুনরায় একপাত্র সুরা পান করিয়া ফেলিল।

নকুলেশ্বর বাহুবিস্তার করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সুরেশ লাফাইয়া সরিয়া গেল,—"কহিল,—না—না। প্রেতাত্মা! স্পর্শ—না—অসম্ভব! প্রেতাত্মার স্পর্শ অনুভব! এখন তুমি আমাকে এইরূপ বিভীষিকা দেখাইতে মনস্থ করিয়াছ? অশরীরী তুমি! এই দেখ তোমার মায়ার নিবৃত্তি করিতেছি।"

সুরেশ পুনরায় সুরা পান করিল এবং কহিল,—"পরিমাণ লইয়া কথা,—একটু বেশী মাত্রায় পান করিলেই তোমার মায়া হইতে মুক্ত হইব।"

সুরেশ আবার মদ্যপান করিল; সুরার ক্রিয়া প্রবলরূপে আরম্ভ হইল—সমুদয় কক্ষ যেন ছায়াময় বোধ হইতে লাগিল।

সুরেশ কহিল,—"নরক! প্রেতাত্মা! নকুলের অশরীরী দেহ এখনও যাও নাই! চাও কি? ওঃ—বুঝেছি, স্বীকার উক্তি চাও—পাপ স্বীকার করাইতে চাও! ভাল—তবে শোন, আমিই সেই গুরুতর কাজ সম্পন্ন করিয়াছি।"

নকুল। সুরেশ!—

সুরেশ। প্রেত! তর্ক করিয়া ফল নাই; আমি বলিতেছি, আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি।

নকুল। উন্মাদ!

সুরেশ। প্রিয় প্রেতাত্মা! ছায়া জগতের জীব! আমি উন্মাদ নই। তুমি মনে করিতেছ—ওঃ—সম্পূর্ণ ঘটনা না বলিলে তুমি যাবে না! তবে শোন, তোমাকে পথ হইতে সরান আমার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। আমি লালসার তাড়না সহ্য করিতে পারি নাই! পাগল আমি! না—না—তুমি পাগল হইয়াছিলে। ইহার পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস ছিল—আমি তাহা হইলে এই অতুল সম্পদের অধিকারী হইতাম! তুমি উন্মাদ, তাই আবার জীব-জগতে আসিলে, তাই আমার পথের কণ্টক হইতে আসিলে। যে দিন তোমাকে এ্যাটর্ণীর বাড়ীতে দেখিলাম, সেই দিনই তোমাকে পথ হইতে সরাইতাম; যে দিন আমার বাড়ীতে তোমাকে লইয়া যাই—সে সময়েও তোমাকে এ জগৎ হইতে সরাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল,—তুমি তা' লক্ষ্য কর নাই। নির্ব্বোধ! তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল—তাই তুমি আমার পথে আসিয়াছিলে। হাঃ—হাঃ—ছায়াদেহ ভ্রাতা! তা' এখনও যাও নাই। আর কি চাও!

ক্ষমা প্রার্থনা! ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি,—যাও ছায়ার শরীর ছায়াতে মিশিয়া যাও,—নরকের জীব নরকে যাও।

নকুলেশ্বর বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন,—"সুরেশ—পিশাচ!—"

সুরেশ। পিশাচ! হাঁ—না—পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি প্রেত! আরও শোন—সব না শুনিলে তুমি যাবে না। বেশ—শোন, সম্পত্তির জন্য আমি তোমাকে হত্যা করিতাম না—কিন্তু তা'র অপেক্ষা অধিকতর প্রলোভন তুমি আমার সম্মুখে আনিয়া দিলে; লাবণ্য!—যে দিন লাবণ্যকে তুমি প্রথম দেখাইলে, সেই দিন হইতে আমি পাগল হইলাম—সেই দিন হইতে লাবণ্যকে পাইবার জন্য আমি শয়তানে আত্মবিক্রয় করিলাম। লাবণ্য তোমাকে ভালবাসিত, এখনও বাসে। লাবণ্যের সঙ্গে আমার যুক্তি হইল,—আমি যেদিন এই বাটীতে স্বাধীন অধিকার পাইব সেই দিন লাবণ্য আমার হইবে। তুমি দেখিয়াছ, আমি স্বাধীন অধিকার লাভ করিয়াছি,—আমি লাবণ্যকে লাভ করিব। এ্যাকোনাইট ও এ্যামোনিয়ার সংযুক্ত বাষ্প! ভয়ঙ্কর—শত জীবন নষ্ট করিতে পারে! আমি একটা বিড়ালের জীবনের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলাম; তারপর তোমার উপর,—তোমার রক্ত মাংসের দেহ তাই এখন ছায়ায় পরিণত। ঘণ্টার দড়ি এমন ভাবে কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই—ঘরের চাবি এখনও আমার পকেটে। হায়—হায়—এখন যাও—আর এ জীব-জগতে থাকিও না,—প্রেতাত্মা—নরকের জীব নরকে যাও।

সুরেশের কথা জড়াইয়া আসিতেছিল; ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"এখন সব বুঝিলে—সব শুনিলে—এখনও কেন রহিয়াছ? লাবণ্য!—লাবণ্য তোমাকে ভালবাসিত,—সে ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হইয়াছিল,—তুমি তাহাকে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছিলে; রমণীর ঘৃণা

অস্তি ভীষণ। লাবণ্য কই? এখানে নাই কেন? চুক্তি—ভীষণ চুক্তি—আমি আমার অংশ অভিনয় করিয়াছি; এখন—"

নকুলেশ্বর উত্তেজিতভাবে অগ্রসর হইয়া সুরেশের গ্রীবা ধারণ করিয়া প্রবলবেগে সঞ্চালন করিলেন; সুরেশ সুপ্তোত্থিতের মত কহিল,—"নকুল!"

"পিশাচ! নরহন্তা!"

সুরেশ জড়িতস্বরে কহিল,—"নকুল! নকুলেশ্বর! তুমি ছায়ামূর্ত্তি নও!"

নকুল। হাঁ আমি।

সুরেশ। তা' হইলে তুমি পলায়ন করিয়াছিলে? সুখের বিষয়!

নকুল। হাঁ—তোমার হতভাগিনী পরিচারিকা দেবী আমাকে রক্ষা করিয়া নিজের জীবন দিয়াছে। আমি আমার কোট ছিঁড়িয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু—

সুরেশ। দেবী! আমি তা' একবারও ভাবি নাই।

নকুল। হাঁ—হতভাগিনী তোমাকে মহাপাতক হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন দিয়াছে।

সুরেশ। হতভাগিনী দেবী! তবে এখন আমাকে তোমার প্রেতমূর্ত্তি দেখাইয়া আমার প্রাণের কথা বাহির করিয়া লইলে! বেশ, আমি দুঃখিত নই; এখন কি করিবে? আমাকে নরহন্তা বলিয়া তুমি প্রকাশ করিতে পারিবে না। তোমার নিজের রক্ত মাংস আমি—তোমার নিন্দা হইবে—তোমার বংশের কলঙ্ক হইবে।

নকুল। তুমি পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি—আমি তোমাকে লোকসমাজে হীন করিতে চাহি না; তবে আমার সম্মুখ হইতে দূর হও,—তোমাকে যেন আমি আর এ দেশে এ জীবনে না দেখিতে পাই। ভূবনবাবুর নিকট তোমার ঠিকানা রাখিয়া যাইও; তোমায় অভাবপ্রাপ্ত না হইতে হয়,

আমি তার বন্দোবস্ত করিব। লাবণ্য তোমার এ পিশাচের অভিনয়ে লিপ্তা নয়?

সুরেশ। হাঃ—হাঃ—নয়! লাবণ্য সব জানে।

নকুল। পশু—মিথ্যুক—নরহন্তা!

সুরেশ। নরহন্তা! হাঁ; মিথ্যুক! না;—মিথ্যা আমার জীবনে বলি নাই—মিথ্যা কথা ঘৃণাস্কর—কাপুরুষে ব্যবহার করে। আমি কাপুরুষ নই, আমি নিজের পথ চিনি। লাবণ্য প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত না থাকিলেও সব জানিত; জানিত যে আমি কোন উপায়ে তোমাকে সরাইতে চাহি। কিন্তু দেখ, লাবণ্য আমার—লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে চুক্তি হইয়াছিল,—আমি সে চুক্তির অংশ সম্পন্ন করিয়াছি। লাবণ্য আমার;—লাবণ্যের সহিত আমি নরকে মিলিত হইব,—দুজনেই এক প্রবল ক্ষমতার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি; বিধির নির্ব্বন্ধ,—লাবণ্য আমার হইবে। তুমি লাবণ্যকে লাভ করিতে পার না,—তোমার শয়তানে আত্মবিক্রয় করিবার শক্তি নাই।

নকুল। যাও—তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

সুরেশ। নিশ্চয়ই—আমার মত লোকের আশা নিষ্ফল হইলে সেখানে থাকিয়া ফল কি? আমি এখনই যাইতেছি। একখান টেলি-গ্রাফের কাগজ লইতে পারি কি?

নকুলেশ্বর যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের তুমুল আন্দোলন।

সুরেশ একখানি টেলিগ্রাফের ফরম লইয়া কি লিখিল, তৎপরে বাহির হইয়া গেল।

নকুলেশ্বর অবসন্নভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; কতক্ষণ বসিয়া-

ছিলেন বুঝিতে পারিলেন না। যখন উত্তেজনা ঈষৎ হ্রাস হইল, তখন তিনি বেগে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বৃদ্ধ সরকারের বুকের উপর গিয়া পড়িলেন। সরকার সবিস্ময়ে কহিল,—"আপনি—আপনি কে? নকুলবাবু! প্রভু—বৎস!"

নকুল। সুরেশ! সুরেশ কই?

সর। সুরেশবাবু এই প্রায় আধঘণ্টা হইল বাহির হইয়া গিয়াছেন।

* * * *

ইহার পরদিন সন্ধ্যাকালে হেমন্তবাবুর বাড়ীতে বড় আনন্দ। হেমন্ত বাবু আনন্দভোজ দিতেছেন—নিমন্ত্রিত হইয়াছেন রামগতিবাবু সপত্নীক, শিবপ্রসাদবাবু সপত্নীক, ত্রৈলোক্যবাবু সকন্যা, প্রফুল্লবাবু ও নীহারীকা আর মালতী; সাবিত্রী, সুরমা, নকুল—ইহারা ত একরূপ ঘরের লোক। পাচক ব্রাহ্মণে রন্ধন করিতেছে—মালতী কর্ত্রীর ন্যায় সকল বন্দোবস্ত করিতেছে। সাবিত্রী ও সুরমা এক কক্ষে বসিয়া হাস্যপরিহাসনিরতা।

সুরমার পূর্ব্ব লাবণ্য দ্রুতবেগে প্রত্যাগত হইতেছিল।

সাবিত্রী কহিল,—"কেমন গো রাধে! শ্যামচাঁদ মিলেছে ত?"

সুরমা। যেখানে দূতী স্বয়ং বৃন্দা, সেখানে শ্যামের পলাইবার যো কি?

সাবিত্রী। গুণ বুঝি কেবল দূতীরই হইল? আর এটি?

সাবিত্রী সুরমার চিবুক ধারণ করিয়া সঞ্চালন করিল এবং গাহিতে লাগিল—

"রাধার শ্যাম মিলেছে।
রাই ব'লে বাজায়ে বাঁশী রাইএর পাশে ব'সেছে॥
রাঙ্গা পায়ে চূড়া রেখে রাধা ব'লে কেঁদেছে।
প্রেমময়ী রাধা মোদের শ্যামকে ক্ষমা ক'রেছে॥

সাদায় কালোয় মিশে এবার বড় শোভা হ'য়েছে,
শ্যাম আদর ক'রে, রাধার মুখে মিষ্টি চুমো খেয়েছে॥"

সুরমা সাবিত্রীর পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র কিল মারিয়া কহিল,—"তুমি মর।"

সাবিত্রী। মরিলে আর এক জনের যে নিরুপায়! নহিলে মরিতে আপত্তি নাই। মরি নাই তা'তেই কতদূর হ'য়ে গেল!

সুরমা। সাবিত্রি! পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে।

সাবিত্রী। হ'তে পারে—প্রফুল্লবাবুর পদে ছিলাম বোধ হয়।

দুইজনে আলিঙ্গনাবদ্ধা হইয়া চুম্বন প্রতিচুম্বন করিল।

সাবিত্রী। এখন শুভকাজ শীঘ্র হইয়া গেলে হয়।

সুরমা। তোমার ত' আর কাজও নাই—অন্য কথাও নাই; লোকে যেন সেই জন্য ভেবে খুন হইতেছে।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ সমবেত হইতে লাগিলেন,—দ্বিতলের গ্রীণরুম সজ্জিত করা হইয়াছিল—তথায় সকলে অভ্যর্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এত বড় সভায় অবশ্য অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে হুইস্কির আয়োজনও হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যবাবু একজন বিখ্যাত সুরাপায়ী, সঙ্গে সঙ্গে রাম-গতিবাবু ও শিবপ্রসাদবাবুরও দুই এক গ্লাস চলিল।

রামগতিবাবু কহিলেন,—"সুরেশ গেল কোথায়?"

নকুল। যেখানে থাক, তা'র সন্ধান করিতে হইবে, সে কষ্ট না পায় দেখিতে হইবে।

রামগতিবাবু তখন ত্রৈলোক্যবাবুর দিকে ফিরিলেন; ত্রৈলোক্যবাবু তখন পাননিরত ছিলেন। রামগতিবাবু কহিলেন,—"ত্রৈলোক্য! লাবণ্য আসে নাই যে?"

ত্রৈলোক্য। লাবণ্য! নকুল—নকুলেশ্বর!

নকুলেশ্বর উত্তর দিলেন।

ত্রৈলোক্য। এ সব কি কাণ্ড! এ কি ভদ্রোচিত কাজ? তুমি—তুমি সশরীরে না! প্রফুল্ল, আর একগ্লাস দাও বাবা।

ত্রৈলোক্যবাবু পুনরায় মদ্যপান করিয়া কহিলেন,—"এই কি ভদ্রলোকের মত কাজ হইল? বিশ্বাস স্থাপনের—বন্ধুত্বের এই কি প্রতিদান! লাবণ্য—"

নকুলেশ্বর বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"হাঁ,—লাবণ্যের কি হইয়াছে? সে আসে নাই কেন?"

হেমন্তবাবু ভ্রূকুটীকুটীলদৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ত্রৈলোক্যবাবু কহিলেন,—"তুমি জান—অবশ্যই জান।"

নকুল। আমি—আমি—

ত্রৈলোক্য। অস্বীকার করিয়া ফল কি? যা' করিয়াছ ভালই করিয়াছ,—আমার মেয়ে কোথায়?

হেমন্তবাবুর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল—তিনি লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"ও মাই গড্! রহস্য—গভীর রহস্য!"

ত্রৈলোক্য। কিছু না—পরিষ্কার জলের মত। নকুল লাবণ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল,—তার প্রমাণ আছে।

হেমন্ত। কই—কই সে প্রমাণ!

ত্রৈলোক্যবাবু পকেট হইতে একখানি টেলিগ্রাম বাহির করিয়া দিলেন,—নকুলেশ্বর পাঠ করিয়া হেমন্তবাবুর হাতে দিলেন; হেমন্তবাবু উচ্চঃস্বরে পাঠ করিলেন—

"আমি জীবিত আছি—ফিরিয়া আসিয়াছি; গত কথা ভুলিয়া আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি . পাঁচটার সময়—নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে আসিবে। "নকুল।"

হেমন্তবাবু লাফাইয়া উঠিলেন—কহিলেন,—"মাই গড্—কি সর্ব্বনাশ। নকুল—এ টেলিগ্রাফ—"

নকুলেশ্বর উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—পাঁচটা। এখন রাত্রি আটটা, কিন্তু সময় নষ্ট করিবার নয়; এই মুহূর্ত্তে আপনি আর আমি যাই চলুন। টেলিগ্রাফ আমি করি নাই; এখন আমি বুঝিতেছি—সুরেশ আমার বাড়ী হইতে বিদায় হওয়ার সময় একখানি টেলিগ্রাফের ফরম লইয়াছিল। যে বাড়ীর কথা লেখা আছে, উহা সুরেশের বাড়ী।"

উভয়ে দ্রুতগতি বাহির হইয়া গেলেন; পথে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ধরিয়া তাহাতে স্থানগ্রহণ করিলেন। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট বাটীর সম্মুখে তাঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। বাটীর লৌহবৎ দ্বার অবরুদ্ধ। পথে একজন পাহারাওয়ালা যাইতেছিল, হেমন্তবাবু তাহাকে ডাকিলেন; পাহারাওয়ালা আসিলে হেমন্তবাবু কহিলেন,—"এই দরজা ভাঙ্গিতে হইবে, তা'র উপায় কর।"

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে আদেশ বাক্য শুনিয়া পাহারাওয়ালার একটু অভিমান হইল; সে অগ্রাহ্যভাবে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হেমন্তবাবু কহিলেন,—"যাও যে ?"

পাহারা। আমার অনেক কাজ আছে—

হেমন্ত। আমাকে তুমি চেন না বোধ হয় ?

পাহারা। না—এত বড় সহরে সব লোক কি চিনিয়া রাখা যায়।

হেমন্ত। তবে শোন—যদি চাকরীর মমতা থাকে, যা' বলি তা'ই কর। দেবীপ্রসাদের নাম শুনেছ ?

পাহারাওয়ালা সবিস্ময়ে সেলাম করিল এবং কহিল,—"আপনাকে চেনা আমার কি সাধ্য! যাই হ'ক—শুনুন—এই বাড়ীর মধ্যে বোধ হয় কোন জিনিষ পুড়িতেছে। বেলা ছয়টার কিছু পূর্ব্বে আমি এই বাড়ীর পাশে পাহারায় ছিলাম—আগুণে কোন জিনিষ পুড়িয়া এমন তীব্র গন্ধ বাহির হইতে ছিল, বাহিরে যেন আমার শ্বাসরোধ হইতে লাগিল।

নকুল। সর্ব্বনাশ! সেই—সেই এ্যামোনিয়া ও এ্যাকোনাইটের বাষ্প! দরজা ভাঙ্গিয়া ফেল—শীঘ্র—এ বাড়ী আমার।

পাহারাওয়ালা নিকটবর্ত্তী বাড়ী হইতে একখানি কুঠার এবং পথ হইতে একজন যুড়িদার লইয়া আসিল—দ্বার ভঙ্গ করা হইল।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই সেই তীব্র গন্ধ সকলেই আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। নকুল অগ্রে—সকলে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। একটি কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ; কক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে উগ্র গন্ধ নির্গত হইতেছে। নকুলেশ্বর পদাঘাতে দরজা ভগ্ন করিলেন,—প্রবল উগ্র গন্ধবিশিষ্ট বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে নকুলেশ্বর বাতায়নগুলি মুক্ত করিয়া দিলেন,—কক্ষ আলোকিত হইল; সেই আলোকে এক ভীষণ দৃশ্য তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল। ছুইখানি চেয়ারে সুরেশ ও লাবণ্য উপবিষ্ট,—সুরেশের বাহুদ্বয় লাবণ্যের পৃষ্ঠদেশ দিয়া বেষ্টিত এবং লাবণ্যের দেহ সুরেশের দিকে ঈষৎ অবনমিত। নকুলেশ্বর দ্রুত সেই যুগলমূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া পশ্চাদপদ হইলেন।

হেমন্তবাবু কহিলেন,—"জীবনশূন্য দেহ,—শীতল—কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে।

সেই আলোকে এক ভীষণ দৃশ্য তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

[বিধির নির্ব্বন্ধ—৩১৬ পৃষ্ঠা।

উপসংহার।

গ্রীষ্মকাল গত হইয়া বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে; ঋতুর পরিবর্ত্তনে জগতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নকুলেশ্বর ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই সুখী হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। সুরেশ ও লাবণ্যকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা তাহাদের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছেন,—কেবল নকুল তাহাদের দুজনের এক জনকেও ভুলিতে পারেন নাই। সুরেশ ও লাবণ্যের মৃত্যুর পর দুই মাস অতীত হইয়াছে। সুরমার সহিত প্রফুল্লর ও সাবিত্রীর সহিত নকুলেশ্বরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের এক দিনের মত আজ আবার হেমন্তবাবুর বাড়ীতে আনন্দভোজ। ত্রৈলোক্যবাবু ব্যতীত সকলেই উপস্থিত।

অন্যান্য কথোপকথনের পর হেমন্তবাবু কহিলেন,—"একদিন আপনাদের সকলকেই আমার জীবনের ইতিহাস শুনাইতে চাহিয়াছিলাম,—আজ যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়, আমি বলিতে প্রস্তুত আছি।"

সকলেই সানন্দে সম্মত হইলেন।

হেমন্তবাবু কহিলেন,—"নামটা যে আমার হেমন্তকুমার ঘোষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—"

রামগতিবাবু কহিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! ভূমিকাই যে ভয়ানক!"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন; হেমন্তবাবু কহিলেন,—"নামটায় কোন গোলমাল নাই—কিন্তু আর সব গোলমাল—সব মিথ্যা। আপনারা একটু—দশ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি একটা জিনিষ লইয়া আসি।"

সকলে উৎসুকভাবে একটা বিস্ময়কর ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন,—কেবল মালতী একটু হাসিতেছিল।

দশ মিনিট পরে এক সুরূপ সবল সুঠাম যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। যুবক কহিলেন,—"চিনিতে পারিতেছেন না?"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হেমন্তবাবু!"

হেমন্ত। হাঁ,—এই আমার প্রকৃত রূপ। আমি অনেক নামে—অনেক রূপে—অনেকের নিকট পরিচিত; এ পর্য্যন্ত কেহই আমার প্রকৃত রূপ দেখে নাই। আমি প্রৌঢ় নই, আমি পূর্ণ যুবক। সুরমা আমার কন্যা নহে, কিন্তু আমার কন্যা থাকিলেও বোধ হয় সুরমার অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারিতাম না; সুরমা আমার জ্যেষ্ঠের কন্যা।

সুরমা বিস্মিতা—সাবিত্রী বিস্মিতা,—সকলেই বিস্মিত!

হেমন্ত। এইটি আমাদের পৈত্রিক বাড়ী, বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, কিন্তু দাদা ও বৌদিদির জন্য সে অভাব জানিতে পারি নাই। আমাদের বাড়ীর নিকটে গোকুল বসু নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি সাবিত্রীর মেসো; সাবিত্রী তাঁকে দেখিলেও ভাল মনে না থাকিতে পারে। তাঁর বাড়ীতে তিন খানি খোলার ঘর ছিল,—অবস্থা দরিদ্রের মত দেখাইতেন কিন্তু প্রকৃত তিনি দরিদ্র ছিলেন না। গোকুলবাবুর এক বিধবা ভগ্নী সংসারে থাকিতেন; 'র এক কন্যা ছিল—নাম মালতী।

সকলে বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিলেন।

হেমন্ত। এই মালতী আমার বাল্যের সঙ্গিনী ছিল,—দুজনে একত্রে খেলা করিতাম। বৌদিদি মালতীকে বড় ভালবাসিতেন এবং আমার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। হঠাৎ এক দিন বজ্রাঘাত হইল,—বৌদিদির মৃত্যু হইল। আমি জগৎ শূন্য দেখিলাম,—মাতার অভাব সেই দিন হইতে বেশ অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার অপেক্ষাও দাদার হৃদয়ে বড় বেশী আঘাত লাগিল,—সেই আঘাত দাদা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন সুরমা চারি বৎসরের,—সে আজ এগার বৎসরের কথা। আমার বয়স তখন কুড়ি বৎসর—মালতী তখন দশ বৎসরের। দাদা ক্রমে অধিক অধীর হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে যাইতে বাধ্য হইলাম। শিশু কন্যা লইয়া অধিক তীর্থ ভ্রমণ সম্ভব হইল না,—দুই এক তীর্থ দর্শন করিয়া আমরা কাশীতে আসিলাম; সেখানে তিনমাস থাকিয়া দাদার মৃত্যু হইল। আমার বুকে বড়ই বাজিল কিন্তু সুরমার মুখ দেখিয়া আমি সব ভুলিয়া গেলাম। সুরমা পিতার অভাব জানিতে না পারে এইরূপ কোন কৌশল অবলম্বনে আমার ইচ্ছা হইল। আমাদের দুই ভাইএর আকৃতির সাদৃশ্য এত অধিক ছিল,—যে বয়সের তারতম্যতা ভিন্ন কেহই আমাদিগের এক জনকে চিনিয়া লইতে পারিত না। দাদাকে মা গঙ্গার ক্রোড়ে দিয়া আমি সুরমাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিলাম। সুরমা তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; আমি বলিলাম,—"তোমার বাবা আসিবেন।" পর দিন আমি রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সুরমাকে ক্রোড়ে লইলাম,—সুরমা আনন্দে আমাকে পিতৃ সম্বোধন করিল। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বুকে আর এক আঘাত পাইলাম,—শুনিলাম মালতীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুন্নাগ্রামে মথুর

ডাক্তার তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। প্রাণে বড়ই বাজিল ; মালতীকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম এবং তাহাকে লইয়া সংসারে সুখী হইব, বড় আশা ছিল। শুনিলাম মথুর ডাক্তার খুব বড় লোক—আর শুনিলাম সাবিত্রীর মাসীর যে টাকা আছে তাহা মালতীর নামে ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছে। সাবিত্রীর মাসীর সর্ব্ব সমেত দশ হাজার টাকা ছিল ; ঐ টাকা এখনও আছে।

ইহার পর সাবিত্রী একবার তাহার মাসীর বাড়ীতে আসিয়াছিল। আমি একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—তখন সে বালিকা মাত্র।

মালতীর স্বামীকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল—গোপনে কুন্নাগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। বড় বেমানান হইয়াছিল,—মথুরের বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। মালতী তাহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। মথুরকে ভাল লোক বলিয়া আমার মনে হইল না,—আর আমার প্রাণে যেন মালতীর অমঙ্গল আশঙ্কা ঘন ঘন জাগিতে লাগিল। আমি মথুরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এই সময় আমাদের অবস্থা একটু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। আমাকে বাধ্য হইয়া চাকরী গ্রহণ করিতে হইল। পুলিশ বিভাগে দাদার খুব প্রতিপত্তি ছিল,—সুতরাং আমি আগ্রহান্বিত হইয়া গোপনে পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিলাম।

সুরমা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আমি তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছিলাম,—সে সুরমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত ; সুতরাং আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। এই সময় প্রফুল্লর পিতার মৃত্যুর হয় ; প্রফুল্লদিগের সঙ্গে আমাদের বংশ পরম্পরায় সম্প্রীতি ছিল। প্রফুল্লর পিতা আফ্রিকাদেশে উগাণ্ডার রাজ সরকারে খুব বড় চাকরী করিতেন,—প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি

কালীচরণ নামে এক ব্যক্তির হস্তে নাবালকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়া যান। আমি প্রফুল্ল ও নীহারকে বড় স্নেহ করিতাম,—নিজের বাড়ীতে নিজ তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া আমি তাহাদিগকে মানুষ করিয়াছি। যখন প্রফুল্লর পিতার মৃত্যু হয় তখন তাহার বয়স ষোল বৎসর, নীহারের বয়স আট বৎসর। প্রফুল্লর সঙ্গে সুরমার সম্প্রীতি হয়, ক্রমে উহা প্রণয়ে পরিণত হয়,—আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু প্রফুল্ল আমার জামতার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া কোন আপত্তি করি নাই।

গত বৎসর আমি বড় পীড়িত হই এবং চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মদেশে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে যাই; প্রত্যাগমনকালে সাবিত্রীকে কুড়াইয়া পাই,—সে ঘটনা সকলেই শুনিয়াছেন। আর কয়েক ঘণ্টা হইলেই সাবিত্রীর মৃত্যু হইত।

সাবিত্রীকে দেখিয়াই আমি চিনিলাম—তাহার পর প্রলাপের ঘোরেও সে নিজের প্রকৃত নাম, পিতার নাম প্রকাশ করিয়াছিল।

সুরমা ও আমি বাটী আসিলাম; বাটী যাইবার পথে আমার পরিচিত একটি সমকর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়,—তিনি আমাকে একটা ঘটনার কথা বলিলেন। আমি বাটী পৌছিয়া বিশ্রাম ও আহার করিয়া বাহির হইলাম এবং, সেই শ্রুত ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য প্রথমে থানায় গেলাম; সেখানে সকল সংবাদ শুনিয়া আমি শিবকৃষ্ণ দাঁর গলিতে এক জীর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করি। আমার বহির্ব্বাটীর দালানের পার্শ্বে যে ছোট কুঠরী আছে, ঐটী আমার রূপ পরিবর্ত্তনের প্রধান স্থান; ওখানে অনেক রকম সাজ পোষাক—অনেক রকম প্রলেপ ও ঔষধ আছে। এক দিনের মধ্যে আমি পঁচিশ প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারি। গোয়েন্দা পুলিশের

বিধির নির্ব্বন্ধ।

বিখ্যাত কর্ম্মচারী রামদয়ালবাবু আমার এ ব্যবসা শিক্ষার গুরু—তিনি নিজে ফরাসী দেশীয় বিখ্যাত গোয়েন্দা লেকো ও মার্কিণ গোয়েন্দা নিক্‌কার্টারের শিষ্য ছিলেন। গোয়েন্দাগিরি শিক্ষা করিতে রামদয়াল বাবু পাঁচ বৎসর প্যারিসে বাস করিয়াছেন,—তখন নিক্‌কার্টার প্যারিসে ছিলেন—ফেলিক্স মারটিয়ার নামে ফরাসীর অন্যতম গোয়েন্দা রামদয়াল বাবুর একজন শিক্ষাদাতা।

রামদয়ালবাবুর শিক্ষদানে আমি রূপ পরিবর্ত্তনে অদ্ভুত দক্ষতা লাভ করিয়াছি,—এমন কি আবশ্যকমতে নিজের দেহ হ্রস্ব-দীর্ঘ স্থূল-রুগ্ন করিতে পারি।

শিবকৃষ্ণ দাঁর গলিতে সেই পুরাতন বাড়িটী ইতিপূর্ব্বেই আমার ভাড়া লওয়া ছিল এবং আবশ্যকীয় কিছু সরঞ্জামও তথায় ছিল।

আমাদের সকল কাজেই সংগ্রহ ও ক্ষিপ্রকারিতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সরঞ্জাম ঠিক হইয়া গেল। যে ঘটনা আমি হাতে লইলাম, উহার অভিনেতা একজন স্ত্রীলোক,—কোন বড় লোকের বাড়ী সহচরীর কার্য্য করিত; আমি ভদ্রলোকের গ্লানি প্রকাশের ভয়ে নাম অপ্রকাশ রাখিতে বাধ্য হইতেছি। আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই নানা প্রকারের বিজ্ঞাপন ছাপা থাকে, তাহারই এক সেট বিজ্ঞাপন বাছিয়া লইলাম এবং একটি কনেষ্টবলকে সাধারণ বেশে ঐ সকল বিজ্ঞাপন স্থানে স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিতে বলিলাম। বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এই যে, "কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী সহচরীর কার্য্য করিবার জন্য একজন স্ত্রীলোকের আবশ্যক। যিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি—নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেনে নিজে উপস্থিত হইলে কোনরূপ বিচার ব্যতীত গৃহীতা হইবেন।"

সেই বিজ্ঞাপন সাবিত্রী দেখিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল ; আমি তা'র চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য দুই একটা অন্যায় কথা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—কারণ আমার প্রাণে একটা বড় আশা হইয়াছিল। সাবিত্রী আমাকে চিনিতে পারিল না,—ভাল কথা,—এখানে আর এক কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমি যে সময় সেই পুরাতন বাটীতে যাই,—সেই সময়েই মথুর ডাক্তারকে দেখিতে পাই এবং জানিতে পারি, মালতীও সেখানে আছে। মথুরের বাড়ী মাত্র একজন চাকর ছিল ; আমি তাহার মুখে শুনিলাম,—মালতী সুবিধা হইলে এক জন সহচরী রাখিবে—কারণ সে একাকিনী থাকিবার লোক নহে। আমি তাহাকে বরাবরই জানিতাম—তাই সাবিত্রীকে আমি মালতীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম,—সাবিত্রী যে মাসীর সাক্ষাৎ পায় নাই তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। আমার এক কাজে অনেক কাজ সম্পন্ন হইল—সাবিত্রীর উপযুক্ত আশ্রয় হইল,—মালতীর সঙ্গিনী হইল,—মালতীর সংবাদ পাওয়ারও সুযোগ আমার হইল।

তার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অনেক হইয়াছিল,—ইতিমধ্যে আমি অন্য কাজে থাকিয়া মথুরের বাড়ীর সংবাদ বড় রাখিতে পারি নাই। এক দিন একটা জালিয়াতের সন্ধান করিবার জন্য আমি থানায় বসিয়া আছি—এমন সময় মথুর হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল ; শুনিলাম—মালতীর মৃত্যু হইয়াছে। রাইমোহন নামে তাহাদের যে ভৃত্য ছিল, তাহারই উপর খুন চাপাইতে মথুর চেষ্টা করিয়াছিল, পরিণামে মথুরের পৈশাচিক চরিত্র প্রকাশ হইল। রাইমোহনকে আমি একদিন দেখিয়াছিলাম,—যখন জাহাজে সে স্ত্রীলোকের বেশে কেবিনের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল, তখন সে অতি সুকৌশলে নিজের রূপ গোপন করিয়াছিল ;

কিন্তু আমার চক্ষে ধূলা দিতে পারিল না। রাইমোহনকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া দেখিলাম মথুরের মৃত্যু হইয়াছে,—তাহার দোষ-স্বীকার-পত্র পাইলাম। মালতীর হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য আমার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল—ভগবান তাহার শাস্তি দিয়াছেন।

আমার জীবনের প্রতি ঘটনা বর্ণনা করিতে গেলে একাধিক পুস্তক হইয়া যায়; আমি আপনাদিগকে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনাইব। আমার জীবনের সাধারণ ঘটনা এই; মালতীকে আমি এখনও ভালবাসি,—মালতীও আমাকে ভালবাসে।

* * * * *

আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেই যখন ধরিত্রী নবজলসম্পাতে পুলকিতা হইয়া উঠিল—তরুলতা নবকিশলয়দল অলঙ্কার ধারণ করিল—বর্ষার ধারায় সেই সকল কিশলয় সিক্ত হইতে লাগিল—নিবিড় জলদজাল নীল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিল,—তখন শুভদিনে শুভক্ষণে কলিকাতায় প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে এক রাত্রে তিন বিবাহ সম্পন্ন হইল।

হেমন্তবাবু রাইমোহনকে মুক্ত করিয়া দুই শত টাকা তাহাকে দান করিলেন—সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেল। যে টাকা রাইমোহন আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মালতী বড় আনন্দিতা হইল। মালতী সাবিত্রীকে আত্মীয়া ও ভগ্নী জানিয়া বড়ই সুখী হইল। তাহার মাতৃস্বসা প্রদত্ত টাকা তাহাকে প্রত্যার্পণ করিবার জন্য মালতী অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু সাবিত্রীর অর্থের অভাব ছিল না—সুতরাং সে ঐ টাকা লইল না।

মহালক্ষ্মী ও তারার আনন্দের সীমা রহিল না। মহালক্ষ্মী কহিলেন,—"তারা! আমার মন বলিয়াছিল, নকুলেশ্বরের মৃত্যু হয় নাই।"

তাঁরা। সুরেশ ও লাবণ্যের শোচনীয় পরিণাম বড়ই দুঃখের বিষয়।

মহালক্ষ্মী সহাস্যে কহিলেন,—"সবই বিধির নির্ব্বন্ধ, বোন্—এই নকুলের সঙ্গে সাবিত্রীর, প্রফুল্লর সঙ্গে সুরমার ও হেমন্তর সঙ্গে মালতীর মিলন হবে, আশা করা যায় নাই। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কখন ব্যতিক্রম হইতে পারে না—বোন্,—বিধির নির্ব্বন্ধ।"

পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রফুল্লবাবু উপযুক্ত পাত্রে তাঁহার স্নেহের ভগ্নী নীহারিকাকে সমর্পণ করিলেন; নীহারিকা তখন পূর্ণযুবতী।

সমাপ্ত।